অনুরাগ-বল্লী

শ্রীমনোহর দাস প্রণীত

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত
ও প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা
৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
বিশ্বকোষ প্রেস হইতে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন দ্বারা
মুদ্রিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৫

সূচীপত্র।

ভূমিকা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদে ও গৌরভক্তগণের আশীর্ব্বাদে আজ আমরা একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। গ্রন্থখানির নাম "অনুরাগ-বল্লী"। গ্রন্থকার প্রভুপাদ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য শ্রীল মনোহর দাস। গ্রন্থরচনার কাল ১৬১৮ শকাব্দা এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রন্থকারের পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর চরিত্র-আস্বাদন।

এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহা উত্তমরূপে জানিতে পারা যায়। শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামীপ্রভু শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস-গ্রন্থে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়া নিজ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে অনেকেই মনে করেন শ্রীমৎ গোপালভট্ট গোস্বামীপ্রভু বুঝি শ্রীমৎ প্রবোধানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থকার শ্রীমনোহর দাস সেই সকল বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রভুবর ভট্ট-গোস্বামীকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র এবং শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকে মহাপ্রভুর প্রিয়-ভক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

শ্রীমৎ গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর গুরু ছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম মঞ্জরী পাঠ করিলেই পাঠকগণ এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সক্ষম হইবেন।

এই গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার স্পষ্টরূপে নিজের পরিচয় প্রদান করেন নাই, তবে ইহার অষ্টম মঞ্জরীর একস্থানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—

অনন্ত পরিবার তাঁর (১) সর্ব্ব সদ্গুণধাম।
তার মধ্যে এক শ্রীগোপালভট্ট নাম॥
ইহাঁর অনেক শিষ্য কহিল না হয়।
এক লিখি শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়॥

(১) শ্রীমহাপ্রভুর।

ইহাঁর যতেক শিষ্য কহিতে না শকি ।
এক শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী লিখি ॥
ইহাঁর অনেক হয় শিষ্যের সমাজ ।
তার মধ্যে এক শ্রীরামশরণ চট্টরাজ ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সেবক-প্রধান ।
শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টরাজ-ঠাকুর নাম ॥
তাঁর পুত্র হন ইহঁ পরম-সুশান্ত ।
তাঁহার চরণ মোর শরণ-একান্ত ॥
তিঁহো মোর গুরু তাঁর পদপ্রাপ্তি আশ ।
তাঁর দত্ত নাম মোর মনোহর দাস ॥
কাটোয়া নিকট বাগ্যণকোলা পাটবাড়ী ।
সেখানে বসতি আর সর্ব্ববাড়ী ছাড়ি ॥

শ্যামদাস চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠভ্রাতা এবং আচার্য্যপ্রভুর শ্যালক রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ। এই রামশরণ চট্টরাজের নিকটেই মনোহর দাস দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। রামশরণের বাসস্থান কাটোয়ার নিকট বাগ্যণকোলা" বা "বেগুণকোলা" গ্রাম। মনোহর গুরুকুলে বাস করিতেন, তাহা তাঁহার উপরের লিখিত পদ্যেই প্রকাশ।

গ্রন্থকারের গুরুদত্ত নাম 'মনোহর দাস।' তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার নিজমত সংস্থাপন করিবার জন্য অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃতশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং স্বরচিত একটী দশক দ্বারা স্বীয় গুরুদেবকে স্তুতি করিয়াছেন। সেই স্তোত্রটী একদিকে যেমন গভীর সংস্কৃতভাষা-জ্ঞানের পরিচায়ক, অপরদিকে তেমনই তৎসাময়িক ভজননিষ্ঠ-বৈষ্ণবের সদাচারদ্যোতক।

তিনি ১৬১৮ শকাব্দার চৈত্র শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ কোন গ্রামে বসিয়া "অনুরাগ-বল্লী" রচনা শেষ করেন।

বাঙ্গালা-ভাষাও গ্রন্থকারের বেশ আয়ত্তাধীন ছিল। তাঁহার লেখায় মিলদোষ, যতিদোষ বা গ্রাম্যতাদোষ পরিলক্ষিত হয় না। স্থানে স্থানে প্রগাঢ় কবিত্বশক্তিরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীনিবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, শেষে নীলাচল অভিমুখে ছুটিলেন। পথে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সে দিবস শোকাকুল অবস্থায় সেখানে রহিলেন। পরদিবস কিছু শান্ত হইয়া ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য নীলাচলে আসিলেন। ইচ্ছা ছিল গদাধরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া পণ্ডিত গদাধর গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেখানে যাইয়া যে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিলেন তাহা শ্রীল মনোহর দাস অতি সুন্দররূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনাটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

যাইয়া দেখিল গোসাঞি বসিঞা আছয়ে। দণ্ডবৎ প্রণাম করি এক দৃষ্টে চাহে ॥
গ্রহগ্রস্থ প্রায় দেখি কিছু নাহি বোলে। অনুক্ষণ ভিজে বস্ত্র নয়নের জলে ॥
পুলকে পূর্ণিত তনু সঘনে হুঙ্কার। কলার বালটি যেন কম্প অনিবার ॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈবর্ণ্য, গদগদ স্বরে কহে। কি বোলে কি করে তাহা আপনে বুঝয়ে ॥
কখনো কখনো হাসে দুই এক দণ্ড। বহয়ে প্রস্বেদ অঙ্গে দহয়ে প্রচণ্ড ॥
মধ্যে মধ্যে নিস্পন্দ নাসায়ে নাহি শ্বাস। উঠি ইতি উতি গতি হা হা হুতাশ ॥
কেবা আইসে কেবা যায় কিছুই না জানে। বিরহে ব্যাকুল হৈলা মাধব-নন্দনে ॥

পণ্ডিত গোস্বামীর এই ভাবের বিকার দেখিয়া শ্রীনিবাস আত্মহারা হইয়া গেলেন পরদিবস স্নানাদি সারিয়া ও শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিয়া পুনরায় গদাধরের নিকটে গেলেন। যাইয়া—

কিছু বাহ্য দেখি গোসাঞির চরণে ধরিয়া। নিবেদন করে দুঃখের মুদ্রা উঘারিয়া ॥
পূর্ব্বাপর বিবরণ সংক্ষেপে কহিল। শুনিয়া গোসাঞির প্রেম দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥
ক্ষণেকে সম্বিৎ পাই বাহ্য প্রকাশিল। শ্রীভাগবত পঢ়িবার কথন শুনিল ॥
মহাপ্রভুর দর্শনের সে পুস্তক আনি। আচার্য্য ঠাকুর হস্তে দিলেন আপনি ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল—"এই শ্রীভাগবত। করুন্ তোমারে কৃপা আপন সম্পদ ॥"
ডোর খুলি দেখিলেন পত্রে পত্রে যুক্ত। মধ্যে মধ্যে দেখয়ে অক্ষর সব লুপ্ত ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে পুস্তক দেখে। নিরন্তর অশ্রু পুঁথি উপরি বরিখে ॥
তাহাতে লাগিল পত্র মুছিল লিখন। পণ্ডিত কহয়ে—"দেখ করিয়া চিন্তন ॥
ইহাতে অক্ষর দিতে কেবা শক্তি ধরে। এক মহাপ্রভু বিনু জগত ভিতরে ॥
আমার দেখহ রাত্রি দিন নাহি যায়। না জানিয়ে ইহা আমি আছি যে কোথায়
তোমা দেখি আমার প্রসন্ন হৈল মন। হিত উপদেশ কহি শুনহ বচন ॥"

তৎপরে তিনি বলিলেন, "তুমি শ্রীবৃন্দাবনে যাও। সেখানে রূপ সনাতন আছেন, আবার রঘুনাথভট্ট সেখানে গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় শ্রীভাগবতের পাঠক অতি বিরল। তুমি ভট্ট গোস্বামীর নিকট শ্রীভাগবত পাঠ করিও।"

এতদ্ভিন্ন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীনিবাসের মিলন, প্রিয়াজীর কঠোর ভজন-প্রণালী, দাস গদাধরের অবস্থা ইত্যাদি অনেক ঘটনার বর্ণনা অতীব হৃদয়গ্রাহী।

শ্রীমৎ আচার্য্য প্রভুর জীবনী সংগ্রহ করিতে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন, তিনি তাহার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এং তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছেন বলিতে হইবে। তবে তিনি তৎকালের ঐতিহাসিক-তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই কবিত্বশক্তি দেখাইবার অবসর পান নাই। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত চতুর্দ্দশাক্ষরাবৃত্তি পয়ারছন্দে লিখিত। ইহাতে দুইটী মাত্র পদ আছে তাহা শ্রীআচার্য্য প্রভুর রচিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রতি মঞ্জরীর শেষে এইরূপ ভণিতা আছে—

শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার।
তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ।
অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস॥

এই গ্রন্থ পাঠে বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা জানিতে পারা যায়। তাহার মধ্যে পঞ্চনাম-গ্রহণ একটী। পঞ্চনাম-গ্রহণ লইয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই পঞ্চনাম-গ্রহণ-প্রণালী আধুনিক কোন রসিকভক্ত-গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রচারিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু "অনুরাগবল্লী" পাঠে জানা যায় যে মনোহর দাসের সময়েও পঞ্চনাম-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা তৃতীয় মঞ্জরী শ্রীআচার্য্য প্রভুর মন্ত্রগ্রহণ প্রস্তাবে—

প্রথমে করিলা কৃপা শ্রীহরিনাম।
তবে রাধাকৃষ্ণ দুই নাম অনুপাম॥
পঞ্চনাম শুনাইয়া সিদ্ধনাম দিলা।
শ্রীমণিমঞ্জরী গুরু-মুখেতে শুনিলা॥

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্রগ্রহণ প্রস্তাবেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

হরিনাম রাধাকৃষ্ণমন্ত্র পঞ্চনাম।
দিয়া কহে সেবা সাধ্য সাধন বিধান॥ ইত্যাদি

গ্রন্থকার শ্রীআচার্য্যপ্রভুর মন্ত্রগ্রহণ প্রস্তাবের মধ্যেই মঞ্জরীরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভজন, অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ, শ্রীকৃষ্ণকে পরকীয়-নাগর জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাসুদেবের কোন সংশ্রব নাই এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর যূথেই

সকল ভক্তের গতি ইত্যাদি সিদ্ধান্ত দ্বারা গৌরপ্রাণ বৈষ্ণব-বৃন্দের ভজন-প্রণালীর পরাকাষ্ঠা ” দর্শন করিয়াছেন।

মনোহর দাসের শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেব-মন্দিরে গৌরবিগ্রহ স্থাপন বৃত্তান্তটী অতীব মনোহর। চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের বিবরণ এরূপ বিশদরূপে বর্ণন আর কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না।

অধিক কি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণবদিগের ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় অতি সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে আমরা সিদ্ধপুরুষগণের বাক্য-সফলতা ও স্বপ্ন-সফলতার প্রমাণও দেখিতে পাই। সিদ্ধপুরুষ আপনার তিরোধানের সময় জানিতে পারেন। গ্রন্থকার মনোহরের গুরু ৺রামশরণ চট্টরাজ পরমভক্ত ছিলেন। মনোহর যখন বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-বাসের জন্য যাত্রা করেন তখন তদীয় গুরু তাঁহার নিকট যে ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিয়াছিলেন তাহা এই :—

বিদায়ের কালে মোর মাথে শ্রীচরণ।
করিয়া কহিল এই মধুর বচন॥
"তুমি আগে চল আমি আসিছি পশ্চাৎ।
সর্ব্বথা পাইবে বৃন্দাবনেতে সাক্ষাৎ॥"

গুরুদেব যথাকালে আতিবাহিক দেহে প্রকৃতপক্ষেই প্রিয়তম শিষ্যকে অদ্ভুতভাবে দেখা দিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে :—

তাঁর আজ্ঞাক্রমে অবিরোধে বৃন্দাবন।
চলিয়া আইলাঙ আসি পাইল দরশন॥
এই মতে রাধাকুণ্ডে রহিলাঙ তখন।
দ্বিতীয় বৎসর রাত্রে দেখিয়ে স্বপন॥
মোর প্রভু শ্রীকুণ্ডে আইলা যথাবৎ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া মুই কৈনু দণ্ডবৎ॥
সমাচার পুছিতে কহিল তিঁহো মোরে।
পাসরিলা যে আসিতে কহিলাঙ তোরে॥
"আগে চল তুমি আমি আসিছি পশ্চাৎ।
সে আমি আইলাঙ এই দেখহ সাক্ষাৎ॥"

স্বপ্ন দেখি মোর আনন্দিত হৈল মন।
জানি অবিলম্বে প্রভুর হবে আগমন॥
এই মত কথোদিন অপেক্ষা করিতে।
প্রভুর অপ্রকট-বার্ত্তা আইল আচম্বিত॥

গ্রন্থকারের গুরুদেব ৺রামশরণ শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন দিবেন এই আশা দিয়াছিলেন। মনোহর তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে গুরুদেব স্বপ্নযোগে অতিবাহিক-দেহে তাঁহার বাক্য রক্ষা করিবেন। মনোহর রাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর চলিয়া গেল। একদিবস রাত্রিকালে মনোহর নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন সত্য-সত্যই গুরুদেব শুভাগমন করিয়াছেন। মনোহর বিস্মিত হইলেন, প্রণাম করিয়া চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব সহসা কোথা হইতে আপনার শুভাগমন হইল?"

গুরুদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মনোহর, আমি যে বলিয়া দিয়াছিলাম, তুমি আগে যাও আমি পরে আসিতেছি, তা কি তোমার মনে নাই? এই দেখ আমি আসিয়াছি।" মনোহরের ঘুম ভাঙ্গিল, মনোহর মনে করিলেন একি স্বপ্ন? তা হলে সত্য-সত্যই বুঝি গুরুদেব সত্বরে আসিয়া দর্শন দিবেন, এই মনে করিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। মনোহর গুরুদেবের শুভাগমন প্রতীক্ষায় আশাবদ্ধ হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সহসা একদিন সংবাদ আসিল তাঁহার প্রভু শ্রীবৃন্দাবন-প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ অপ্রকট হইয়াছেন। মনোহর বুঝিলেন স্বপ্নের সময়েই প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন। মনোহর আরও বুঝিলেন—গুরুবাক্য সফল, স্বপ্নও সফল।

অধ্যাত্ম-জগতের অনেক সংবাদ স্বপ্নের মধ্য দিয়া ইহজগতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। জীবের সহিত স্বপ্নের কি সম্বন্ধ ইহা এখনও বিনির্ণীত হয় নাই। মানুষ ঘুমাইলে জীবের ভাবনার আবিলতা অনেক পরিমাণে দূরে যায়, স্বচ্ছ আত্মা প্রশান্তভাব ধারণ করে, দূরবর্ত্তী তত্ত্বের বিশদচ্ছায়া বিমল আত্মপটে প্রতিভাত হয়, সুতরাং স্বপ্নযোগে সত্য-সংবাদ প্রকটিত হওয়ার ইহাও একটা কারণ হইতে পারে। আবার অনেক স্থলে দেহ-নির্ম্মুক্ত আত্মা ব্যক্তিবিশেষের নিকট স্বপ্নের সুযোগেও আপন ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

মানুষ জাগ্রত জগতে যেরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আশায় উৎফুল্ল বা নৈরাশ্যে বিষণ্ণ হয়, স্বপ্ন-জগতে সুখ-দুঃখ ও আশা-নৈরাশ্যের লীলাখেলা ইহা

অপেক্ষা বেশী ব্যতীত কোনও অংশে ন্যূন নহে। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্বপ্নতত্ত্বের রহস্য জানিবার জন্য বহুল চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণ স্বপ্নের হেতু নির্দ্দেশ করা তাহাদের পক্ষে তাদৃশ কঠিন ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু যে সকল স্বপ্ন সত্য-সত্যই সফল হইয়া উঠে, স্বপ্নের অসার-ছায়া যখন প্রকৃতপক্ষেই প্রকৃত-ঘটনার সজীব-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, তখন তাহার হেতু নির্দ্দেশ করা বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন মাস্তিষ্ক-যন্ত্রের নিকট উহার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না, "নার্ভাস সিষ্টেমে" উহার উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তখন অতীন্দ্রিয় জড়াতীত চৈতন্যময় বিগ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার ভিন্ন উহার অন্য কোন ব্যাখ্যাই সন্তোষজনক হয় না। অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা প্রিয়তম জীবের সহিত কি প্রকারে দেখা সাক্ষাৎ করেন, আলাপ সম্ভাষণ করেন, ভক্তপ্রধান মনোহর দাস তাহারও এক বিশ্বাসযোগ্য প্রধান সাক্ষী।

পুরাণ শাস্ত্রাদির প্রথানুসারে গ্রন্থকার গ্রন্থপাঠের একটী ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন। সে ফল অসামান্য, তাহা নিষ্কাম ভক্তগণেরও বাঞ্ছনীয়। ফলশ্রুতি যথা—

শ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য চরণে।
পাঠরূপ যে করে অষ্টমঞ্জরী অর্পণে॥
তাঁহার অমল-প্রেম প্রভুর শ্রীপদে।
চৈতন্য-পারকর প্রাপ্তি হয় নির্ব্বিরোধে॥
অতএব পড় শুন না কর আলস।
দেখিও রহস্য মনে যদ্যাপি লালস।
শ্রীগুরু-পদারবিন্দ মস্তক-ভূষণ।
করি 'অনুরাগবল্লী' কৈল সমাপন॥

১ম সংস্করণ শ্রীগৌরাব্দ ৪১৩। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

২য় " " ৪২৪।

৩য় " " ৪৪৫।

অনুরাগ-বল্লী

প্রথম মঞ্জরী।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং,
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীং।
রাধাকুণ্ড গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং,
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥ ১

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ, শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং। সজীবং সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণ ললিতান শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥ ২॥

রাগ প্রেমসিন্ধু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্র-কুমার। ব্রজ-পরিকর সহ নিত্য বিহার॥
শ্রীনবদ্বীপ সুরধুনীর নিকট। সেখানে হইলা প্রভু সগণে প্রকট॥

গৌরো জাত ইতি শ্রুতি ব্রজনাগভ্যং সুখার্থং নিজং, শ্রীগৌড়ভূম্যানু সঙ্গতিত্রিজগতি প্রেমাপ্লবঞ্চাকরোৎ। এবং কিন্তুপরং কয়োরসহতো বিশ্লেষমা-বশ্যকং। জীয়াল্লোকিতু মুৎকয়ো রসিকয়ো রৈক্যত্বমাপ্তং বপুঃ॥ ৩॥

তাঁহার অনন্তলীলা দাস বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে করিলা বর্ণন॥
ইহার সূত্রধৃত যে রহিল অবশেষ। ঠাকুর লোচন তাহা কহিল বিশেষ॥
শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ সমন্বয়। সংগীতরূপে ব্যক্ত কৈল আপন আশয়॥
এ দোঁহে যে ভাগ যাঁহা না কৈল বিস্তার। বিশদ করিয়া তাহা করিল প্রচার॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত তাঁর গ্রন্থ হয়॥
এ সব পুস্তক পৃথিবীতে হৈল খ্যাত। মূর্খেহ জানিল গূঢ় চৈতন্য-সিদ্ধান্ত॥
করুণা-বিগ্রহ বিশ্বম্ভর কৃপাসিন্ধু। অধম দুর্গত হত-পতিতের বন্ধু॥
উছলল তরঙ্গ ভাসাইল ত্রিভুবন। বিচার নহিল কিছু এই ত কারণ॥
এমত দয়ালু আর কভু নাহি শুনি। যাহার শ্রবণে দ্রবে সকল পরাণি॥

সপার্ষদ মহাপ্রভু চরণে শরণ। অসংখ্য প্রণাম করোঁ অপরাধ ভঞ্জন॥
কি বলিব নিজ দোষ যত পড়ে মনে। সবে এক ভরসা নাম পতিত-পাবনে॥
প্রভুর অগ্রজ বন্দোঁ নিত্যানন্দ রায়। যাঁর পতিত-পাবন বানা ত্রিজগতে গায়।
যাঁহার কৃপাতে পাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। দয়া করি যে করিলা গৌড়াবনী ধন্য॥
অসুরেহো যদি একবার নিত্যানন্দ। কহিলেই পুলকাশ্রু কম্প স্বরভঙ্গ॥
দ্রোহ করিলেহ করে করুণার ভরে। মাধাই তাহার সাক্ষী নদীয়া নগরে॥
ভক্তিভাবে বন্দোঁ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যচন্দ্র। যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য নিত্যানন্দ॥
যাঁর আকর্ষণে এ দোঁহার অবতার। কৃপা করি যে করিল জগত নিস্তার॥
শ্রীপণ্ডিত গোঁসাই বন্দোঁ প্রভুর নিজ শক্তি। যাহার কৃপাতে হয় চৈতন্যে দৃঢ় ভক্তি॥
সাদি ভক্ত বন্দোঁ করিয়া সাহসে। ত্রিভুবন বৈষ্ণব হয় যাঁ সভার বাতাসে॥
অমায়ায় মো পতিতে সভে কর দয়া। পূর্ণ মনোরথ হউ দ্রবীভূত হিয়া॥
কপটেহ তোমা সভার নাম যেই লয়। সে নহে বঞ্চিত কভু সাধু-শাস্ত্রে কয়॥
এই ভরসায়ে লই চরণে শরণ। উপেখিলে নাহি গতি কৈল নির্দ্ধারণ॥
আমার দুর্গতি তোমরা পতিত-পাবন। সর্ব্বত্র পাইবা লজ্জা কৈল নিবেদন।
যে হয় সভার ইচ্ছা তাহা সভে কর। কোন প্রকারেই কেহো উপেখতে নার॥
অধম হইঞা কহি মনের হরিষে। প্রভুর চরণ-পদ্ম আশ্রয় সাহসে॥
পতিতে বিশ্বাস দৃঢ় পাবনে বিশ্বাস। নিষ্কপটে লিখি শ্রোতা না করিহ হাস॥
অনুরাগ-বল্লী শুনি যাহার আনন্দ। মস্তকভূষণ মোর তাঁর পদদ্বন্দ্ব॥
এবে শুন আর কিছু কহি মনোরথ। যাহাতে জানিয়ে নিজ গুরু-বর্গ পথ॥
মহাপ্রভু অবতরি শ্রীগৌড়-অবনী। দর্শন শ্রবণে ধন্য করিলা ধরণী॥
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহার। তাহাতে অনন্ত হৈলা নিজ পরিবার॥
আদিখণ্ডে পরিচ্ছেদ দশম একাদশে। দ্বাদশে কহিল তাহা শুনহ বিশেষে॥
পৃথিবী-মণ্ডলে হৈল যত যত শাখা। সহস্র বদনে নারে করিবারে লেখা॥
তার মধ্যে গৌড়োৎকলে যত শাখাচয়। সেহো অপরিমিত তাহা লিখিত না হয়॥
এই তিন পরিচ্ছেদে মুখ্য মুখ্য জন। লিখি মাত্র করাইয়া দিগ-দরশন॥
প্রথম চব্বিশ বর্ষ নবদ্বীপ-লীলা। শেষ অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে খেলা॥
মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। সর্ব্বত্র ভ্রমিলা তাহা কে করু বর্ণন॥
যেরূপে দক্ষিণদেশ পর্য্যটন কৈল। চৈতন্য-চরিতামৃতে কথোক বর্ণিল॥
মধ্যখণ্ডে দেখিহ নবম পরিচ্ছদে। দক্ষিণের তীর্থযাত্রা করিহ আস্বাদে॥
তথাতেও হইলা অগণ্য পরিবার। শাখার বর্ণনে কি না দেখাইল তার॥

এক শাখা কহি গুরু-প্রণালী জানিতে। রঙ্গক্ষেত্রে গেলা প্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
কাবেরীর তীরে দেখি শ্রীরঙ্গনাথ। নৃত্য গীত কৈল বহু ভক্তগণ সাথ॥
সেই তীর্থে বৈসে তৈলঙ্গ-বিপ্ররাজ। শ্রীত্রিমল্লভট্ট নাম ব্রাহ্মণ-সমাজ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হয়ে দুই ভাই। বেঙ্কট প্রবোধানন্দ ভট্ট বলি গাই॥
বেঙ্কটভট্ট আসি প্রভু নিমন্ত্রণ কৈল। বৈষ্ণবতা দেখি তাঁর বিনয় মানিল॥
মধ্যাহ্ন স্নান করি প্রভু তার ঘরে আইলা। গোষ্ঠীর সহিত দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
দণ্ড-প্রণিপাত করি পদ প্রক্ষালিল। সে চরণোদক ভট্ট সবংশে খাইল॥
যোগ্যাসনে বসাইঞা করাইল ভোজন। অনেক সামগ্রী কত করিব বর্ণন॥
ভোজনান্তে মুখবাস দিয়া পায়ে ধরি। দীন হীন হঞা নিজ নিবেদন করি॥
এক বাত কহিতে কহিয়ে বড় ভয়। না কহিলে অতি দুঃখ সহ্য না হয়॥
সংপ্রতি আইল বর্ষা চারি মাস প্রভু। এ সময়ে তীর্থ কেহ নাহি ফিরে কভু॥
যদি মোরে কৃপা করি থাকেন এথায়। সেবন করিয়ে চিত্তে বাঞ্ছা সর্ব্বদায়॥
তাঁহার বচনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈলা। সেবা অঙ্গীকার করি তাহাই রহিলা॥
কাবেরীতে স্নান রঙ্গনাথ দরশন। ভক্তগণ সহ সুখে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
কভো কার দ্বারে ভোজন শ্রীমহাপ্রসাদ। বৃন্দাবন ভ্রম যাহা উঠয়ে উন্মাদ॥
সেখানে সুখের সীমা পাইয়া রহিলা এই মতে চাতুর্ম্মাস্য ব্যতীত করিলা॥
ত্রিমল্লের বালক গোপাল-ভট্ট নাম। নিষ্কপট হৈঞা সেবা কৈল গৌর-ধাম॥
তাঁর পিতা সুচরিত্র তাঁহার জানিঞা। পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিল তুষ্ট হঞা॥
চারিমাস সেবা কৈল অশেষ প্রকার কহিল না হয় অতি তাহার বিস্তার॥
গৌরকান্তি পাণ্ডিত্য বচন সুমধুর। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর বহে লাবণ্যের পুর॥
মহাপ্রভুর মনোরথ জানিঞা জানিঞা না বুঝিতে করে কার্য্য আনন্দিত হৈঞা॥
সেবার বৈদগ্ধী দেখি তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে। সগোষ্ঠী করিল কৃপা দাস দাসী সনে॥
পূর্ব্বেতে আছিলা সভে শ্রীবৈষ্ণব। লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ উপাসক॥
প্রভুর দর্শন স্পর্শ কৃপামৃত পাইলা। রাধা-কৃষ্ণ উপাসক সগণে হইলা॥
মহাপ্রভুর করুণাতে মহাভাবোদয়। কিছুমাত্র চৈতন্য-চরিতে ব্যক্ত হয়॥
মধ্যখণ্ড মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে। মধ্য-লীলা সূত্রগণ বর্ণনা করিতে॥
তার মধ্যে দক্ষিণ ভ্রমণ-প্রকরণ। তাহাতে প্রভুর রঙ্গক্ষেত্রকে গমন॥
সেখানে ত্রিমল্লভট্ট ঘরে ভিক্ষা লইলা। ভট্টের প্রার্থনা মতে চাতুর্ম্মাস্য কৈলা॥
নবম পরিচ্ছেদে সেই সূত্র বিস্তারিল। তাহে তার ছোট ভাই বেঙ্কট লিখিল॥
ত্রিমল্লভট্টেরপুত্রাদি আত্মসাৎ পরিপাটী। রহি গেল সেকারণে লিখনের ত্রুটি

বেঙ্কটের কনিষ্ঠ প্রবোধানন্দ নাম। গোপাল-ভট্টের পূর্ব্বে গুরু সে প্রমাণ॥
অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে। পূর্ব্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে॥
তারপরে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন। সভারি হইল পূর্ব্ব করিল লিখন॥
অত্যাদরে বিদ্যাগুরু লিখেন জানিঞা। যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ অধিক মানিঞা॥
সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তিবিলাস। তাঁর মঙ্গলাচরণে এ কথা প্রকাশ॥

তথাহি।

ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথ দাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ। ৪॥

অস্যার্থঃ।

সনাতন গোস্বামী কৃত দিক্‌প্রদর্শিন্যাং হরিভক্তিবিলাস টীকায়াং। বিলাসান্ পরমবৈভবরূপান চিনুতে সমাহরতি। ভক্তেবিলাসনাং চয়নেনাস্য গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেতি সংজ্ঞায়াং কারণমেকমুদ্দিষ্টম্। ভগবৎ প্রিয়স্যেতি বহুব্রীহিণা তৎপুরুষেণ বা সমাসেন তস্য মাহাত্ম্যাতিশয়ং প্রতিপাদিতম্। এবং তৎশিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক্ বোদ্ধব্যং। শ্রীরঘুনাথদাসো নামা গৌড়-কায়স্থ কুলাব্জ-ভাস্কর-পরম-ভাগবতঃ। শ্রীমথুরাশ্রিত রূপসনাতন নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়ন্তু মিত্যর্থঃ॥ ৪॥

এ টীকার অর্থ কহি সংক্ষেপ আখ্যান। মহান্তের মুখে শুনি সুদৃঢ় বিজ্ঞান॥
শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল। সর্ব্বত্র সম্ভোগ ভট্টগোসাঞির দিল॥
ইহাতে জানিয়ে দোঁহার প্রেমার তরঙ্গ। যাতে ভেদ নাহি অতি বড় অন্তরঙ্গ॥
এবে মন দিয়া শুন শ্লোকের অর্থ। শ্রীসনাতন বাক্য পরম সমর্থ॥
শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ দাস। ইহা সভার সুখ দিতে হরিভক্তিবিলাস॥
সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত প্রধান। সর্ব্ব পুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান॥
ভগবান-ভক্তি ভক্ত-যোগ্য সদাচার। এ সব তত্ত্বর যাঁহা দেখাইল পার॥
গ্রন্থকর্ত্তা নাম শ্রীগোপালভট্ট হয়। প্রবোধানন্দের শিষ্য যাহা তহি হয়॥
সে প্রবোধানন্দ বা কাহার শিষ্য হয়। ভগবানের প্রিয় ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
ভগবান শব্দে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার করুণাপাত্র অতএব ধন্য॥
শ্রীরূপ সনাতন কৃত গ্রন্থচয়। তাতে যে স্থানে প্রয়োগ মহাপ্রভুর হয়॥

সর্ব্বত্র ভগবৎ শব্দ করয়ে লিখন। স্বয়ং ভগবান জানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
সেবিলেন গোপালভট্ট কায়-বাক্য-মনে। তে কারণে মহাপ্রভুর কৃপার ভাজনে ॥

তথাহি।

এবং তৎ শিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক বোদ্ধব্যং ॥ ৫

ইহাতে প্রবোধানন্দ প্রভু-পার্ষদ হয়। তেমতি গোপালভট্ট জানিহ নিশ্চয় ॥
অপি শব্দের অর্থ এইত নির্দ্ধার। সনাতন মুখোদিত সিদ্ধান্তের সার ॥
অন্যথা সর্ব্ব মহান্তের আছে পূর্ব্ব গুরু। কারো জানি কারো না জানি কে গণনা করু।
শ্রীসনাতন কৈল দশম টিপ্পনী। তার মঙ্গলাচরণে এই মত বাণী ॥
বিদ্যাবাচস্পতি নিজ গুরু করি লেখে। তাঁহার শ্রীমুখ-বাক্য দেখ পরতেকে ॥

তথাহি।

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্।
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্ ॥ ৬ ॥

এই মত গোপালভট্টের গুরু লিখন। বিচারিয়া দেখ সবে দিয়া নিজ মন ॥
সভাই পরম-প্রিয় চৈতন্য-পার্ষদ। যা সভার প্রসাদে প্রাপ্ত প্রেম-সম্পদ ॥
সনাতন রূপ গোপাল তিন দেহ ভেদমাত্র। এ তত্ত্ব জানায়ে যে সেই সে কৃপাপাত্র ॥

তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তং।

সনাতনপ্রেম পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলঙ্ঘিতাখিলং।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥ ৭ ॥

এ তিনেতে তিলমাত্র ভেদবুদ্ধি যার। এই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ॥
দ্বিতীয় প্রমাণ কহি শুন মন দিয়া। তাঁহার শ্রীমুখ-চন্দ্র বাক্যামৃত পায়া ॥
শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল। অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল ॥
যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার। রস পরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের সার ॥
সে টীকার মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক। লিখিয়াছে যাহা দেখ শুনি সর্ব্বলোক ॥
আপনা পাসরে রহে চকিত হইয়া। পুলকাদি অশ্রু বহে মুখ বুক বাঞা ॥

তথাহি শ্লোকৌ।

চূড়া চুম্বিত চারু চন্দ্রক চমৎকার ব্রজ ভ্রাজিতং,
দীব্যন্মঞ্জুমরন্দ পঙ্কজমুখং ভ্রূনৃত্যদিন্দিন্দিরং।
রজ্যদ্বেণু সুমূল রোক বিলসৎ বিম্বাধরৌষ্ঠং মহঃ,
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জকেলি ললিতং রাধাপ্রিয়ং প্রীণয়ে॥ ৮॥
কৃষ্ণবর্ণস্তয়োরেষা টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাং।
গোপাল ভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জরঃ॥ ৯॥

ইহাতে লিখন স্থিতি দ্রাবিড় অবনি। তার ব্যাখ্যা কহি পূর্ব্বাপর বার্ত্তা শুনি॥
ব্রাহ্মণের জাতি ভেদ অনেক আছয়। তার মধ্যে দশ ঘর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥
পঞ্চ গৌড় পঞ্চ দ্রাবিড় কহি যারে। প্রথম গৌড়ের কহি বিবরণ সারে॥
কান্যকুব্জ মৈথিল গৌড় কামরূপ। উৎকল জানিহ এই পঞ্চ দ্বিজ ভূপ॥
পঞ্চ দ্রাবিড় কহি শুন সাবধানে। যেখানে যাহার সে স্থানের নামে॥
মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় তৈলঙ্গ কর্ণাট। গুর্জ্জর দেশেতে যাঁহা বিপ্ররাজ পাট॥
পঞ্চ দ্রাবিড় মধ্যেতে তৈলঙ্গ হয়। দ্রাবিড়াবনি নির্জ্জর তে কারণে কয়॥
এই ত ইহার অর্থ জানিহ নির্দ্ধার। প্রাচীন পরম্পরা শুনি লিখিলাও সার॥
প্রসঙ্গ পাইয়া ইহা আগে ত লিখিল। বৃন্দাবন আগমন প্রস্তাব রহিল॥
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে প্রভু বিদায়ের কালে। যে শোক হইল তাহা কে লিখিতে পারে॥
গোষ্ঠীসহ ভট্ট সঙ্গে চলে নাহি ফিরে। ফিরাইতে প্রভু ভৃত্য হইলা বিকলে॥
অনেক যতনে কিছু ধৈর্য্য করাইয়া। দক্ষিণ ভ্রমিতে চলে নিরপেক্ষ হৈয়া॥
চলিবার কালে কহে মধুর বচন। প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ করি আলিঙ্গন॥
তিন ভাই ভট্টকে কহিল এইখানে। থাকি সেবা অহনিশ করহ ভজনে॥
রহিতে নারিবে যবে উৎকণ্ঠা বাড়িবে। তবে নিঃসন্দেহ আমা দর্শন পাইবে॥
গোপাল ভট্টেরে কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। এ তিনের সেবা কর সুস্থির হইয়া॥
ইহাঁ সভা সিদ্ধি পাইলে যাইহ বৃন্দাবন। সেখানে আমার প্রিয় রূপ সনাতন॥
অচিরাতে পাঠাইব নাহিক সংশয়। দোঁহার সহিত তোমার হইব প্রণয়॥
সে দুই সহিত মিলি করিহ ভজন। সেবা-সুখ দৃষ্টি রস-গ্রন্থ আস্বাদন॥
মধ্যে মধ্যে আমা সহ হইবে মিলন। সাবধান হৈয়া আজ্ঞা করিহ পালন॥
এত কহি আলিঙ্গিয়া শক্তি সঞ্চারিল নিজ সর্ব্ব তত্ত্ব হৃদয়েতে প্রকাশিল॥
সেকালে দোঁহার যে যে ভাবের বিকার যে দেখিল সেই জানে না জানয়ে আর
সে আবেশে মহাপ্রভু প্রেমত্ত চলিলা গোষ্ঠীর সহিত ভট্ট মৃতকল্প হৈলা॥

কথো দিন সর্ব্ব তীর্থ করিয়া ভ্রমণ। পুন নীলাচল-চন্দ্র দেখিতে গমন॥
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভট্ট গোষ্ঠীর সহিতে। এবং গ্রামী যত লোক তার এই রীতে॥
ক্ষণেক চেতন পাই বিস্তর কান্দিলা। আজ্ঞা পালিবারে নিজ নিজ ঘরে গেল॥
চৈতন্য বিরহে সদা পোড়য়ে অন্তর। অহনিশ গুণ গান অশ্রু নিরন্তর॥
কথো দিন এই মত কৈল কাল যাপ। গরগর অন্তর ক্ষণে ক্ষণে উঠে তাপ॥
ক্রমে ক্রমে তিন ভাইয়ের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল। তা সভার ঘরণী অগ্র পশ্চাৎ পাইল॥
সর্ব্ব সমাধান করি উদাসীন হঞা। বৃন্দাবনে আইলেন প্রেমে মত্ত হঞা॥
আসিয়া পাইলা রূপ সনাতন সঙ্গ। দুই রঘুনাথ সহ প্রেমার তরঙ্গ॥
শ্রীজীবে বাৎসল্য কোটি-প্রাণের অধিক। সদা স্বাদ রাধা-কৃষ্ণ-বিলাস মাধ্বীক॥
যে কালে চৈতন্যলীলা করেন আস্বাদ। সে কালে সভার হয় মহা প্রেমোন্মাদ॥
শ্রীযুত রাধিকা সহ মদনগোপাল। বৃন্দাবনেশ্বরী সহ শ্রীগোবিন্দলাল॥
বৃষভানু-কুমারী সহিত গোপীনাথ। দর্শন সেবা করি জন্ম মানিল কৃতার্থ॥
নিজায়ত্ত সেবা করিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল। বুঝি গোসাঞি গৌড় হৈতে বস্তু আনাইল॥
এক কারিগর মাত্র উপলক্ষ করি। মনের আকুতি মনে বিচার আচরি॥
গোপালভট্ট গোসাঞির জানিয়া অভিলাষ। স্বহস্তে শ্রীরূপগোসাঞি করিল প্রকাশ॥
সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল। শ্রীরাধা-রমণ নাম প্রকট করিল॥
মন্দির করাঞা নিজ সেবা করি দিল। অতি বিলক্ষণ তাহা কহিল নহিল॥
অদ্যাপি দেখহ সেবা পরম উজ্জ্বল। ইহা অনুভবি পূর্ব্ব জানিহ সকল॥
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগ-বল্লী কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং শ্রীগোপালভট্ট চরিতাস্বাদনং
নাম প্রথমোমঞ্জরী।

দ্বিতীয় মঞ্জরী।

তথা রাগ।

প্রণমহ গণসহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। করুণা অবধি যাঁহা বিনু নাহি অন্য॥
অধমেরে যাচিঞা বিতরে পরমার্থ। পতিত-পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥
বৃন্দাবনে রূপ সনাতন সর্ব্বাধ্যক্ষ। সেবক নির্ম্মিত কৈল দুই জন মুখ্য।
শ্রীগোপালভট্ট ভট্টাচার্য্য রঘুনাথ। দুই দ্বারে শিষ্য দোঁহে করেন সাক্ষাৎ॥

গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র। গৌড়িয়া আইলে রঘুনাথ-কৃপাপাত্র॥
এ নিয়ম করিয়াছে দুই মহাশয়। পরমার্থ ব্যবহারে যেন বিরোধ না হয়॥
এবে শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের লীলা। যেরূপে গোপাল ভট্টের সেবক হইলা॥
অল্পাক্ষরে কহি কিছু দিগ-দরশন। তাঁহার চরণ মোর একান্ত শরণ॥
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অবতরী। শেষলীলা নীলাচলে প্রকট বিহরি॥
সেকালে লভিলা জন্ম আচার্য্য ঠাকুর বাল্য পৌগণ্ডের রূপ পরম মধুর॥
প্রথম কৈশোর শুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ দেহ। প্রত্যঙ্গ সৌষ্ঠব কিবা লাবণ্যের গেহ॥
কুটিল কুন্তল দীর্ঘ নয়ন কমল। ঊর্দ্ধ তিলকে ভাল করে ঝলমল॥
ভ্রূযুগ্ম চিক্কণ শুক-চঞ্চু নাসা-ভাতি। অধরোষ্ঠ অরুণ দর্শন মুক্তা-পাঁতি॥
সুচিবুক সিংহগ্রীব বক্ষঃস্থল পীন। তথি যজ্ঞসূত্র বেষ্টিত কটি ক্ষীণ॥
দুই ভুজ দেখিতে যে মনের আনন্দ। করিবব উপমা বা দিব কোন মন্দ॥
করতল সুরঙ্গ অঙ্গুলি ক্রম কৃশ। সর্ব্ব সলক্ষণ নখ মণির সদৃশ॥
ত্রিবলী বলিত মধ্যদেশ তনুতর। স্থূল জঙ্ঘা ক্রম কৃশ জানু মনোহর॥
চরণ জলজ-দল অঙ্গুলীর পাঁতি। তাহাতে শোভয়ে নখ মাণিকের কাঁতি॥
সূক্ষ্ম যোড় ত্রিকচ্ছ কন্ধানে পরিধান। উত্তরীয় শোভা করে শ্রীঅঙ্গ সুঠান॥
তুলসী নির্ম্মিত কণ্ঠী কণ্ঠের ভূষণ। শ্রীহস্তে পুস্তক মত্ত-গজেন্দ্র-গমন॥
প্রথমে ঠাকুর এই মত রূপ ছিলা। মধ্য বয়ঃক্রমে ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হৈলা॥
পৌগণ্ডে আরম্ভে বিদ্যা কথোক দিবসে। ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কারেতে প্রবেশ॥
অতি অনির্ব্বচনীয় মেধার মাধুরী। সকৃৎ পড়িলে মাত্র কণ্ঠগত করি॥
মহাপ্রভু প্রকট বিহরে নীলাচলে। মহিমার সীমা শুনি হইলা বিহ্বলে॥
সুদৃঢ় বিচার কৈল আপনার মন। অচিরাতে মহাপ্রভুর চরণে শরণ॥
হইব, পড়িব তথা শ্রীভাগবত। কিরূপ হইব এই চিন্তা অবিরত॥
রাত্রি দিবা এইরূপে উৎকণ্ঠা বাড়িল। নীলাচলে চলিবারে নিশ্চয় হইল॥
কহিল সভারে আমি নীলাচলে যাব। শ্রীজগন্নাথ রায়ের দর্শন পাইব॥
বিনয় প্রবন্ধ রূপে আজ্ঞা লইয়া। মহাপ্রভু পাশ চলে হরষিত হৈয়া॥
পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান। মূর্চ্ছিত পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যান।
সে দিবস শোকাকুল সেখানে রহিলা। প্রভাতে উঠিয়া কিছু ধৈর্য্য করিলা॥
একবার জগন্নাথ রায় স্থানে যাইয়ে। দেখি মহাপ্রভুর গণ কেমত আছয়ে॥
ইহা মনে করি দক্ষিণ মুখে চলি যায় আবরত অশ্রু, পথ দেখিতে না পায়॥
উঠি বসি ক্রমে নীলাচল পুরী আইলা। দেখিতে শ্রীজগন্নাথ আবিষ্ট হইলা॥

এই মত কথোক্ষণ দর্শন করিল। পূজারি আনিয়া মালা মহাপ্রসাদ দিল ॥
সেখানে পুছিল পণ্ডিত গোসাঞির স্থানে। শুনি গোপীনাথগৃহ যমেশ্বর পানে ॥
যাইঞা দেখিল গোসাঞি বসিঞা আছয়ে। দণ্ডবৎ প্রণাম করি এক দৃষ্টে চাহে ॥
গ্রহগ্রস্থ প্রায় দেখি কিছু নাহি বোলে। অনুক্ষণ ভিজে বস্ত্র নয়নের জলে ॥
পুলকে পূর্ণিত তনু সঘনে হুঙ্কার। কলার বালটি যেন কম্প অনিবার ॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈবর্ণ্য গদগদ স্বরে কহে। কি বোলে কি করে তাহা আপনে বুঝয়ে।
কখনো কখনো হাসে দুই এক দণ্ড। বহয়ে প্রস্বেদ অঙ্গে বহয়ে প্রচণ্ড ॥
মধ্যে মধ্যে নিস্পন্দ নাসায়ে নাহি শ্বাস। উঠি ইতি উতি গতি হা হা হুতাশ ॥
কেবা আইসে কেবা যায় কিছুই না জানে। বিরহে ব্যাকুল হৈলা মাধব-নন্দনে ॥
দেখি চমৎকার হইলা ভাবের বিকারে। কহিতে চাহয়ে মুখে বাণি না উচ্চরে ॥
সে দিবস তেন মত থাকিলা তথাই। মহাপ্রসাদান্ন পুঙ্গক দিল তাহা পাই ॥
প্রাতঃকালে মহোদধি স্নানাদি করিয়া শয্যোত্থানে জগন্নাথ দর্শন পাইয়া ॥
কিছু বাহ্য দেখি গোসাঞির চরণে ধরিয়া। নিবেদন করে দুঃখের মুদ্রা উঘারিয়া ॥
পূর্ব্বাপর বিবরণ সংক্ষেপে কহিল। শুনিয়া গোসাঞির প্রেম দ্বিগুণ বাড়িল ॥
ক্ষণেকে সম্বিৎ পাই বাহ্য প্রকাশিল। শ্রীভাগবত পড়িবার কথন শুনিল।
মহাপ্রভুর দর্শনের সে পুস্তক আনি। আচার্য্য ঠাকুর হস্তে দিলেন আপনি ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল এই শ্রীভাগবত। করুন তোমারে কৃপা আপন সম্পদ ॥
ডোর খুলি দেখিলেন পত্রে পত্রে যুক্ত। মধ্যে মধ্যে দেখয়ে অক্ষর সব লুপ্ত ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে পুস্তক দেখে। নিরন্তর অশ্রু পুঁথি উপরি বরিখে ॥
তাহাতে লাগিল পত্র মুছিল লিখন। পণ্ডিত কহয়ে দেখ করিয়া চিন্তন ॥
ইহাতে অক্ষর দিতে কেবা শক্তি ধরে। এক মহাপ্রভু বিনু জগত ভিতরে ॥
আমার দেখহ রাত্রি দিন নাহি যায়। না জানিয়ে ইহা আমি আছি যে কোথায়।
তোমা দেখি আমার প্রসন্ন হৈল মন। হিত উপদেশ কহি শুনহ বচন ॥
মহাপ্রভুর শাখা মধ্যে রূপসনাতন। অসীম দোঁহার গুণ কে করু কথন ॥
মহাপ্রভুর দত্ত দেশ শ্রীবৃন্দাবন। তাঁহা পাঠাইলা করি শক্তি সঞ্চারণ ॥
প্রেমার সমুদ্রযুক্ত বৈরাগ্য অবধি। যোগ্য পাত্র দেখি কৃপা কৈল গুণনিধি ॥
বৃন্দাবনে রহি করে আজ্ঞার পালন। লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর ভক্তি প্রবর্ত্তন ॥
সেবার স্থাপন রস-সিদ্ধান্তের সার। অবিরুদ্ধ আচরণ দেখাইল পার ॥
দোঁহার সমীপে ভট্টাচার্য্য রঘুনাথ। পাঠাইয়াছেন মহাপ্রভু করি আত্মসাৎ।
প্রবল পাণ্ডিত্য আর পরম ভাবুক। অদ্বিতীয় শ্রীভাগবতের পাঠক ॥

শুনিল কথোক দিন গোপালভট্ট নাম। দক্ষিণ হইতে আসিয়াছে দোঁহা বিদ্যমান॥
সম্প্রতি রঘুনাথ দাস গৌরাঙ্গ বিরহে। তিলার্দ্ধ সম্বিত নাহি নিরন্তর দহে॥
দিন কথো স্বরূপ গোসাঞি কৈল সন্তর্পণ। তাঁর অপ্রকটে বৃন্দাবনেরে গমন॥
যদ্যপি তোমার চিত্তে হয়ে পরকাশ। সেখানে শুনহ ভাগবতের বিলাস॥
দাস গদাধরে এক কহিও প্রহেলী। মিতাকে কহিও মিতা যাবেন ও বাড়ী॥
এতেক কহিতে পুন অন্তর্দ্ধশা হৈল। অদ্ভুত দেখিয়া ঠাকুর প্রণতি করিল॥
নির্দ্ধার করিল আশ্রয় শ্রীরূপ চরণ। রঘুনাথ ভট্ট স্থানে শ্রীভাগবত পঠন॥
সেখানে যেখানে ছিলা পার্ষদ সব। দর্শন করিল এন মন অনুভব॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে দেহে কারো বাহ্য নাহি। অভ্যাসে করয়ে সেবা যেবা কিছু চাহি॥
এই মত কয়েক বৎসর রহি তথা। সর্ব্বত্র দেখিল যে যে লীলা-স্থান যথা॥
বিদায় কালেতে দেখি শ্রীজগন্নাথ। গৌড়দেশে আইলা করি দণ্ড প্রণিপাত॥
গৌড়েতে প্রভুর ভক্ত সভার আশ্রমে। নিজানন্দে ফিরিতে লাগিলা ক্রমোৎক্রমে॥
এই মতে অনেক দিবস ব্যাজ হৈল। শ্রীভাগবতাদি একবার পঢ়ি লৈল॥
মনেতে করিল যবে যাব বৃন্দাবন। পুনর্ব্বার না আসিব গৌড়ভুবন॥
ভাল মতে সভা সহ সুখ আস্বাদন। করিয়া যাইব যেন করিয়ে স্মরণ॥
শ্রীসরকার ঠাকুর আদি সভাকার পাট। সর্ব্বত্র দেখিল সর্ব্ব মহান্তের নাট॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে যে যে ভাবের বিকার। দেখিতে শুনিতে চিত্তে হৈলা চমৎকার॥
তাঁহারা কহিল এই অতি সুনিকট। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত দুই প্রভু অপ্রকট॥
শুনিয়া দোঁহার গুণ ব্যথা বড় পাইলা। অনুতাপ করি বিস্তর কান্দিতে লাগিল॥
কহে অভাগ্যের সীমা দর্শন নহিল। জন্মদুঃখী করি বিধি আমারে সৃজিল॥
পণ্ডিত গোসাঞি যেই সন্দেশ কহিল। দাস গদাধর প্রতি, তাহা পাশরিল॥
সর্ব্বত্র ফিরিয়া নবদ্বীপ আগমন। দাস গদাধর দেখি হইল স্মরণ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করি সঙ্কুচিত মন। কহিতে লাগিলা অতি মধুর বচন॥
কহিলা তোমারে কিছু পণ্ডিত গোসাঞি। তরজা প্রহেলী তাহা আমি বুঝি নাই॥
"মিতাকে কহিও মিতা যাবেন ও বাড়ী।" শুনিতেই মাত্র ঠাকুর ভূমে গেলা গড়ি॥
বহুত বিলাপ করি রোদন করিলা। কতক্ষণে বাহ্য দশা কহিতে লাগিলা॥
আরে বিপ্র বালক তোঁ করিলি অকার্য্য। প্রভুর বিরহ আর এ কথা অসহ্য॥
পণ্ডিত গোসাঞি অপ্রকট সমাচার। আসিয়াছে দিনা চারি, কি করিব আর॥
আগে যদি জানিতোঁ যাইতোঁ শীঘ্রতরে। শুনিতো কি মর্ম্মকথা কহিতা আমারে॥
তাহার আমার এই সুসত্য বচন। শেষকালে অবশ্য পাঠাব বিবরণ॥

যথা তথা থাক আসি হইবা বিদিত। কত দিন অপেক্ষা করিব সুনিশ্চিত॥
সে কথা নহিল মোর হৈল বড় দুঃখ চলি যাহ পুন মোরে না দেখাইহ মুখ॥
এতেক শুনিয়া বহু মিনতি করিলা। উপেক্ষা করিয়া তিহোঁ নিজ ঘরে গেলা॥
বিচারিল যথোচিত অপরাধী হৈল। যেমত করিল তেন মত শাস্তি পাইল॥
অপরাধী দেহ রাখিবারে না যুয়ায়। আত্মঘাত মহাদোষ কি করি উপায়॥
কিছু না বলিব না লইব অন্নপান। ইহা মনে করিয়া পশ্চিম দিগে যান॥
গঙ্গার নিকট ঘাট হৈতে কিছু দূরে। পড়িয়া রহিলা চেষ্টা নাহিক শরীরে॥
গৌরদেহকান্তি তব করে ঝলমলে। ধূলায় ধূসর স্বর্ণ প্রতিমার তুলে॥
এই মত প্রহরেক পড়িয়া থাকিতে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীউর দাসী আইলা আচম্বিতে॥
প্রভু অপ্রকটে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী। বিরহ সমুদ্রে ভাসে দিবস রজনী॥
বাড়ীর বাহির দ্বার মুদ্রিত করিয়া। ভিতরে রহিলা দাসী জনা কথো লঞা॥
দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে। তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে॥
ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায়। দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায়॥
পণ্ডিতের অদ্ভুত শক্তি অদ্ভুত প্রকৃতি। মহাপ্রভুর গুণে নিরপেক্ষ যার খ্যাতি॥
কদাচ কেহ করে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন। সেই ক্ষণে দণ্ড করে মর্য্যাদা স্থাপন॥
নিরবধি প্রেমাবেশ যাহার শরীরে। হেন জন নাহি যে-সঙ্কোচ নাহি করে॥
গঙ্গাজল ভরি দুই ঘট হস্তে লৈয়া। সেই পথে লঞা যায় নিলক্ষে চলিয়া॥
প্রত্যহ সেবার লাগি লাগে যত জল। প্রায় দামোদর তত আনয়ে একল॥
বহিরাচরণ লাগি দাসীগণ আনে। কলস লইয়া যবে যায় গঙ্গাস্নানে॥
অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতস্নান করি। শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসী মঞ্জরী॥
পিঁড়াতে বসিয়া করে হরেকৃষ্ণ নাম। আতপ তণ্ডুল কিছু রাখে নিজ স্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হৈলে একটি তণ্ডুল। রাখেন শরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥
পুলকে পূর্ণিত নেত্রে বহে জলধার। মধ্যে মধ্যে স্বর ভঙ্গ কম্প অনিবার॥
কখন প্রস্বেদ পড়ে বস্ত্র সব ভিজে। নানা বর্ণ হয় তনু স্তম্ভিত সহজে॥
প্রলয় হইলে মাত্র জিহ্বা নাহি নড়ে। চিৎকার করিয়া তখনি ভূমি পড়ে॥
নাসিকাতে শ্বাস নাহি উদর স্পন্দন। দেখি দাসীগণ বেড়ি করয়ে ক্রন্দন॥
কতক্ষণ থাকি পুন চেতন পাইয়া। গড়াগড়ি যায় ধূলি ধূসর হইয়া॥
সম্বিত পাইয়া উঠি হাসে খলখলি। কি বোলে কি করে কিছু বুঝিতে না পারি॥
তবে পুন নাম লয়ে ঘরঘর স্বরে। দেখি তাঁর অনবস্থা পরাণ বিদরে॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়। তাহাতে তণ্ডুল সব শরাতে দেখয়॥

তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া। ভোজন করেন কত নির্ব্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখে পাত্র-শেষ। ভক্ত সব আইসে তবে পাইয়া আদেশ॥
বাড়ীর বাহিরে চারিদিকে ছানি করি। ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণমাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আস-পাশ। একত্র হঞা অভ্যন্তর জান সব দাস॥
তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র। অনন্যশরণ যাতে অতি কৃপা পাত্র॥
পিঁড়াতে কঁড়ার টানা বস্ত্রের আছয়ে। তাহার ভিতরে ঠাকুরাণী ঠাড় হয়ে॥
আঙ্গিনাতে সব ভক্ত একত্র হইলে। দাসী যাই কঁড়ার রঞ্চেক ধরি তোলে॥
চরণ-কমল মাত্র দর্শন পাইতে। কেহ কেহ ঢলিয়া পড়য়ে কোন ভিতে॥
দেখিতে চরণ-চিত্র করায়ে প্রতীত। উপমা দিবারে লাগে দুঃখ আর ভীত॥
তথাপি কহিয়ে কিছু শাখাচন্দ্র ন্যায়। না কহি রহিতে চাহি রহা নাহি যায়॥
উপরে চমকে শুদ্ধ সোণার বরণ। দশ নখ দশ চন্দ্র প্রকাশে কিরণ॥
চরণের তল অরুণের পরকাশ। মধুরিমা সীমা কিবা সুধার নির্য্যাস॥
তিলার্দ্ধ দর্শন কৈলে কাণ্ডার পড়য়ে। তবে সেই প্রসাদান্ন বাহির করয়ে॥
সেবিকা ব্রাহ্মণী দেই এক এক করি। যে কেহ আইসে তার হয়ে বরাবরি॥
প্রসাদ পাইয়া পুন যথা স্থানে যাইয়া। রহে যথা কথঞ্চিৎ আহার করিয়া॥
এই মত প্রত্যহ করে দৈব সেই দিনে দেখিয়া নিকট গেলা সব দাসীগণে॥
মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকট সেই ঘাট। স্নানে যাই দাসী দেখে পূর্ব্বকৃত নাট॥
ব্যগ্র হই পুছে কিছু না করে উত্তর। অবিরত ঝরে মাত্র নয়নের জল॥
মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বুলি ডাকে। অতি আর্ত্ত কণ্ঠস্বর ভেদ হয় শোকে॥
পুন পুন পুছিতে কহিল এই কথা। তোমারে কহিলে নির্ব্বাহ নহিব সর্ব্বথা॥
তাঁরা সব কহে তত্ত্ব কহ দেখি শুনি। না পারি কারতে কিছু রহিব আপনি॥
তবে পূর্ব্ব কথা কহে করিয়া বিষাদ। দাস গদাধর স্থানে হৈল অপরাধ।
পণ্ডিত গোঁসাঞি তারে প্রহেলী কহিল। পাসরিয়া তাহা আমি কহিতে নারিল॥
তেঁহো উপেখিল জানি অপরাধ অতি। অন্ন জল খাইলে আমার কোন গতি॥
এতেক কহিয়া পুন মৌন করিল। দাসী যাই ঠাকুরাণীকে সকল কহিল॥
শুনিয়া ব্যাকুলতর রহে মৌন করি। পাক করি শালগ্রামে আগে ভোগধরি॥
সর্ব্ব ভক্ত বাহিরে যবে একত্র হইলা ভোজন না করি অভ্যন্তরে বোলাইলা॥
গদাধরে কহে একি অপূর্ব্ব কাহিনী ব্রাহ্মণ-বালক প্রাণ ছাড়ে ইহা শুনি॥
জানিয়া না কহে যদি অপরাধ ভাল। বিস্মৃতি হইল তাহে কি করু ছাওয়াল॥
যদি বা আমারে চাহ মোর বোল ধর সাক্ষাতে আনিয়া অপরাধ ক্ষমা কর॥

আমার অগ্রেতে তুমি অকপট হৈয়া। করহ প্রসাদ অপরাধ ঘুচাইয়া॥
শুনিয়া শ্রীগদাধর দাস মহাশয়। আচার্য্য ঠাকুর প্রতি হইলা সদয়॥
কহিলেক কি করিবেক ব্রাহ্মণ-কুমার। স্বতন্ত্র প্রভুর ইৎসা কি দোষ কাহার॥
আজ্ঞা দিল লইয়া আইস, তিঁহো চলি গেল। সকল বৃত্তান্ত যাই ঠাকুরে কহিল॥
শুনি ঠাকুরের হৈল জীবনের আশ। ধূলা ছাড়ি উঠিলেন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥
এথা ভোগ সরাইয়া ভোজন করিলা। হেন কালে সেই খানে ঠাকুর আইলা॥
আসিয়া করিল দণ্ড-নিপাত প্রণতি। পুন উঠে পুন পড়ে করে বহু স্তুতি॥
অশ্রু কম্প পুলক ভরিল সর্ব্ব গায়। ভাবাবেশে ঠাকুরাণী কাণ্ডার উঠায়॥
আচার্য্য ঠাকুর ভাগ্য না যায় বর্ণন। আপাদ মস্তক যেহোঁ পাইল দর্শন॥
বাহ্যবৃত্তি গেল পড়ি মূর্চ্ছিত হইলা। ক্ষণেক সম্বিৎ উঠি চাহিতে লাগিলা॥
দেখিল কাণ্ডার টানা তবে আজ্ঞা কৈল। গদাধর দাসে তুমি দণ্ডবৎ কৈল॥
গদাই চরণ ধরি ঠাকুর পড়িলা। উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রসাদ করিলা॥
আশীষ করিল "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। স্ফুরুন্ হৃদয়ে" তোমা না ছাড়িব কভু॥
সর্ব্ব পার্ষদের পায়ে দণ্ডবৎ করি। উঠিয়া সভার লইল চরণের ধূলি॥
তবে প্রসাদান্ন লইয়া আইলা সেখানে। এক এক করি বাঁটি দিল সর্ব্ব জনে॥
কথোদিন রহিলেন তাঁ সবার সঙ্গে। দেখিল চৈতন্য ভাব বিরহ তরঙ্গে॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন। বৈষ্ণবাপরাধ তার হয় বিমোচন॥
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগ-বল্লী কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্যঠকুরচরিতবর্ণনে
অপরাধমোচনং নাম দ্বিতীয়া মঞ্জরী।

তৃতীয় মঞ্জরী।

তথা রাগ।

প্রণমহো গণসহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য॥
অধমেরে যাচিয়া বিতরে পরমার্থ। পতিতপাবন নাম এবে সে যথার্থ॥
এই মতে নবদ্বীপে কথোদিন গেল। দেখিতে শুনিতে চিত্তে বিস্ময় হইল॥
এক ভক্ত ভাব কোটি-সমুদ্র গভীর। সম্যক্ ইয়ত্তা করিবেক কোন ধীর।
শ্রীগদাধর দাসের কিছু বুঝন না যায়। বাহিরে না দেখি হিয়া পোড়য়ে সদায়॥

কখনো বসিয়া থাকে কিছুই না বোলে। কভু ইতি উতি গতি হাসে খল খলে॥
কহিতে চৈতন্যকথা উপকথা তোলে। কখন কি বোলে করে অতি উচ্চরোলে॥
ক্ষণে অতি সূক্ষ্ম স্বরে মনে মনে কথা। উত্তর প্রত্যুত্তরে যেন বুঝিয়ে সর্ব্বথা॥
পুলকিত অশ্রুপূর্ণ মন্দ মন্দ হাসে। শরণে না যায় অঙ্গ অধিক উল্লাসে॥
দশনে রসনা চাপি নেত্র চালাইলা। ক্রোধ করি উঠে যেন হুঙ্কার করিয়া॥
বদনে অধর খণ্ডি ভ্রূ তরঙ্গিত। কাতর হইয়া কহে গদগদ ভাবিত॥
ক্ষণেক অন্তরে পুন উন্মাত্তের প্রায়। ঘূর্ণিত অরুণ নেত্রে চতুর্দ্দিকে চায়॥
ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ে কাহারে না কহে। অন্তরের দুখে বুক বিদারিতে চাহে॥
অশ্রু আদি কিছুই না দেখি সেই ক্ষণে। এ ভাবের বিকার জানিব কোন জনে॥
এক দিন এক জন চরিত্র দেখিয়া। কিছু মন অন্তরায় হইল চিন্তিয়া॥
চৈতন্য বিরহে সভার দ্রবীভূত মন। এ ঠাকুর এই মত ফিরেন কেমন॥
দৈবে এক দিন তিহোঁ নিকট আইলা। গদাই নিশ্বাস তার অঙ্গেতে লাগিলা।
পুড়িল সে স্থান উঠে চিৎকার করিয়া। ক্ষণেকে সম্বিৎ পাই পড়িল কান্দিয়া॥
হইয়াছিলা আপনার মনে যে বৃত্তান্ত। কহিল তাঁহারে সর্ব্ব পাইয়া একান্ত॥
মোর অপরাধ হৈল তোরে না জানিলু। যেন অপরাধ তেন মত শাস্তি পাইলু॥
গোসাঞি বোলেন চল কিছু ভয় নাই। সতত সভার ভাল করুন্ গোসাঞি॥
কখন যদ্যপি তেঁহো থাকেন একান্তে বিরহের অত্যন্ত প্রাবল্য হয় চিত্তে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপরে। সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দন হীন শ্বাস নাহি চলে॥
এই মত কতক্ষণ পড়িয়া থাকিতে। চেতন পাইয়া উঠি বৈসে আচম্বিতে॥
যেবা বিলপয়ে তাহা কহিল না হয়। সেই কালে সর্ব্ব মহাভাবের উদয়॥
এ সকল ভাবাবেশ অনুভব করি। চমৎকৃত হৈয়া মনে বিচার আচরি॥
মহান্তের মুখে আমি যে কথা শুনিল। অদ্ভুত আখ্যান অতি সংক্ষেপে কহিল॥
ইহারি মধ্যেতে শ্রীসীতা ঠাকুরাণী। জগতজননী শ্রীল অদ্বৈত-গৃহিণী॥
শ্রীযুক্ত জাহ্নবী সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা। পতিতপাবনী নিত্যানন্দের বনিতা॥
এ দুহাঁর চরণ দর্শন পাইল ক্রমে। আপনাকে মানিলেন সফল জনমে॥
বচন না স্ফুরে অশ্রু কম্প পুলকিত। পুন উঠে পুন পড়ে না পায় সম্বিত॥
যে চরণ দরশনে সর্ব্বত্র অভয়। হেন দরশন পাইল আচার্য্য মহাশয়॥
এই মত কত দিন সেখানে রহিলা। দোঁহার চরণ কৃপা যথেষ্ট লভিলা॥
অতঃপর অভিরাম গোসাঞির মিলন মন দিয়া শুন সবে অতি বিলক্ষণ॥
শুনি লোকমুখে কৃষ্ণনগরের কথা। শ্রীঅভিরামগোসাঞি প্রকট আছেন তথা॥

নবদ্বীপে বাড়ীর বাহিরে প্রণিপাত। সর্ব্ব ভক্ত পদধূলি ধরিল মাথাত ॥
সে কালে বা যেবা হৈল ভাবের বিকারে। তাহা কি করিব বাপে বর্ণিবারে পারে।
আবেশে চলিলা তথা দর্শন করিতে। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা যাইঞা তথাতে ॥
দেখিলে বসিয়া নিজ পারিষদ সঙ্গে। প্রবেশিত চিত্ত কৃষ্ণ কথার তরঙ্গে ॥
ইত মধ্যে যাই কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম। তিহোঁ পুছে কে তুমি কি তোমার অভিধান॥
সবিনয় কহে মোর নাম শ্রীনিবাস। বিপ্র বংশে জন্ম প্রভুর দর্শনাভিলাষ ॥
এত বলি লইলেন চরণের ধূলী। তিঁহো মাথে হস্ত ধরি হৈলা কুতূহলী ॥
কহিল এখানে তুমি রহ কথোদিন। যে কিছু চাহিয়ে সব তোমার অধীন ॥
ভাণ্ডারি কহিল করিয়া সমাধান। যাহা কহি কহে কৃষ্ণ কথার বিধান ॥
ঠাকুর সে দিন সিধা করিল গ্রহণ। আর দিন হইতে নির্ব্বাহ চিরন্তন ॥
নদী স্নান পুলিনে উদ্যান দরশন। সেবা অবলোকন কৃষ্ণ কথার শ্রবণ ॥
বাড়ীর পূর্ব্বেতে রামকুণ্ড খোদাইতে। শ্রীমূর্ত্তির ছলে কৃষ্ণ হইলা সাক্ষাতে ॥
শ্রীগোপীনাথ নাম পরম মোহন। অশেষ বিশেষ রূপে করেন সেবন ॥
সেখানে সুখের সীমা পাইলা রহিলা। যে কিছু খরচ ছিল সব নিবড়িলা ॥
তৎপরে যে পাত্র সঙ্গেতে আছিল। ক্রমে ক্রমে সেই সব বিক্রয় হইল ॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি যবে রহি গেল শেষ। সে দিন গোসাঞি কিছু করিল আদেশ ॥
অয়ে বাপু আজি বড় মনুষ্যের ঘরে। বিবাহ হইবে তাহা চলহ সত্বরে ॥
আজি যে খাইবা তাহা পাইবা অগ্রেতে। আর পাঁচ দিন নির্ব্বাহ হবে দক্ষিণেতে ॥
শুনিয়া ঠাকুর মৌন করিয়া রহিল। পুন গোসাঞি সেই কথা কহিতে লাগিল ॥
তবে ঠাকুর কহিলেন খরচ আছয়ে। কি আছয়ে সত্য কহ গোসাঞি পুছয়ে ॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ী আছে শুনিলেন যবে। বিস্মিত হইয়া মনে বিচারিল তবে ॥
আজি পরীক্ষিব দেখি কি করে ব্রাহ্মণ লোকে কহে দেখ কোথা করয়ে রন্ধন ॥
ঠাকুর ষোল কড়া দিয়া তণ্ডুল আনিল। এক কড়া দিয়া এক খানি খোলা নিল ॥
দুই কড়ার কাষ্ঠ এক কড়ার লবণ। লইয়া দারুকেশ্বর নদীরে গমন ॥
বহুত কলার পত্র আছয়ে উদ্যানে। সহজেই মিলে তাহা কেহ নাহি কিনে ॥
তথা স্নান করি যবে পাক চড়াইলা। চর আসি সব কথা গোসাঞিরে কহিলা॥
গোসাঞি কহিল বৈষ্ণব যাহ চারি জন। যেখানেতে শ্রীনিবাস করেন রন্ধন ॥
লুকাই রহিও আগে দেখা নাহি দিহ। ভোগ লাগাইলে মাত্র নিকট যাইহ ॥
গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা তাহারা চলিল। ভোগ সারিলেই মাত্র উপস্থিত হৈল ॥
স্ফুট হরেকৃষ্ণ নাম কহিতে কহিতে। উত্তরিলা আসি সভে ঠাকুর অগ্রেতে ॥

বৈরাগীর বেশ ডোর করঙ্গ কৌপীন। গুদড়ি দেখিয়ে অতি বিরক্তের চিহ্ন ॥
তাঁ সবারে দেখি অতি আনন্দিত হৈলা। বিনয় করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥
কৃপা করি যদি ভাগ্যে আইলা আমার। কিছু এই প্রসাদান্ন কর অঙ্গীকার ॥
তাঁরা কহে তাহাই করিব যে কহিলা। ঠাকুর কহয়ে তবে আমারে কিনিলা ॥
এক দিকে চারি বৈষ্ণবেরে বসাইল। কলার আঙ্গোট পত্র পাঁচটুক কৈল ॥
সমান করিয়া তথি করিল পরোসন। রঞ্চেক রঞ্চেক করি ধরিল লবণ ॥
তাঁ সভারে বসাইয়া আপনে বসিলা। ভোজন করিয়া বড় আনন্দিত হৈলা ॥
সন্তোষে বিদায় তাঁরা করিল গমন। গোসাঞিরে আসি কহে সব বিবরণ ॥
শুনিতেই মাত্র প্রেমে আবিষ্ট হইলা গদগদ স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥
চৈতন্যের কালে হেন বৈরাগ্য দেখিল। আজিহো আছয়ে তাথে আশ্চর্য্য মানিল ॥
মুই কহোঁ সব লঞা গেল সেই চোরা। এ নিমিত্তে পোড়য়ে সতত চিত্ত মোরা ॥
কোন স্থানে কিছু কিছু এখন জানিল। রাখিয়া গিয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ হইল ॥
এতেক কহিতে পূর্ব্ব সুখ স্মৃতি হইলা। উছলি হুঙ্কার করি ভূমিতে পড়িলা ॥
শ্বাস নাহি চলে কোন অঙ্গ নাহি নড়ে। দেখিয়া বৈষ্ণব সব হাহাকার করে ॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত কতক্ষণ পড়ি আছে। আচার্য্য ঠাকুর আসি উপনীত পাসে ॥
শুনিল বৃত্তান্ত সব অবস্থা দেখিল। মুখ বুক বহি ধারা পড়িতে লাগিল ॥
আর তাঁর প্রেমার বিবর্ত্ত কহি শুন। মহাপ্রভু অপ্রকটে উন্মাদ লক্ষণ ॥
সে রূপ না দেখে কোন থানে প্রেম দান। নিরানন্দ দেখিয়া সতত দুঃখ পান ॥
ঘোড়ার চাবুক নাম শ্রীজয়মঙ্গল। তাহা মারি করে লোকে প্রেমায় বিহ্বল ॥
তৃতীয় প্রহরে যবে চেতন পাইল। অষ্টসাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল ॥
এই মত কথোক্ষণ অঙ্গ বাহ্য পাইয়া। সম্মুখে দেখয়ে শ্রীনিবাস দাণ্ডাইয়া ॥
সে চাবুক সেবকের হাতে আনাইয়া মারয়ে ঠাকুরে যেন ক্রোধ-মুখ হঞা ॥
তিনবার যদি সেই চাবুক মারিল। মালিনী ব্যাকুল হৈয়া হস্তেতে ধরিল ॥
ভাসাইলা কিবা আর করিবারে চাহ কি হইল চেষ্টা তাহা বারেক দেখহ ॥
দেখে পুলকিত অশ্রু কম্প থর হরে। বৈবর্ণ্য স্বরভেদ বর্ণ উচ্চারিতে নারে ॥
প্রস্বেদ পড়য়ে ক্ষণে হয়ে স্তম্ভাকৃতি। ক্ষণেকে বঞ্চল প্রায় বাতুলের রীতি ॥
যখন সে সঞ্চারি মনেতে আসি হয়। তখন তেমত করে কহিল না হয় ॥
পুনকহেমালিনী,গোসাঞি কি কার্য্যকরিলা। ব্রাহ্মণকুমারের পাঠ বাদ কৈলা ॥
কৃপা কর যেন ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন। করিতে না করে বাধ উন্মাদ লক্ষণ ॥
ঠাকুর দৈন্য করি পড়ে প্রণতি করিয়া। গোসাঞি তাঁহার মাথে পদ আরোপিয়া।

কোলে করি কহয়ে চিবুকে হস্ত দিয়া। মধুর বচনে প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥
কোন চিন্তা নাহি মনে যে ভাবিলা বিধি বৃন্দাবন যাহ তাঁহা হবে সর্ব্ব সিদ্ধি॥
এত বলি গলাগলি কান্দিতে লাগিলা। দোঁহে বিচ্ছেদের লাগি বিকল হইলা॥
এই মত সর্ব্ব ভক্তবর্গ পদধূলি। লইয়া লইয়া ধরে মস্তক উপরি॥
সে রজনী বঞ্চিলেন ভাবের আবেশে। উঠিয়া দেখয়ে কিছু রাত্রি আছে শেষে॥
চলিয়া আইলা তবে বাড়ীর বাহির। দণ্ড-পরণাম করে হইয়া অস্থির॥
বিস্তর কান্দিল তথা গড়াগড়ি দিয়া। সম্বিৎ পাইয়া বৃন্দাবন মুখী হৈয়া॥
সমস্ত দিবস চলে যতেক পারয়ে। যথা সন্ধ্যা হয় তথা তথা উত্তরয়ে॥
অযাচিত্ত পাইলেই করেন রন্ধন। ভোজন করয়ে, না পাইলে উপসন॥
সদা গর গর তনু মন ভাবোন্মাদে। নিঃশঙ্কে চলয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে॥
স্তম্ভ বা প্রলয় যবে হয় ভাবোদ্গম। তবে পড়ি রহে, লোকে জানে পথশ্রম॥
কথোদিন উপরান্তে আইলা শ্রীমথুরা। শোভা দেখিতেই ভাবে আবিষ্ট হইলা॥
সাবধান হঞা তীর্থে আইলা বিশ্রান্তি। স্নান জলপান করি দেহ গত শ্রান্তি॥
সেই থানে অন্যান্যে মাথুর কহে বাত। শ্রীরূপের অপ্রাকট্য শুনিল তথাত॥
আস্তে ব্যস্তে যাঞা তারে বার্ত্তা পুছিল। তিন গোসাঞির তিঁহো নির্য্যাণ কহিল॥
সনাতন অপ্রকট অনেক দিবস। তার পরে রঘুনাথ ভট্ট স্বেচ্ছাবশ॥
সম্প্রতি কথোক দিন রূপ অদর্শন। কহিল তোমারে এ তিনের বিবরণ॥
শুনিতেই মাত্র গাত্রে হইলা বিবর্ণ। বিলাপ করিতে কণ্ঠে না উচ্চরে বর্ণ॥
পুলকিত অঙ্গ নেত্রে বহে জলধার। প্রস্বেদ শোভয়ে মুখে মুকুতার বিথার॥
তদুপরি কম্প উঠে হইয়া ব্যাপক। ক্ষণেকে বিবশ কণ্ঠ করে ধক্ ধক্॥
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি হৈয়া অচেতন। নিশ্চল হইল তনু রহে কথোক্ষণ॥
চেতন পাইয়া পুন গড়াগড়ি যায়। সোনার প্রতিমা যেন ধূলায় লোটায়॥
চিৎকার করিয়া যে করে অনুতাপ। শুনিয়া ধৈরজ ধরিবেক কার বাপ॥
চৌদিকে কাঁদিয়া লোক পুছে সমাচার। কে উত্তর দিবে মূলে নাহিক সাম্ভার॥
গোসাঞি জীউর সমাচার শুনি মাত্র। বিকল হইলা ইহা জানে বুদ্ধি পাত্র॥
সে সময়ে বৃন্দাবনে গমনাগমন। কেহো নাহি করে, পথ বড়ই বিষম॥
দস্যু পশু ভয় পথে যাইতে না পায়। খরচ বান্ধিলে মাত্র মারিয়া ফেলায়॥
তেমত উৎকণ্ঠা যার সে আসিতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে বিচার গোচরে॥
এই ক্রমে সমাচার পাওয়া নাহি যায়। সব তত্ত্ব মথুরাতে আইলে সে পায়॥
পূর্ব্ব বৃন্দাবন পথ এই মত ছিলা। কথো দিনে যাতায়াতে শরাণ হইলা॥

ক্ষণেকে উঠিল ভাব উন্মাদ লক্ষণ। তারি মধ্যে এই কথা কৈল নির্দ্ধারণ
বৃন্দাবন আইলাঙ করিয়া নিশ্চয়। গত মাত্র করিব রূপ চরণ আশ্রয়॥
রঘুনাথ স্থানে শ্রীভাগবত পঠন। কায়মনোবাক্যে সনাতনের সেবন॥
সে যদি নহিল তবে যাইয়া কি কাজ মরণ না হয় মাথে না পড়য়ে বাজ॥
এতেক চিন্তিতে উঠে উদ্বেগ প্রলয়। বিবেকের লোপ হৈল পরম চঞ্চল॥
উলটি চলিলা আগু পাছু না গণিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যত চলিতে পারিল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শোকাকুল শ্রমযুক্ত হৈলা। অবশ হইল দেহ পড়িয়া রহিলা॥
চিন্তায় ব্যাকুল রাত্রি নাহি নিদ্রালেশ। কিছু তন্দ্রা হইল নিশার অবশেষ।
সেই স্থানে শ্রীরূপের দর্শন পাইল। নিরখিতে রূপ নাম যথার্থ জানিল॥
নহে অতি উচ্চ স্থূল সুবলিত তনু। বিজুরি চমক জিনি গৌর-বরণ॥
ভ্রূ-ভেক শিখা মাত্র উড়য়ে বাতাসে। উচ্চ নাসা অধরে অরুণ পরকাশে॥
সুরঙ্গ কর চরণ তল শোভা করে। নখচন্দ্র পরকাশ তাহার উপরে॥
পিরীতে গঢ়িল দেহ অতি সুকুমার। বচন রচন কিবা অমৃতের ধার॥
কপালে তিলক হরি মন্দির বন্ধান। কণ্ঠের ভূষণ কণ্ঠী তুলসী নির্ম্মাণ॥
এই মত দেখি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা। আনন্দ না ধরে অশ্রু পড়ে বুক বাঞা॥
দুই চারি প্রণিপাত করিলা যখন। তখন করিলা মাথে চরণ অর্পণ॥
উঠাইয়া কোলে করি সুমধুর বাণী। কহিতে লাগিলা শুনি জুড়ায়ে পরাণী॥
আমার আজ্ঞায় ফিরি যাহ বৃন্দাবন। ভক্তিগ্রন্থ জীব স্থানে কর অধ্যয়ন॥
আমার কৃপাতে অর্থ স্ফুরিবে সম্যক্। অল্প দিনে শাস্ত্র পড়ি হবে অধ্যাপক॥
উপাসনা করিতে চাহিলা মোর ঠাঞি। সে আমি গোপাল ভট্ট কিছু ভেদ নাই॥
তাঁর স্থানে যাঞা তুমি উপাসনা কর। সর্ব্ব সিদ্ধি হবে এই মোর বোল ধর॥
এত বলি সাশ্রুপাত কৃপাদৃষ্টি করি। অন্তর্দ্ধান কৈল এথা উঠিলা ফুকরি॥
হা রূপ হা রূপ করি গড়াগড়ি যায়। সে বিলাপ শুনিতে পরাণ বাহিরায়॥
ক্রন্দনের শব্দে লোক বেঢ়িল ধাইয়া। পুছিতে লাগিল কত যতন করিয়া॥
কে তুমি বা কেন কর এতেক প্রমাদ। শুনিতে বিদরে হিয়া তোমার বিষাদ॥
ভাবাবেশে প্রমত্ত ঠাকুর অবিরত॥ কিছু নাহি শুনে কেবা কিবা কহে কত॥
কাতরতা দেখি লোক ব্যাকুল হইয়া। সভার পড়য়ে অশ্রু বুক বাহিঞা॥
কথোক্ষণ এই মত বিলাপ করিতে। শিথিল হইল দেহ মূর্চ্ছা আচম্বিতে॥
পড়িয়া রহিলা এক-অঙ্গ নাহি নড়ে। দেখি দুঃখে লোক সব হাহাকার করে॥
মুহূর্ত্তেক এইরূপে রহিলা স্তব্ধ হঞা। পুনরপি উঠি বসি চেতন পাইঞা॥

বিচারিল গোসাঞি যে কৈল আজ্ঞা দান। সে মোর অভীষ্ট তথি দেখিয়ে কল্যাণ ॥
উঠি বৃন্দাবন পথে করিল প্রয়াণ। দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ান ॥
যবে শ্রীআচার্য্যঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন। যাত্রা কৈল প্রেমাবেশে গর গর মন ॥
এথা জীব গোসাঞিরে সেই নিশাভাগে। স্বপনে শ্রীরূপ কহে করি অনুরাগে ॥
বৈশাখী পূর্ণিমা সন্ধ্যা-আরতির কালে। গৌড়দেশ হইতে যে বিপ্র আসি মিলে ॥
শ্রীগোবিন্দ দরশন সভাকার পাছে। করিব সে প্রেমাবেশে হেন কথা আছে ॥
গৌর-বরণ তনু নাম শ্রীনিবাস। আমার আজ্ঞায় তারে করিহ বিশ্বাস ॥
বিরহে গোপালভট্ট গোসাঞি রাত্রিদিনে। জাগ্রত নিদ্রায় স্ফুর্ত্ত্যে কথা শ্রীরূপ সনে ॥
সে রাত্রি কহিল আজি ব্রাহ্মণকুমার। যে আসিব তাঁরে তুমি করিহ অঙ্গীকার ॥
হেন মতে সন্ধ্যা পূর্ব্বে বৃন্দাবন আইলা। চক্রবেড় দেখি তার বৃত্তান্ত পুছিলা ॥
লোকে কহে গোবিন্দের আরতি সময়। ঝাট যাহ দরশনে যদি বাঞ্ছা হয় ॥
শুনিতেই ত্বরাযুক্ত ধাইয়া চলিলা। মহা ভীড় প্রবেশ করিতে না পারিলা ॥
পাছে রহি শ্রীমুখারবিন্দ নিরখিতে। অশ্রুতে ভরিল নেত্র না পায় দেখিতে ॥
আরতি সরিলে বড় সমৃদ্ধ হইলা। ঠাকুর যাইয়া এক পাশেতে বসিলা ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রকট দেখি গায়। শ্রীমুখ দর্শন-সুখ অঙ্গে না আমায় ॥
হেথা শ্রীজীব গোসাঞি সর্ব্বত্র চাহিল। মহাভীড়ে কোন খানে দেখিতে না পাইল ॥
মনে বিচারয়ে অতি বিস্মিত হইয়া। গোসাঞি কহিল মোরে নিশ্চয় করিয়া ॥
সে বচন কখন কি অন্যমত হয়। ভীড় গেল এখন কি করিয়ে উপায় ॥
এতেক বিচারি জনা পাঁচ সাত লঞা। আপনে দেখিয়া বুলে স্থানে স্থানে যাঞা ॥
দেখে দ্বার নিকট ভিতরি স্থান হয়। বসিয়াছে কেহো হেন মোর চিত্তে লয়।
সেই খানে যাইয়া আপনে উপনীত। ভাবাবেশ দেখিয়া হইল আনন্দিত ॥
শ্রীগোসাঞিজিউর আজ্ঞা অনুরূপ দেখিলা। নিঃসন্দেহ লাগি তবে পুছিতে লাগিলা ॥
ঠাকুর দেখিতে জানি শ্রীজীব গোসাঞি। আস্তে ব্যস্তে অশ্রু মুছি পড়িলা তথাই ॥
সে কালের দৈন্য যেবা শুনিবারে পায়। আছুক মনুষ্য কার্য্য পাষাণ মিলায় ॥
সংভ্রমে উঠাঞা গোসাঞি কৈল কোলে। অশ্রুযুক্ত হৈয়া কিছু গদগদ বোলে ॥
তোমা লাগি শ্রীগোসাঞি আমারে কহিল। ভাল হৈল অচিরাতে দর্শন পাইল ॥
মোর ভাগ্যে মোর প্রভু সদয় হইয়া। তোমা হেন বান্ধবেরে দিলা মিলাইয়া ॥
একত্র রহিব কেহো কোথাও না যাব। নিরন্তর কৃষ্ণকথা আস্বাদ করিব ॥
ঠাকুর স্বপ্নের কথা সকল কহিল। শুনিয়া আনন্দে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিল ॥
হাতে ধরি গোবিন্দের রসোইয়া আনিয়া। রসোইয়া দ্বারায় প্রসাদ পাওয়াইয়া ॥

আপন বাসাকে আনি দিল বাসস্থান। যাহাতে হয়েন সর্ব্বরূপে সমাধান॥
তেন মত সেইস্থানে সে রাত্রি বঞ্চিঞা। প্রাতঃকালে যমুনায় স্নানাদি করিয়া॥
ঠাকুরকে সঙ্গে লঞা আপনে গোসাঞি। আইলেন শ্রীরাধারমণে সুখ পাই॥
দেখিলা গোপালভট্ট আছেন বসিয়া। চলি চলি সেই স্থানে উত্তরিলা গিয়া॥
যোগ্য সম্ভাব করি আসনে বসিলা। পূর্ব্বাপর সব সমাচার নিবেদিলা॥
শুনিতেই ভট্ট গোসাঞির হইল আবেশ। কহে কালি এমতি হৈয়াছে প্রত্যাদেশ॥
শ্রীরূপ বিরহে ভট্ট দুঃখিত অপার। শিষ্য কি করিব দেহ হইয়াছে ভার॥
তথাপি স্বপ্নের কথা শুনিয়া দোঁহার। নিজ স্বপ্ন চিন্তি বহু করিল সৎকার॥
তাঁহার যে আজ্ঞা মোর কর্ত্তব্য সেই সে। যবে যে কহিবে তাহা করিব সন্তোষে॥
জানিল শ্রীগোসাঞি হইয়া অনুকূল। মিলাঞা দিলেন মোরে রতন অমূল॥
এ কথা শুনিয়া শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। দণ্ড প্রণিপাত করে রহে অশ্রুপূর॥
হেন বেলে শ্রীজীব গোসাঞি কহে বাণী। দ্বিতীয়া দিবস কালি ভাল অনুমানি॥
তথাস্তু তোমার মুখে যে হইল কথা। তাথে কোন দোষ নাই উত্তম সর্ব্বথা॥
এত বলি ভট্ট গোসাঞি কাতর বয়ানে। গৌড়দেশের বার্ত্তা পুছে হঞা সকরুণে॥
মহাপ্রভুর পরিবারের অবস্থা শুনিয়া। বিস্তর কান্দিলা তিনে ফুৎকার করিয়া॥
সে কালের বিলাপ কে বর্ণিবারে পারে। মনুষ্য থাকুক গাছ পাথর বিদরে॥
এই মত ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ কৈল। তবে বাসা যাইবারে আজ্ঞা মাগিল॥
গোসাঞি নিসকড়ি প্রসাদ আনাইয়া দিল। ঠাকুরের দর্শন করাই বিদায় করিল॥
দোঁহে নতি কৈল ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন। এই মত সেই দিন বাসারে গমন॥
প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া তেন মতে। শ্রীজীব গোসাঞির সঙ্গে আইলা ত্বরিতে॥
ঠাকুর সেবাতে ভট্ট গোসাঞি আছিলা। নতি স্তুতি করি দোঁহে আসনে বসিলা॥
শ্রীজীব গোস্বামী পূজা সামগ্রী যে কৈলা। আচার্য্য ঠাকুর হস্তে দিয়া লৈয়া গেলা॥
তাহা দিয়া ভট্ট গোসাঞি করিল সেবন। করুণা ভরিল অঙ্গে নহে সম্বরণ॥
প্রথমে করিল কৃপা শ্রীহরিনাম। তবে রাধাকৃষ্ণ দুই মন্ত্র অনুপাম॥
পঞ্চ নাম শুনাইয়া সিদ্ধ নাম দিল। শ্রীমণিমঞ্জরী গুরু মুখেতে শুনিল॥
আপনার নাম কহে শ্রীগুণমঞ্জরী। শ্রীরূপ স্বাক্ষর গণোদ্দেশ মধ্যে ধরি॥

তথাহি।

লবঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী গুণমঞ্জরী।
ভানুমত্যস্ত পর্য্যায়া সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী।
রাগ লেখা কলাকেলি মঞ্জুলাদ্যাস্ত দাসিকা॥১॥

সেবা পরায়ণা সখী পরিচর্য্যা প্রধান। অতএব দাসী বলি কহয়ে আখ্যান ॥
এই ব্রজ বৃন্দাবনে পরকীয়া লীলা। স্মরণমঙ্গলে শ্রীরূপ দিশা দেখাইলা ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী যূথে সভার অনুগতি। যেমত ভাবনা তেন মত হয়ে প্রাপ্তি ॥
শ্রীরাধারমণ হয় ব্রজেন্দ্রকুমার। বাসুদেবাদি স্পর্শ নাহিক রাধার ॥
তে কারণে শ্রীরূপ গোসাঞি মনোরথ। কহিল যাহাতে জানি উপাসনা পথ ॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপচরণৈঃ।

গোপেশৌ পিতরৌ তবাচলধর শ্রীরাধিকা প্রেয়সী
শ্রীদামা সুবলাদয়শ্চ সুহৃদো নীলাম্বরঃ পূর্ব্বজঃ।
বেণুর্ব্বাস্ত মলঙ্কৃতিঃ শিখিদলং নন্দীশ্বরো মন্দিরং,
বৃন্দাটব্যপি নিস্কুটঃপরমতো জানামিনান্তৎ প্রভো ॥২॥

সে রাধারমণ হয় শচীর নন্দন। অভেদ করিয়া সদা করিহ ভাবন।
শ্রীভাগবতের শ্লোক পরিভাষা রূপে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাষ্টকে কহিল শ্রীরূপে।

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৩॥

শ্রীরূপকৃতশ্লোকৌ।

কলৌ যৎ বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভি যজন্তে দ্যুতিভরা
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্য্যমখিল চতুর্থাশ্রম যুষাং,
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৪॥
নপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপায়তু ॥৫॥

শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনোক্তং।

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিলকুরু
ব্রজে রাধকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যা মিহতনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে স্মর নম তদাত্বং শৃণু মনঃ ॥৬॥

এই তিন শ্লোকার্থ অভিপ্রায় নির্দ্ধার। শ্রীশচীনন্দন হয় ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥
শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি। শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ গৌরহরি ॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্রজে বহু যত্ন কৈল। তিন কার্য্য মনোবাঞ্ছা পূরণ নহিল।
আমা বিষয়ক রাধা প্রেমের বিধান। কি জাতীয় তাহা যত্নে নাহি হয়ে জ্ঞান ॥
আমার মাধুরী কোন প্রকার আস্বাদ। কেমত বা রাধিকার হয়ত আহ্লাদ ॥
মোর স্পর্শে শ্রীরাধিকার যে আনন্দ সিন্ধু। আস্বাদিতে নারি আমি তার এক বিন্দু ॥
অতএব রাধা ভাব না কৈলে অঙ্গীকার। এই তিন আস্বাদন না হয় সুসার ॥
অবতারী অবতীর্ণ মূল প্রয়োজন। আনুসঙ্গিক যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ॥
যে সময়ে অবতারী হয়েন প্রকট। পৃথক যুগ অবতার না রহে নিকট ॥
অবতারী মধ্যে অবতারের প্রবেশ। অর্থের সংক্ষেপ সার কহিলাঙ শেষ ॥
পুনশ্চ গোস্বামী জীউর আশঙ্কা উপজিল। বহির্মুখ অর্থবাদ মনে পড়ি গেল ॥
যদি কহে মহাপ্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস। যদি গ্রহণে হয় নারায়ণ প্রকাশ ॥
সেই লক্ষ্য করি কহে এতেক মহিমা। এই অভিপ্রায় হয় পাইলাঙ সীমা ॥
সে নহে চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসীর গণ। তাঁ সভার উপাস্য ইহোঁ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
অত্যন্ত রহস্য সার শুনাইল কথা। শ্রীরূপ করুণাপাত্র জানিয়া সর্ব্বথা ॥
এতাবতা উপাসনা কহিল তোমারে। ক্রমে ক্রমে জ্ঞান হবে ইহার বিস্তারে ॥
হরিভক্তিবিলাস রসামৃতসিন্ধু মাঝে। সেবা সাধনের রীত প্রকট বিরাজে।
কিন্তু অধিকারী অনুরূপ অধিকার। সমস্ত দেখিবা পরিপাটী আপনার ॥
ঠাকুর একান্তে বসি ক্রমে মন্ত্র স্মৃতি। যথাযোগ্য সর্ব্বত্র কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি ॥
এত বলি মধ্যাহ্ন আরাত্রি করিয়া। চতুঃসম তুলস্যাদি মঞ্জরী বাঁটিয়া ॥
অদভুত ঘৃতপক্ক প্রসাদ আনিল। বিবিধ প্রকার তাহা পরিবেসন কৈল ॥
ভট্টগোসাঞি না বসিলে না বৈসয়ে দোঁহো। ইহা জানি বসিলেন পরিবেসে কেহো।
সেখানে বৈষ্ণবনামা যে কেহো আছিলা। সভাকে আনিঞা আগে বসাইয়া দিলা ॥
নানাবিধ কৃষ্ণ-কথা করি আস্বাদন। আনন্দে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন ॥
আচমন করি কর্পূর তাম্বূল দিলা। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন গলে প্রসাদ-মালা ॥

পুন সম্ভাষিঞা নিজ নিজ বাসা গেলা। এই মত বৃন্দাবনে বসতি করিলা॥
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগ-বল্লী কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্যঠক্কুর চরিত বর্ণনে
শ্রীগোপাল ভট্ট কারুণ্যং নাম তৃতীয়া মঞ্জরী।

চতুর্থ মঞ্জরী।

প্রণমহো গণ সহ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য॥
অধমেরে যাচিয়া বিতরে পরমার্থ। পতিত-পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥
এই মত মদনমোহন গোপীনাথ। দর্শনাদি করি জন্ম মানিল কৃতার্থ॥
শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ নিকট। শ্রীরাধিকা জিউ পূর্ব্বে না ছিল প্রকট॥
প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম-জানা। এ কথা শুনিয়া মনে বাড়িল করুণা॥
অনেক যতন করি অদ্ভুত প্রতিমা। দুই কবি পাঠাইল রূপে অনুপমা॥
আগরা পর্য্যন্ত যবে আসি পহুঁছিলা। মদনমোহন তবে ভঙ্গী উঠাইলা॥
স্বপ্নে অধিকারী প্রতি কহেন বচন। বাহিনী সাজিয়া ত্বরা করহ গমন॥
দুই বিগ্রহ পাঠাইল রাধিকার ভাগে। সে নহে দোঁহার ভেদ কেহো নাহি জানে॥
দোঁহাতে যে বড় তিঁহো হয়েন ললিতা। ছোট জনা রাধা রূপ গুণ সুবলিতা॥
আমার আজ্ঞায় যাঞা আনহ দোঁহারে। দক্ষিণ বামেতে রাখ কহিল তোমারে॥
অদ্ভুত শুনিয়া শীঘ্র অধিকারী গিয়া। আজ্ঞা প্রতিপালন কৈল সাবধান হঞা॥
অপরূপ এ কথা শুনিয়া বড়-জানা। কিম্মিতি কর্ত্তব্য মনে করেন ভাবনা॥
ইতমধ্যে নীলাচলচন্দ্র চক্রবেড়ে। অত্যদ্ভুত রূপ কেহো বুঝিতে না পারে॥
সভে জানে ইহোঁ হন লক্ষ্মীঠাকুরাণী। মন্দিরের পাছে সেবা পরম মোহিনী॥
তিহোঁ স্বপ্নে আজ্ঞা দিলা হইয়া প্রকট। আমি রাধা মোরে পাঠাও গোবিন্দ নিকট॥
আজ্ঞা পাইয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া। ত্বরা করি গোবিন্দ নিকট পাঠাইলা।
মহা অভিষেক করি বসাইলা বামে। শ্রীরাধিকা শ্রীগোবিন্দ শোভা অনুপামে॥
শ্রীগোপীনাথ নিকটে শ্রীরাধাবিনোদিনী। বিগ্রহেতে ছোট রূপে পরম মোহিনী॥
শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী যবে বৃন্দাবন। আসিয়া করিল সর্ব্ব ঠাকুর দর্শন॥
গোপীনাথে ঠাকুরাণী ছোট দেখিলেন। তবহিঁ বিচার মনে দৃঢ় করিলেন॥

কথোদিন উপরান্তে প্রেমে মত্ত হঞা। শ্রীগৌড়দেশে শুভাগমন করিয়া॥
অতি বিলক্ষণ মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ। তাঁহা লইয়া গোপীনাথে আসি কৈল বাস॥
অভিষেক করি বাম দিগে বসাইলা। পূর্ব্ব ঠাকুরাণী দক্ষিণ দিগেতে রাখিলা॥
অসীম মাধুরী অনুভবি ক্ষণে ক্ষণে। রসাবেশে মত্ত নাহি নিজানুসন্ধানে॥
কথোদিন আপনে পাক সুরস করিয়া। প্রত্যহ লাগান ভোগ আনন্দিত হৈয়া॥
এইত কহিল তিন ঠাকুর বিবরণ। যাহার শ্রবণে ভক্তগণ রসায়ন॥
গোবিন্দ দক্ষিণে মহাপ্রভুর অবস্থান। যেরূপে হইল আগে কহিব আখ্যান॥
শ্রীজীব গোসাঞির স্থানে পঠিতে আরম্ভ। করিল আচার্য্য ঠাকুর হইঞা নির্দ্দম্ভ॥
শ্রীজীব স্বহস্ত সেবা রাধা-দামোদর। তাঁরে গোসাঞির প্রেমে প্রণাম বিস্তর॥
শ্রীভাগবতার্থাদি গোসাঞির গ্রন্থ। রসামৃতসিন্ধু আদি যতেক প্রবন্ধ॥
স্নান মন্ত্রজপ ভোজন সময় ছাড়িয়া। অনীশ গ্রন্থানুভব সাশ্রু-নেত্র হৈয়া॥
পড়িতে পুস্তক দেখি আপনেই যায়। মধ্যে মধ্যে অর্থ জীবগোসাঞিরে সুধায়॥
কএক বৎসরে গ্রন্থ সমস্ত পড়িল। সিদ্ধান্ত-সার রস-সার সকল জানিল॥
ইতমধ্যে একদিন আচার্য্য ঠাকুর॥ স্নান করিবারে গেলা যমুনার কূল॥
এখানে শ্রীজীব শ্রীউজ্জ্বল পড়াইতে। সিদ্ধান্ত উঠিল এক না হয় বিদিতে॥
মথুরাকে কৃষ্ণ গেলে ব্রজ বৃন্দাবনে। যেমত দেখিল বৃক্ষ রহে তেন মনে॥
কিন্তু ব্রজদ্বারে এক কদম্বের পোতে। রোপণ করিয়া কৃষ্ণ গেলা মথুরাতে॥
সে বৃক্ষ লাগিল তাহে লাগি গেল ফুল। ভ্রমরা ভ্রমরী মধুপানেতে আকুল॥
ইহা দেখি ব্রজ-জন না ধরে পরাণ। এতদিন কৃষ্ণ গেলা করে অনুমান॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনবিভাবে।

সখি রোপিত দ্বিপত্রঃ শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি।
সোহয়ং কদম্বডিম্ভঃ ফুল্লো বল্লববধূ স্তুদতি॥ ১॥

ইহার ব্যাখ্যান যোগ্য যোগ্য লোক সঙ্গে। উঠিল বিরহ-সিন্ধু বিচার-তরঙ্গে॥
কেহো কোনরূপ কহে স্থাপিতে না পারে। গোসাঞি ভাবয়ে মনে না হয়ে নির্দ্ধারে॥
ইতমধ্যে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আইলা। পুছে কি বিচার কেনে মধ্যাহ্ন নহিলা॥
তবে তারে বৃত্তান্ত কহিল গোসাঞি। শুনি হাসি কহে শ্লোকের অর্থ অবগাই॥
মোর মনে এক অর্থ স্ফুরিল সম্প্রতি। গোসাঞি কহয়ে কহ হউ অব্যাহতি॥
তবে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর কহিতে লাগিলা। আভাস শুনিতে গোসাঞি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
কহিল সকল বৃক্ষ যেমত দেখিলা। তেমত ধ্যান কৃষ্ণ করিতে লাগিলা॥
তাথে যথাবৎ রূপ সব বৃক্ষ আছে। দিন দিন বাড়ে যে রোপিয়া আসিয়াছে॥

যখন রোপিত বৃক্ষ মনেতে পড়য়। মনে করে আজি বৃক্ষ এত বড় হয়॥
কৃষ্ণ-ধ্যান অনুরূপ বৃক্ষের উন্নতি। পুষ্পিত হইল মধু পিয়ে অলি ততি॥
আচার্য্য ঠাকুর মুখে এ ব্যাখ্যা শুনিয়া। কান্দিলা সগণ গোসাঞি বিস্মিত হইয়া॥
স্বপ্নে শ্রীগোসাঞিজিউ যে মোরে কহিল। তাহার প্রত্যক্ষ ফল আজি সে পাইল॥
জানিল তাঁহার পূর্ণ করুণা তোমাতে। অন্যথা এ অর্থ স্ফুরে কাহার জিহ্বাতে॥
দোঁহে দোঁহা দণ্ডবৎ প্রেমে কোলাকোলি। নেত্রে জলধার অঙ্গে পুলক আবলি॥
কথোক্ষণ উপরান্তে স্নানাদি করিয়া। ভোজন করিলা দোঁহে গোবিন্দে যাইয়া॥
বাসা আসি যথা স্থানে করিলা বিশ্রাম। পুস্তক দর্শন মাত্র নাহি অন্য কাম॥
গোসাঞি বিচারি মনে করিল নির্দ্ধার। এহোঁ যোগ্য হয়ে আচার্য্য পদবী দিবার॥
যাতে রস-সিদ্ধান্তের পাইয়াছে পার। হেন গ্রন্থ নাহি যার না আইসে বিচার॥
আরো কথো দিন আমি অপেক্ষা করিব যদি পারি তবে গৌড়দেশ পাঠাইব॥
শ্রীগোসাঞি জিউর আজ্ঞা গ্রন্থ প্রচারিতে। এমত যোগ্যতা কারো না দেখি ত্বরিতে॥
আমা হৈতে যে হয় সে হয় ইহোঁ হৈতে। ইহাতে সন্দেহ নাহি বিচারিল চিতে॥
কিন্তু এ জনের বিচ্ছেদে কেন মতে। পরাণ ধরিব, ইহা নারি দঢ়াইতে॥
এই মত কথো দিন গেল বিচারিতে। গ্রন্থানুশীলন কৃষ্ণ-রস আস্বাদিতে॥
আচার্য্য ঠাকুর ভট্ট গোসাঞির স্থান। প্রত্যহ আসিয়া করে দণ্ডবৎ প্রণাম॥
কোন একখানি সেবা অবশ্য করয়ে। তবে রস-সিদ্ধান্ত নিগূঢ় বিচারয়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হয়। যে দেখিল সে জানে কহিতে কে পারয়॥
গোবিন্দ দক্ষিণে মহাপ্রভুর সমাচার। পূর্ব্ব উট্টঙ্কিত এবে করিয়ে বিস্তার॥
শ্রীরূপ গোবিন্দ যবে প্রকট করিলা। অধিকারী নাহি কেহ চিন্তিত হইলা॥
শ্রীমহাপ্রভু স্থানে পত্রী পাঠাইলা। অধিকারী পাঠাবারে তাহাতে লিখিলা॥
নীলাচলে গৌড়িয়া আছিল যে যে জন একে একে সভাকারে করিল চিন্তন॥
শ্রীঈশ্বর-পুরীর শিষ্য মহাভাগ্যবান্। মহাপ্রভুর হয় তিহোঁ পার্ষদ প্রধান॥
নিরন্তর থাকে মহাপ্রভুর সমীপে। তাঁহাকে পাঠায় ইহা বুঝি কার বাপে॥
ডাকি কাশীশ্বরে কহে মোর বোল ধর। বৃন্দাবনে গোবিন্দ সেবনে যাত্রা কর॥
শুনিতেই মাত্র তিহোঁ কান্দিতে লাগিলা। জানয়ে দুর্লঙ্ঘ্য আজ্ঞা তথাপি কহিলা॥
নিবেদন করিবারে করিল লজ্জা ভয়। না কহিলে মরি তাথে করিব বিনয়॥
যদি তিলেক না দেখি তোর চরণারবিন্দ। জগত বাসিয়ে শূন্য নেত্রে হয়ে অন্ধ॥
মোরে কোন্ রূপে কহ এই সব কথা। বুঝিতে না পারি তাথে পাই বড় ব্যথা॥
হাসি মহাপ্রভু বোলে কহিলা সে সত্য। আমার মনের কথা সর্ব্বত্র অকথ্য॥

যে আমি সে গোবিন্দ কিছুই ভেদ নাই। বিশ্বস্ত হইয়া সেবা করহ তথাই ॥
যদি মোরে এইরূপ দেখিবারে চাহ। এই আপনারে দিল শীঘ্র লঞা যাহ ॥
ইহা বুঝি এক গৌরসুন্দর বিগ্রহ। উঠাইয়া দিল হাথে করিয়া আগ্রহ ॥
এই আমি সদা মোর দর্শন পাইবা। অঙ্গীকার করিব যে সেবন করিবা ॥
ইহা বলি পুনঃ তারে আলিঙ্গন কৈলা। তিঁহো প্রণিপাত করি কান্দিতে চলিলা ॥
কথোদিন উপরান্তে আইলা বৃন্দাবন। উত্তরিলা আসি যথা রূপ সনাতন ॥
আদৌ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ দেখাইলা। পাছে সব বিবরণ তাঁহারে কহিল ॥
দেখিল গৌরাঙ্গ-চান্দ পরম মোহন। আবিষ্ট হইলা প্রেমে নহে সম্বরণ ॥
কষ্টে শ্রেষ্টে ধৈর্য্য ধরি করিলা প্রণাম। কাশীশ্বরে তেন সম্ভাষণ অনুপাম ॥
তত ক্ষণে লঞা গেলা গোবিন্দের স্থানে। অভিষেক করি রাখে গোবিন্দ দক্ষিণে ॥
অদ্যাপিহ সেই রূপ গোবিন্দের কাছে। আঁখি ভরি দেখয়ে যাহার ভাগ্যে আছে ॥
কাশীশ্বর গোবিন্দের সেবন করিল। ভোগ সরাইয়া কর্পূর তাম্বুল সমর্পিল ॥
এই মত মহোৎসব হইতে লাগিল। সে দিন আরাত্রি করি প্রসাদ পাইল ॥
প্রথম গোবিন্দের অধিকারী কাশীশ্বর। শ্রীরূপ কহিলেন বহু আনন্দ অন্তর ॥
মনের আকুতি জানি সদা করে সেবা। অশেষ প্রকার তাহা বর্ণিবেক কেবা ॥
কাশীশ্বর গোসাঞি মহাপ্রেমে সদা মত্ত। সেবার সর্ব্বতোভাবে করিতে নারে তত্ত্ব ॥
বিশেষে ত মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান চিন্তি। আপনে না জানে আমি আছিয়ে বা কতি ॥
তাঁহার হৃদয় রূপ গোসাঞি জানিঞা। পুনঃ পুনঃ তাঁর আজ্ঞা সম্মতি লইয়া ॥
কাশীশ্বর বিদ্যমানে শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত। গোবিন্দে অধিকারী কৈল জগতে বিদিত ॥
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোসাঞি চৈতন্য-পার্ষদ। যাহাঁর কৃপাতে পাই প্রেম সম্পদ ॥
শ্রীকাশীশ্বর গোসাঞি হইলে অন্তর্দ্ধানে। শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥
সম্মান করিল কৃষ্ণ পণ্ডিত গোসাঞি। তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দের অন্ত নাই ॥
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞির সনে। সগৌরব সখ্য আস্বাদ রাধাকৃষ্ণ রঙ্গে ॥
শ্রীলোকনাথগোসাঞি যবে আইলাবৃন্দাবন। আসিয়া দর্শন কৈল রূপ সনাতন ॥
দেখিতে দোহারে মাত্র প্রেমাবিষ্ট হৈলা। অতি দীনহীন হৈয়া প্রণতি করিলা ॥
দোহে নতি আলিঙ্গন করি হৃষ্ট হৈলা গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথে দেখাইলা ॥
দেখিতে পুলক কম্প ঝরে দুটি আঁখি। সে আনন্দ যে দেখিল সেই তার সাখী ॥
ব্রাহ্মণ কুলীন বড় সভেই জানিঞা। সেবা করিবারে কহে আগ্রহ করিয়া ॥
অতি উপরোধ জানি কথোদিন করে। ভাবাবেশে গরগর সদাই অন্তরে ॥
সেবা করিবারে নারে বিনয় করিয়া। শ্রীরাধারমণের উত্তরে স্থান পাইয়া ॥

শ্রীমদন গোপালের সেই স্থান হয়। তথা একান্ত জানিয়া রহিলা মহাশয়॥
তিন দেবালয় হৈতে রগোয়া পূজারী। প্রসাদ আনিয়া দেন সে আহার করি॥
শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গেতে অনীশ। রাধাকৃষ্ণ লীলা স্বাদে পরম হরিষ॥
এই মতে কথোদিন ব্যতীত হইল। ভাবাবেশে রাত্রিদিন কিছু না জানিল॥
সে শ্রীলোকনাথ গোসাঞির সমীপ যাইয়া। মিলিলেন সবিনয় প্রণতি করিয়া॥
তিঁহো হৃষ্ট হঞা কৈল প্রেম আলিঙ্গন। সেখানে দেখিল শ্রীঠাকুর নরোত্তম॥
তিঁহো আচার্য্য ঠাকুরের করিলা বন্দন। আচার্য্য ঠাকুর উঠি কৈলা আলিঙ্গন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা। দোঁহে দোঁহা নিরখি পরমানন্দ পাইলা॥
গদ্‌গদাশ্রু পুলকিত আচার্য্য ঠাকুর। কহিতে লাগিলা কিছু বচন মধুর॥
বিধি মোরে আজি কি নয়ন এক দিল। কিম্বা হস্ত দিয়া অতি আনন্দিত কৈল॥
কিম্বা এক পাখা দিয়া করিল সন্তোষ। কিম্বা অমূল্য মণি রত্ন দিয়া তোষ॥
কিম্বা নিজ জীবন আজি সে মোরে দিল। কিম্বা কি আনন্দময় বুঝিতে নারিল॥
এত কহি পুনর্ব্বার আলিঙ্গন কৈলা। দোঁহে দোঁহা নেত্রজলে সিঞ্চিত করিলা॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির চরিত্র দেখিতে। আচার্য্য ঠাকুর অতি আনন্দিত চিত্তে॥
পরম বিরক্ত কথা নাহি কারো সনে। যে কিছু কহয়ে অতি মধুর বচনে॥
কৃষ্ণ-কথা কথোক্ষণ আস্বাদ করিয়া। বিদায় হইয়া চলে প্রণতি করিয়া॥
শ্রীসনাতন কৈল বৈষ্ণবতোষণী। তাঁহা মঙ্গলাচরণে সুমধুর বাণী॥
আপনে গোসাঞি করে যাঁর গুণ গান। শুনিতেই ভক্ত সভার দ্রবীভূত মন॥

তথাহি।

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎ কাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকং॥২॥

এই মত হরিভক্তি-বিলাস প্রথমে। যা শুনিঞা তদাশ্রিত জুড়ায় শ্রবণে॥

জীয়াসুরাত্যন্তিক ভক্তিনিষ্ঠাঃ
শ্রী বৈষ্ণবা মাথুর মণ্ডলেহত্র।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনেচ কান্তি
শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ স লোকনাথঃ॥৩॥

আচার্য্য ঠাকুরে ঠাকুরের বড় ভক্তি। ঠাকুরে আচার্য্য ঠাকুরের বড় প্রীতি॥
দিবসের মধ্যে একবার বাসা যাঞা। আচার্য্য ঠাকুরের আইসেন দর্শন পাঞা॥
কখন গোসাঞির স্থানে আচার্য্য ঠাকুর। যায়েন, দর্শন পাঞা আনন্দ প্রচুর॥

সেইখানে দোঁহার মিলন হঞা যায়। এইমতে ইষ্টগোষ্ঠী করিঞা বিদায়॥
শ্রীলোকনাথের সেবক ঠাকুর নরোত্তম। যেরূপে লইলা তার শুন বিবরণ॥
লোকনাথ গোসাঞি মূলে না করে সেবক। নিঃসঙ্গ বিরক্ত তাহে পরম-ভাবক॥
বিশেষ শ্রীরূপ গোসাঞি অপ্রকট হৈলে। সদা ব্যগ্রচিত্ত কারে কিছুই না বোলে॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম যবে বৃন্দাবনে আইলা। সর্ব্বত্র লীলাস্থান দর্শন করিলা॥
এক স্থান দরশনে যে আনন্দ সিন্ধু। বিস্তারি কহা না যায় তার এক বিন্দু॥
উপাসনা করিবারে মনোরথ আছে। সর্ব্বত্র দেখয়ে, যায় সভাকার কাছে॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞিরে দেখিলা যখন। তখনি করিলা মনে আত্ম-সমর্পণ॥
তাঁর চেষ্টা মুদ্রা দেখি কহিতে না পারে। কি মতে হইব ইহা সতত বিচারে॥
রাত্রিদিন সেই স্থানে অলক্ষিতে যাঞা। বাহিরের টহল করে সাশ্রু-নেত্র হঞা॥
মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটী আনে। ছড়া ঝাটি জল আনে বিবিধ সেবনে॥
প্রত্যহ গোসাঞি দেখি হয়েন বিস্মিত। কোন বা সুকৃতি যার এমন চরিত॥
দেখিবারে যত্ন করে দেখিতে না পায়। তুচ্ছ সেবা দেখি চিত্তে করুণ হিয়ায়॥
এই মত কথোদিন সেবন করিতে। দৈবে একদিন তারে দেখে আচম্বিতে॥
পুছয়ে কে তুমি কেনে কর হেন কাজ। বন্দিয়া ঠাকুর কহে পাঞা ভয় লাজ॥
কেবল তোমার প্রসন্নতা চাহি প্রভো। এই কৃপা কর মোরে না ছাড়িবা কভু॥
তিঁহো কহে এক আমি সেবক না করি। আর যেই কহ তাহা করিতে যে পারি॥
তোমার সেবনে আমার দ্রবীভূত মন। আর না করিহ মোরে ছাড় বিড়ম্বন॥
পড়িয়া কান্দিয়া কহে প্রভুর-চরণ। যখন দেখিলুঁ কৈলুঁ আত্ম-সমর্পণ॥
যে তোমার মনে আইসে তাহা তুমি কর। মোর প্রভু তুমি মুঞি তোমার কিঙ্কর॥
শুনিয়া গোসাঞি মৌন করিয়া চলিলা। আর দিন হইতে স্পষ্ট সেবিতে লাগিলা॥
গোসাঞি কখনো তাঁরে কিছু নাহি বোলে। ইচ্ছা অনুরূপ কার্য্য আগে যাই করে॥
এই মত বৎসরেক করিলা সেবন। নানান্ প্রকারে, তাহা না হয় কথন॥
তবে এক যুক্তি মনে গোসাঞি করিয়া। সাক্ষাতেই কহিলেন ঠাকুরে ডাকিয়া॥
মনে জানে ইহাকে কহিব হেন কথা। যাহা করিবারে নাহি পারয়ে সর্ব্বথা॥
অয়ে নরোত্তম এক মোর বোল ধর। মনে ভাবি দেখ যদি করিবারে পার॥
তবে আমি উপাসনা করাইব তোরে। অন্যথা এ কথা আর না কহিও মোরে॥
ঠাকুর কহয়ে প্রভু যে তুমি কহিবা। সেই মোর কর্ত্তব্য, অন্যথা করে কেবা॥
তবে কহে বিষয়েতে বৈরাগী হইবা। অনুদ্বাহ উঞ্ছ-চালু মৎস্য না খাইবা॥
এ কথা শুনিয়া ঠাকুর আনন্দিত হঞা। দীঘল হইয়ে পড়ে চরণ ধরিঞা॥

পুলকে ভরিল তনু আর্ত্তনাদে কান্দে। অঙ্গ থরথর কাঁপে থির নাহি বান্ধে॥
তাহাই করিমু প্রভু যে আজ্ঞা হৈল তোর। মাথে পদ দিয়া কহ নরোত্তম মোর॥
বিস্মিত হইলা গোসাঞি উৎকণ্ঠা দেখিয়া। রাখিতে না পারে অশ্রু পড়ে বুক বাঞা॥
আগে সে ঠাকুরের মাথে পদ আরোপিয়া। কোলে করি কহে অতি ব্যগ্রচিত্ত হৈয়া॥
জানি জন্ম জন্ম তুমি হও মোর দাস। অন্যথা এমত আর্ত্তি কেমতে প্রকাশ॥
ঠাকুর কহয়ে যদি কৃপা হৈল মোহে। দীক্ষামন্ত্র দেহ প্রভু বিলম্ব না সহে॥
তবে ঘরে বসিয়া দীক্ষার প্রকরণ। আনুপূর্ব্ব কহে ভাবে গরগর মন॥
হরিনাম রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র পঞ্চ-নাম। দিয়া কহে সেবা সাধ্য সাধন বিধান॥
মহাপ্রভু শচীপুত্র ব্রজেন্দ্র-কুমার। নির্য্যাস কহিল সব সিদ্ধান্তের সার॥
সিদ্ধ নাম থুইলেন বিলাস-মঞ্জরী। আপনার নাম কহিলেন মঞ্জুনালী॥
এতেক সংক্ষেপে কহি কহিলা তাঁহারে। ক্রমে ক্রমে পাবা তুমি ইহার বিস্তারে॥
ঠাকুর একান্তে মন্ত্র স্মরণ করিয়া। গুরু কৃষ্ণ সাধু তুলসীরে প্রণমিয়া।
আনন্দে পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়। সর্ব্বাঙ্গে ভরিল ভাব দেহে না আমায়॥
এই মত কথোক্ষণ সুস্থির হইয়া। গোসাঞি ভোজন কৈল, পত্রশেষ লৈঞা॥
রহিয়া সেখানে অহর্নিশ সেবা করে। কায়মনোবচনে সন্তোষে গোসাঞিরে॥
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সবার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগ-বল্লী কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্যঠাকুর চরিতবর্ণনে
শ্রীঠাকুরনরোত্তম পূর্ণমনোরথো নাম চতুর্থী মঞ্জরী।

পঞ্চম মঞ্জরী।

তথা রাগ।

প্রণমহোঁ গণ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য॥
অধমেরে যাচিঞা বিতরে পরমার্থ। পতিত-পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥
এই মতে কথোক কাল হইল ব্যতীত। শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে সদা আনন্দিত
ইহারি মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড দরশন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোসাঞির মিলন॥
গোসাঞিকে দেখিয়া শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। দণ্ডবত প্রণতি নেত্রে বহে জলপূর॥

গোসাঞি উঠাঞা কৈল প্রেম-আলিঙ্গন। পুলকিত তনু অশ্রু ভরিল নয়ন॥
কুশল-প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী করি কতক্ষণ। পাক করি সে দিবস নিকটে শয়ন॥
সে রাত্রিতে যে রহস্য অপূর্ব্ব হইল। প্রেম পরিপাটী তাহা লিখিতে নারিল॥
সমস্ত রাত্রি জাগরণ প্রাতঃকালে উঠি। দন্তধাবনাদি স্নান স্মরণ পরিপাটী॥
করিয়া গোসাঞি, আচার্য্য ঠাকুর লইয়া। গোবর্দ্ধন পরিক্রমা চলিলা আগে হৈয়া॥
লীলাস্থান দেখি যে যে ভাবের উদ্গম। সে সকল কথা কহি রস আস্বাদন॥
সে কেবল হয় অনুভবের গোচর। তার পর গেলা নাথজীউ বরাবর॥
নাথজীউ দেখিয়া যে আনন্দ সাগরে। উছলিল তরঙ্গ কে যাইবেক পারে॥
নিসকড়ি প্রসাদ পূজারি আনি দিল। মালা চন্দনাদি সব অঙ্গে পরাইল॥
সেথানে বিঠ্‌ঠলনাথ গোসাঞির দর্শন। ইষ্টগোষ্ঠী করি হৈল আনন্দিত মন॥
তথা হৈতে আইলেন পরিক্রমা পথে। শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা করি বসিলা বাসাতে॥
এই মতে কথো দিন শ্রীকুণ্ড রহিলা। শ্রীদাস গোসাঞির কৃপা যথেষ্ট লভিলা॥
তথা হৈতে বরসানু সঙ্কেত-বন। নন্দগ্রাম দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈল মন॥
সেথানে দেখিল ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী। মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম সর্ব্ব সুখকারী॥
এক স্থান দর্শনে ভাব অশেষ প্রকার। তবে বৃন্দাবনে আইলেন আর বার॥
ভূগর্ভ গোসাঞি আদি শ্রীরূপের সঙ্গী। সভা সনে মহাপ্রেম কৃষ্ণকথা রঙ্গী॥
মধ্যে মধ্যে আসি দাস গোসাঞির সঙ্গ। করিয়া না ধরে অঙ্গে প্রেমের তরঙ্গ॥
একদিন শ্রীভট্ট গোসাঞির স্থানে যাইয়া। শ্রীজীব গোসাঞি কহে মনঃকথা বিবরিয়া
গোসাঞি তুমি জান মোর প্রভু অদর্শনকালে। যে করিল আজ্ঞা তাহা সদা মনে পড়ে॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞা তাঁরে যে মত আছিল। তেন মত আজ্ঞা তেঁহ আমারেহ দিল॥
ভক্তি-গ্রন্থ প্রবর্ত্তন বৈষ্ণব আচার। মর্য্যাদা স্থাপন যত নিগূঢ় বিচার॥
সে আমি অন্য দেশে যাইতে না পারি তাঁর আজ্ঞা ভঙ্গ হয় তাথে ভয় করি॥
মহাপ্রভুর জন্মভূমি শ্রীগৌড়মণ্ডল। সেখানে চাহিয়ে ভক্তি পাণ্ডিত্য প্রবল॥
এ সকল গ্রন্থ যদি গৌড়দেশে যায়। আস্বাদন করে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়॥
তবে সে সকল শ্রম পূর্ণ মনোরথ। কেমতে হইব ইহা না দেখিয়ে পথ॥
কিন্তু এই শ্রীনিবাস ঠাকুর সর্ব্বথায়। তোমার আজ্ঞায় যদি গৌড়দেশে যায়।
তবে এ সকল কার্য্য সর্ব্বসিদ্ধি পায়। আমা হৈতে যে হয় সে ইহা হৈতে হয়।
যদি অতি প্রৌঢ় করি কহেন আপনে। তবে কদাচিত দেশে করে বা গমনে॥
শ্রীগোসাঞি জিউর আজ্ঞা পালনের ভার। আমি কি কহিব দেখ সকল তোমার॥
ইহা কহি কথোক্ষণ কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে। থাকিয়া বাসারে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে॥

তাঁর পর দিবস শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। দরশনে আইলেন প্রণতি প্রচুর॥
করিয়া, বসিল যবে আসন উপরে। তবে সেই সব কথা কহয়ে তাঁহারে॥
আচার্য্য ঠাকুর শুনি হইলা স্তম্ভিত। প্রভু এমত কথন কেনে কহ আচম্বিত॥
মোর ইচ্ছা মুই বৃন্দাবনেতে রহিয়া। তোমার সেবন করোঁ এক চিত্ত হৈয়া॥
ভট্ট গোসাঞি কহে সেই আমার সেবন। গৌড়াবনী যাঞা ভক্তি-শাস্ত্র প্রবর্ত্তন॥
শ্রীগোসাঞিজীউরআজ্ঞা ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে। তাহা জানিলাঙ আমি হয় তোমা হৈতে॥
ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিল রহস্য। যদি মোরে চাহ তবে করিবা অবশ্য॥
ইহা শুনি মৌন করি ঠাকুর রহিলা। চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত কিছু না কহিলা॥
এথা কহে জীব গোসাঞি সর্ব্ব মহান্তেরে। শ্রীনিবাস ঠাকুরের গৌড় যাইবারে॥
সভেই কহিও কিছু প্রসঙ্গ পাইয়া। যেন তার নাহি হয় অপ্রসন্ন হিয়া॥
আচার্য্য ঠাকুর মনে করেন বিচার। গুরু আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য কি করি প্রতিকার॥
যাহারে পুছেন সেই করে অনুমতি। না পুছিতে কহে কেহ করিয়া পিরীতি॥
এক দিন শ্রীজীব কহে মধুর বচন। দিন কত কেনে তোমা দেখিএ বিমন॥
তবে কহে ঠাকুর আপন মনদুঃখ। নয়নের জলে প্রক্ষালন করি মুখ॥
গদ্গদ স্বরে করে বর্ণের উচ্চার। যাহা শুনি দ্রবীভূত চিত্ত সভাকার॥
গোসাঞি, দুঃখের সময় জ্ঞান হইল আমার। মহাপ্রভু অপ্রকটে পড়িল বিথার॥
ক্রমে ক্রমে অনেকে হইলা অদর্শন। যেবা কেহোঁ আছে তাঁর নাহিক চেতন॥
সে দুঃখ দেখিয়া মোর বিকল হৃদয়। মনে বৃন্দাবন-বাস শ্রীরূপ-আশ্রয়॥
তাঁহারাহো অপ্রকট হইয়াছে আগে। তথাপি রহিল জীউ এমন অভাগে॥
সভে জন কতক তোমরা বিদ্যমান। ইহা না দেখিলে কোন রূপে ধরি প্রাণ॥
কিন্তু গুরু আজ্ঞা গৌড়দেশে যাইবারে। যাতে ভাল হয় তাহা আজ্ঞা দেহ মোরে॥
গোসাঞি কহয়ে মোর বহু দিন হৈতে। সদা ইচ্ছা হয় গৌড়দেশে পাঠাইতে॥
শ্রীগোসাঞি জীউ মোরে যে আজ্ঞা করিল। তাহা পূর্ণ তোমা হৈতে হয় সে জানিল॥
তথাপি না কহি যে তোমার দুঃখ ভয়ে। কথোক দিবস আজ্ঞা পালিতে জুয়ায়ে॥
সগণ শ্রীগোসাঞিজীউর করুণা তোমাতে। কোন বাধা নহিবেক এ নিশ্চয় চিতে॥
কথোদিন মধ্যে আজ্ঞা পালন করিয়া। আসিতে কি লাগে পুন আসিহ চলিয়া॥
গোসাঞি প্রবন্ধে যদি এতেক কহিলা। ঠাকুরের মন কিছু শিথিল হইলা॥
যে তোমার আজ্ঞা সেই কর্ত্তব্য আমার। দোষ হউ গুণ হউ সব তোমার ভার॥
এতেক কহিয়া যদি প্রণাম করিল। মহা হৃষ্ট হৈয়া গোসাঞি আলিঙ্গন কৈল॥
আর দিন গোবিন্দে শ্রীভট্টগোসাঞি সনে। কহিল যে হৈল সর্ব্ব কথোপকথনে॥

কহিতে করিয়াছি আমি করিয়া নিশ্চয়। না জানিয়ে তাহার বিচ্ছেদে কিবা হয়॥
শুনি ভট্ট গোসাঞিঞর হর্ষ শোক হৈল। শ্রীরূপের ইচ্ছা জানি ধৈরজ ধরিল॥
পুন কহে কালি তুমি গোবিন্দে আসিবে॥ আচার্য্য পদবী দিয়া করুণা করিবে॥
ভট্ট গোসাঞি কহে যে ইচ্ছা তোমার। অবশ্য আসিব সেই কর্ত্তব্য আমার॥
এত কহি দোহেঁ নিজ নিজ বাসা গেলা। পরদিন মধ্যাহ্নেতে আসিয়া মিলিলা॥
শ্রীলোকনাথগোসাঞি আদি যত মহান্ত। বোলাইয়া সব তত্ত্ব কহিল একান্ত॥
শুনিয়া পরম প্রীতি সভেই পাইলা। যোগ্য মনে করিয়াছ বলি প্রশংসিলা॥
কর্প্র্‌র তাম্বুল সমর্পিয়া সুখ পাই। রাজভোগেরআরত্রিক কৈল অধিকারীগোসাঞি॥
শোভা দেখি আপনা পাসরিয়া তথাই। গোবিন্দের মুখ সভে এক দৃষ্টে চাই॥
আরতি সরিলে দণ্ড পরণাম করি। শ্রীজীব গোস্বামী ঠাকুরের হস্তে ধরি॥
পূর্ব্বে সভা সনে কথা হইয়া যে ছিল। সম্প্রতি কেবল মাত্র আজ্ঞা লইল॥
এক জোড় বস্ত্র সূক্ষ্ম এক চাদর। ঠাকুরেরে পরাইলা করিয়া আদর॥
শ্রীগোবিন্দের প্রসাদী চতুঃসম আনি। তিলক করিল হৈল জয় জয় ধ্বনি॥
আজি হইতে তোমার পদবী আচার্য্য। যাহাতে হইবা অনেকের শিরধার্য্য॥
তোমা হৈতে অনেকের হইবে উদ্ধার। ইহাতে সন্দেহ নাহি সুদৃঢ় বিচার॥
এতদিন ইহাঁর নাম আচার্য্য না ছিল। আজি সভে মিলিয়া পদবী তাঁরে দিল॥
পূর্ব্বে গ্রন্থে আচার্য্য ঠাকুর স্থানে স্থানে। কেবল লিখিল ঠাকুরে জানিবার কারণে॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দিলা প্রসাদি মালা। গোবিন্দের মুখ দেখি আনন্দে ভাসিলা॥
তখন রাধিকা জীউ না ছিলা নিকট। তাতে রূপ অনুরাগে করিলা প্রকট॥
একান্তে কিশোরী সখী বিশাখারে পাইয়া। কহয়ে মরম কথা অভেদ জানিয়া॥
শ্রীদাস গোসাঞির স্তব বিশাখানন্দদা। তাহার প্রথমে কহে স্বরূপে অভেদা॥

ভাব-নাম-গুণাদীনামৈক্যা শ্রীরাধিকৈব যা।
কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সীমুখ্যা সা বিশাখা প্রসীদতু॥ ১॥

এই সুখে মগ্ন হঞা আচার্য্য ঠাকুর। গোবিন্দ দর্শনে প্রেম বাড়িল প্রচুর॥
সেই প্রেমে অনুপম পদ এক কৈলা। শুনিতেই সভে মেলি দ্রবীভূত হৈলা॥

তথাহি পদং। সুহই রাগ।

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো, কে না কুন্দিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে, সেই সে পরাণ তার সাখী॥
রতন কাটিয়া কত যতন করিয়া গো, কে না গড়িয়া দিল কাণে।
মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরাণী গো, যোগী হৈল উহার ধেয়ানে॥

নাসিকা উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো, সোণায় বান্ধিল তার পাশে।
বিজুরি জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো মেঘের আড়ালে রহি হাসে॥
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার ভাঁতি।
হিয়ার ভিতরে মোর ঝলমল করে গো, চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি॥
মদন ফাঁদ ও না চূড়ার টালনি গো, উহা না শিখিয়াছে কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুই উহা না দেখিলুঁ গো, এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥
কেমন মধুর সে না বোলখানি খানি গো, হাতের উপরে লাগ পাঙ।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো, ভাঙ্গাইয়া ভাঙ্গাইয়া তাহা খাঙ॥
করিবর কর যিনি বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াশে মরয় গো, তাহার পরশ রস মাগে॥
আস্বাদি অন্যোন্য গলা ধরিয়া রোদন। যে দেখিল সে জানে বর্ণিবে তাহা কোন॥
আচার্য্য ঠাকুর যথা যোগ্য সভাকারে। দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রেমে গরগরে॥
তবে কেহ আলিঙ্গন কেহো করে নতি। সভার হইল কৃপা গৌরবের স্থিতি॥
তবে অধিকারী গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত। গোবিন্দেরে শয়ন করায়ে আনন্দিত॥
পরে সর্ব্ব মহান্ত বৈষ্ণব বসাইয়া। প্রসাদ ভোজন কৈল আনন্দিত হৈয়া॥
তাম্বুল চন্দন মালা সভাকারে দিলা। তবে নিজ নিজ বাসা বিজয় করিলা॥
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বহুল অভিলাষ। অনুরাগ-বল্লী কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং শ্রীমদ্গোস্বামিভিরাচার্য্য পদবী
প্রদানং নাম পঞ্চমী মঞ্জরী।

ষষ্ঠ মঞ্জরী

প্রণমহো গণ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য॥
অধমেরে যাচিঞা বিতরে পরমার্থ। পতিত-পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥
আর এক অপরূপ করিয়ে কথন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গৌড়দেশেরে গমন॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির পূর্ব্ব হইতে। আছিল বিচার গৌড়দেশ পাঠাইতে॥

যে তিন বস্তু অঙ্গীকার নিষেধিল। সে কেবল গৌড়দেশে অনুভবে জানিল।
এথা থাকিলে সে সহজেই বস্তু তিন। গোস্বামী সকল পদাশ্রিত পরাচীন॥
সম্প্রতি শ্রীআচার্য্য ঠাকুর সঙ্গেতে। পরম পিরীতি হৈল ইহা জানে চিতে॥
আপনেহ অতিশয় স্নেহ করে তাঁরে। তাথে একা পাঠাইতে নানা বিঘ্ন স্ফুরে।
মনেতে জানয়ে আগে পাছে একবারে। অবশ্য হইব গৌড়দেশ যাইবারে॥
অতএব একান্ত স্থানে তাঁরে বোলাইয়া। কহয়ে মরম কথা কৃপাদ্র হইয়া॥
শুনহ কহিয়ে এক মনের বিচার। মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন কৈল পরচার॥
তাহার আস্বাদ গৌড়দেশ বিনা নহে। রাধাকৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব-সেবনের সহে॥
ঠাকুর মহাশয় অতি কীর্ত্তন লম্পট। শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা করিতে প্রকট॥
সতত বিচার রহে এবে গুরু মুখে। প্রথম শুনিতে মাত্র পাইল বড় সুখে॥
পাছে বৃন্দাবনের আনন্দ সোঙরিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু কান্দিয়া কান্দিয়া॥
প্রভু এথারে থাকি করি তোমার সেবন। গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন॥
বৃন্দাবন বাস তোমা সকলের মুখে। রাধাকৃষ্ণ লীলা শুনি দরশন সুখে॥
এখন থাকিয়ে যবে হবে মোর মন। অবিলম্বে আসিয়া করিব নিবেদন॥
গোসাঞি কহে যদ্যপি অবশ্য যাওয়া আছে। সচিন্ত থাকিব আমি যবে যাও পাছে॥
তাথে আচার্য্যের সঙ্গে না হইব দুখী। আমিহো তাহারে সমর্পিয়া হব সুখী॥
এত শুনি নির্ব্বচন হইয়া রহিলা। দিনান্তরে আচার্য্যঠাকুর আসিয়া মিলিলা॥
গোসাঞি তাঁহারে গৌড়দেশ যাইবার। কি বিচার হৈল ইহা পুছিল নির্দ্ধার॥
তিহোঁ কহে পরিক্রমা শ্রীগোবর্দ্ধন। ব্রজ মুখ্য মুখ্য স্থান দ্বাদশ-বন॥
করিয়া আইলে গৌড় চলিব অবশ্য। ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিল রহস্য॥
গোসাঞি শুনিয়া ঠাকুরেরে বোলাইল। বামহস্তে আচার্য্য-ঠাকুর-হস্ত লৈল॥
দক্ষিণেতে ঠাকুর নরোত্তম-হস্ত ধরি। আচার্য্য ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করি॥
সাশ্রু গদগদ কহে মধুর বচন। মোর নরোত্তম তুমি দেখিবা প্রাণ সম॥
ইহোঁ তোমা দেখিবেন আমার সদৃশ। সেই সে করিবা যাতে মোহার হরিষ॥
এত শুনি দোঁহে গোসাঞিরে প্রণমিল। গোঁসাই উঠাইয়া দোঁহা আলিঙ্গন কৈল॥
আচার্য্য ঠাকুরে ঠাকুর প্রণাম করিল। আচার্য্য ঠাকুর উঠাইয়া আলিঙ্গিল॥
দোঁহার পুলক তনু নেত্রে অশ্রুধার। দেখিয়া গোসাঞি সুখ পাইল অপার॥
প্রাতঃকালে উঠি দোঁহে স্নানাদি করিয়া। গোসাঞি সকল স্থানে বিদায় হইয়া॥
শ্রীজীব গোসাঞি এক প্রাজ্ঞ বৈষ্ণব। সঙ্গেতে দিলেন দেখাইতে স্থান সব॥
দ্বিকালে রহিলা যাই শ্রীমধুপুরী। তার প্রাতঃকালে মধুবনে স্নান করি॥

তালবন কুমুদবন দেখিয়া সেখানে। রহিলেন সেই রাত্রি আনন্দিত মনে॥
প্রভাতে বহুলাবন করি দরশন। রাধা-কুণ্ড আসিয়া স্নানাদি নির্ব্বাহন॥
শ্রীদাস গোসাঞিরে দণ্ডবৎ প্রণাম। করিয়া তথাই রাত্রি করিল বিশ্রাম॥
আনুপূর্ব্ব সকল আখ্যান গোসাঞিরে। কহিল, গোসাঞি শুনি আনন্দ অন্তরে॥
কৃষ্ণ-কথা আলাপনে ক্ষণ-প্রায় গেল। প্রাতঃকালে উঠি স্নান স্মরণ করিল॥
শ্রীকুণ্ড দক্ষিণ বিত্ত করি গোবর্দ্ধন; পরিক্রমা চলিলেন গরগর মন॥
সদা মুখে নাম রাধা-কৃষ্ণ গোবিন্দ। লীলা-স্থান সেবা দেখি যে হৈল আনন্দ॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবের বিকার। কতেক লিখিব অতি তাহার বিস্তার॥
যে স্থানের যে রহস্য তঁহে আস্বাদিয়া। পড়য়ে ধরণীতলে আবিষ্ট হইয়া॥
কথোক্ষণে সম্বিত পাইয়া পুন যান। অন্য লীলা-স্থান যাই দরশন পান॥
এক স্থানে লিখিলাঙ দিগ দরশন। সর্ব্বত্র জানিবা এই মত বিবরণ॥
গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া আইলা; সে রাত্রি দাস গোসাঞির চরণে রহিলা॥
অনেকপ্রকারে গোসাঞি করিলা করুণা। তাহা বর্ণিবেক হেন আছে কোন জনা॥
বিদায়ের কালে যে বা হইল বিলাপ। সে দুঃখ কহিতে পাই মনে মহাতাপ॥
তথা হৈতে চলি চলি গেলা পরমন্দলা। আদি বদরী দেখি প্রণতি করিলা॥
তথা রহি প্রাতঃকালে গেল কাম্যবন; সর্ব্বত্র দেখিল যথা স্থান অনুক্রম॥
সেখান হইতে আইলা বৃষভানুপুর। সর্ব্বত্র দেখিতে নেত্রে বহে জলপুর॥
তখন সেখানে সেবা মন্দির না ছিল; তে কারণে তাহার প্রসঙ্গ না লিখিল॥
সে রাত্রি রহিয়া প্রেম-সরোবর দেখি। সঙ্কেত দরশনে হইলেন সুখী॥
সেখানে সে রাত্রি রহি, গেলা নন্দগ্রাম। সগণ ব্রজরাজ দেখি করিল প্রণাম॥
পাবন সরোবরে স্নানাদি করিল। কহনে না যায় যে আনন্দ উপজিল॥
চারিদিকে লীলাস্থান করিল দর্শন। প্রাতঃকালে চলি চলি গেল খদিরবন॥
সেইখান হৈতে গেলা যাও নামে গ্রাম। লীলাস্থান দেখি তথা করিল বিশ্রাম॥
প্রাতঃকালে কোকিলা বনকে দেখিতে। যে আনন্দ হৈল তাহা না পারি কহিতে॥
বঠেন দেখিয়া দেখে চরণ-পাহাড়ি। চরণাদি চিহ্ন দেখি সুখ পাইলা বড়ি॥
সঙ্গী জন, যে যে গ্রাম চতুর্দ্দিকে হয়। পর্ব্বত উপর হৈতে সকল দেখায়॥
সেখানে রহস্য দেখি দহি-গাঁও গেলা। সে রাত্রি কৃষ্ণ-কথা সুখে তথাই রহিলা॥
প্রাতঃকালে কোটিমণি গ্রামকে যাইতে। আনন্দ পাইল কদম্ব-খণ্ডি দেখিতে॥
তথা হৈতে চলি চলি শেষ-শায়ী গেলা। ক্ষীর-সমুদ্র নাম কুণ্ডে স্নান স্মরণ কৈলা॥
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিলা। তেন মতে সেই রাত্রি তথাই রহিলা॥

শেষশায়ী-লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন। সে কথা কহিয়া দোঁহে সুখ আস্বাদন॥
তথা হৈতে চলি আইলা খয়রার গ্রাম। সাঁঝোই দেখিয়া তথা করিল বিশ্রাম॥
তাহার পরে উজানী করি দরশন। বিশ্রাম করিল যাইয়া খেলন-বন॥
তারপরে রামঘাট অক্ষয়-বট। গোপীঘাট দেখিলেন যমুনা নিকট॥
সেই দিন চিরঘাটে যাইয়া রহিলা। তাহার প্রভাতে নন্দঘাটে উত্তরিলা॥
স্নানাদি করিয়া সুখে গমন করিলা শ্রীযমুনা পার হই ভদ্রবনে গেলা॥
তারপর ভাণ্ডীরবনে স্নানাদি করিয়া বেলবন গেলা অতি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
যমুনার কুলে বন দেখি আনন্দিত। পারে বৃন্দাবন শোভা দেখিয়া বিস্মিত
সে দিন দর্শন-সুখে তথায় রহিলা। পর দিন লোহবনে বিশ্রাম করিলা॥
মানস-সরোবর বৃন্দাবনের ভিতর। যমুনা বহেন সরোবরের উত্তর॥
তে কারণে পরিক্রমায় তাহা না লিখিল। প্রাতঃকালে যমুনার ধারে পথ লৈল॥
চলিতে চলিতে রাওল-গ্রাম পাইয়া। শ্রীরাধিকার জন্মস্থান দর্শন করিয়া॥
যে আনন্দ হৈল তাহা অঙ্গেতে না ধরে। তথাই রহিলা প্রেমে চলিতে না পারে।
তারপরে গোকুলেকে করিলা প্রয়াণ। শোভা দেখি মহাবনে করিলা বিশ্রাম॥
তথা নন্দ মন্দিরাদি নানা লীলাস্থান। দেখিয়া যে সুখ হৈল তাঁহারা প্রমাণ॥
তবে মথুরাতে বিশ্রান্ত্যে মধ্যাহ্ন। সে দিন রহিয়া প্রাতে বৃন্দাবন যান॥
সেখানে গোসাঞি সব সহিত মিলন। তাঁরা গৌড়দেশ যাইবার করিল চিন্তন॥
খরচ পত্র দিয়া যদি পাঠাইতে চাহে। কেহ কিছু নাহি লয় কি করে উপায়ে॥
তবে মহাজনের গাড়ি আগরা চলিতে। তাহারে শ্রীজীব গোসাঞি কহিলা নিভৃতে॥
আচার্য্য মহাশয়ের হয় পুস্তকাদি যত। সামগ্রী লইয়া তুমি চলহ ত্বরিত॥
সেখানে আপন ঘরে ইহাকে রাখিয়া। গাড়িতে যে ভাড়া লাগে তাহা তারে দিয়া॥
ইহাকে পথের যেবা খরচ চাহিয়ে। সভে মিলি দিহ যেন আমি সুখ পাইয়ে॥
আমি জানি এ কথা ইহারে না কহিবে। আমার প্রেরণ জানি কভো না লইবে॥
সে মহাজনে সদা করিল প্রার্থনা। কভুহ আমারে সেবা আজ্ঞা হইল না॥
এবে আজ্ঞা পায়ে তাঁর আনন্দ বাঢ়িল গৌড় পাঠাবার ভার অঙ্গীকার কৈল॥
তার পর দিন সেই আচার্য্য ঠাকুরে। কহিল আগরা চল কৃপা করি মোরে॥
সেখানে আমরা অনেক মহাজন হই। যে বিচার হয় তাহা করিব তথাই॥
তাহার বিনয়ে ঠাকুর অঙ্গীকার কৈল। সব সমাচার যাই গোসাঞিরে কহিল॥
গোসাঞি শুনিয়া কথা হৃষ্ট হৈল মনে। তবে সর্ব্ব পুস্তক করিল সমর্পণে॥
কোন পুরাতন কোন নূতন লেখাইয়া। আগে ধরিয়াছিলেন প্রস্তুত করিয়া॥

সব সমর্পি কৈল আনন্দ অপার। তবে বিদায় হইবার করিল বিচার॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়। সভা সহ বিদায় হৈলা প্রণতি বিনয়॥
সর্ব্বত্র বিদায়কালে যে দশা হইল। তাহার বিস্তার দুঃখে লিখিতে নারিল॥
মান-সরোবর কালি-হ্রদ আদি করি। সর্ব্ব স্থান প্রেমাবেশে দরশন করি॥
গোসাঞি সকলের সমাধি দর্শন করিয়া। বিস্তর কাঁদিলা ভূমি গড়াগড়ি দিয়া॥
সর্ব্ব দেবালয়ে যাইয়া দর্শন করিলা। বিদায়ের কালে দোঁহে মহাব্যগ্র হৈলা॥
প্রসাদী চন্দন বস্ত্র তুলসী-মঞ্জরী। রাস-ধূলি চরণ-ধূলী ভরিয়া কুথলী
বিদায়ের কালে শ্রীগোবিন্দে যখন। এক দৃষ্টে মুখচন্দ্র করে নিরীক্ষণ॥
অশ্রু-প্রবাহ মার্জ্জন পুনঃ পুনঃ করে। সে উৎকণ্ঠা বর্ণন করিতে কে বা পারে॥
হেন বেলে গোবিন্দের শ্রীঅঙ্গের মালা। অতি করুণার ভরে খসিয়া পড়িলা।
পূজারী মালা আনি আচার্য্যঠাকুরে দিল। কৃপামালা পাইয়া প্রেমা দ্বিগুণ বাঢ়িল
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে দণ্ডবৎ করে। অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবের বিকারে॥
সভার চরণ ধরি বিস্তর রোদন। করিল, সভেই হৈল দ্রবীভূত মন॥
এই মত কথোক্ষণ ব্যতীত হইল। গোবিন্দের দ্বারে টেরাওট পড়ি গেল॥
তবে সভে মিলি তারে সুস্থির করিল। ক্রমে সব কথা কহি বিদায় করিল॥
কষ্টে শ্রষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া। আগরা পর্য্যন্ত আইলা শোকাকুল হৈয়া॥
সেখানে সর্ব্ব মহাজন একত্র হইয়া। গাড়ি ভাড়া করি দিল বিনয় করিয়া॥
অনেক পুস্তক সঙ্গে সামগ্রী না চলে। এতেক বুঝিয়া তারা সমাধান কৈলে॥
যাবার খরচ পথে যতেক লাগয়ে। বস্ত্র পাত্র সঙ্গে মাত্র যে কিছু চাহিয়ে॥
সকল দিলেন পাছে রাজ-পত্রী ধরি। আপন আপন সীমা সভে পার করি॥
এই মত ক্রমে ক্রমে আইলা গৌড়দেশ সূত্ররূপে কহি কিছু তাহার বিশেষ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গড়েরহাট গেলা। সেখানে গুরুদেব আজ্ঞাপালন করিলা॥
কীর্ত্তন আস্বাদ কৈলা অশেষ বিশেষ. সেবার সৌষ্ঠব কত কহিবারে আইসে॥
বৈষ্ণবগোসাঞির সেবা শুনিতে চমৎকার। আপনি আচরি ভক্তি দেখাইলা সার
আচার্য্যঠাকুরের শিষ্য বড়-কবিরাজঠাকুর। তাঁহার সহিত প্রীতি বাঢ়িল প্রচুর॥
সে প্রেম পরিপাটি লোকে না সম্ভবে। যাহার শ্রবণে সর্ব্ব জীব মনোদ্রবে॥
যাঁহার নর্ত্তন আস্বাদন অনুসার। গড়েরহাটি কীর্ত্তন বুলি খ্যাতি হৈল যার॥
নিরন্তর ভাবাবেশ বিশেষ কীর্ত্তনে। মূর্ত্তিমন্ত প্রেম যেন ফিরয়ে আপনে॥
এক দিবসের যত ভাবের বিকার। জন্মাবধি লিখি তভো নাহি পাই পার॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর যাজিগ্রামেতে রহিলা। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আদি শিষ্য কত কৈলা॥

যে কালে করিল বড়-কবিরাজ শিষ্য। তবহিঁ তাঁহা কেহো কহিল এ রহস্য ॥
পরম ভাবুক রূপ গুণে বিচক্ষণ। বৃন্দাবনে তোমা সম পাইল এক লোচন ॥
একাক্ষি হইয়া আমি ছিলাম বহু দিন। অন্য দ্বিতীয়াক্ষি দিল বিধি সুপ্রবীণ ॥
এতেক কহিয়া বলে ধরি কৈল কোলে সিঞ্চিত করিল নিজ নয়নের জলে ॥
কবিরাজ ঠাকুর কৃপা আলিঙ্গন পাইয়া সম্বিত নাহিক প্রেমে দ্রবীভূত হিয়া ॥
এক ভাব হয় কোটি সমুদ্র গম্ভীর। বুঝিতে না পারে বর্ণিবেক কোন ধীর ॥
দেখিয়া তত্রস্থ সর্ব্ব ভাগবত কান্দে। আনন্দে ভরিল দেহ থেহ নাহি বান্ধে ॥
প্রথমে তাঁহারে সব গ্রন্থ পড়াইল। নিজ সর্ব্ব-শক্তি তাথে সঞ্চার করিল ॥
রূপ গুণ বৈষ্ণবতা বিদ্যার অবধি। সকল একত্র করি নিরমিল বিধি ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর অগ্রেতে বাক্য মাত্র। না কহে, যদ্যপি কহিবার যোগ্য পাত্র ॥
যবে যেই প্রশ্ন করেন আচার্য্য ঠাকুর। তাহার উত্তর করেন অতি সুমধুর ॥
যখন যে আজ্ঞা হয় অন্যথা না করে। আপনার ভাল মন্দ ইহা না বিচারে ॥
আপনার ভুঞ্জা প্রভু যারে বার বার। প্রসঙ্গ পাইয়া কহে সন্তোষ অপার ॥
যার মুখে রাধাকৃষ্ণ কথার শ্রবণে। আছুক মনুষ্য কার্য্য দরবে পাষাণে ॥
শ্রীগৌড়দেশেতে যত আছেন মহান্ত। সভার দর্শন গোষ্ঠী করিল একান্ত ॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জীউ অপ্রকট শুনি। বিস্তর কাঁদিল নিজ শিরে ঘাত হানি ॥
বিবাহ করিতে যত্ন অনেক প্রকার। করিল প্রভৃতি আদি ঠাকুর সরকার ॥
সভাকার উপরোধে বিবাহ করিল। ভক্তিগ্রন্থ অনেক জনেরে পড়াইল ॥
সিদ্ধান্ত-সার রস-সার আচরণ করি। রাগানুগামার্গ জানাইল সর্ব্বোপরি ॥
শ্রীগোসাঞি জিউর আজ্ঞা পালন করিলা। এই মত কথোক কাল সেখানে রহিলা ॥
বৃন্দাবনে যাইবারে উৎকণ্ঠা বাড়িলা। পুনর্ব্বার সব ছাড়ি যাত্রা করিলা ॥
ক্রমে ক্রমে আইলেন শ্রীবৃন্দাবন। প্রথমে শ্রীভট্ট গোসাঞির করিল দর্শন ॥
দণ্ডবৎ কৈল তেঁহো কৈল আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে গুরু শিষ্য দোঁহে অচেতন ॥
কষ্টে শ্রেষ্টে ধৈর্য্য করি আসনে বসিয়া। গৌড়দেশের সর্ব্ব বার্ত্তা সুধাইয়া ॥
শ্রীরাধারমণ দর্শন করাইলা। দেখিয়া আনন্দ অশ্রু দ্বিগুণ বাড়িলা ॥
পুন প্রশ্ন করিলা তুমি বিবাহ করিয়াছ ইহঁ কহে নাহি করি, কি কারণে পুছ ॥
তবে শ্রীজীব গোসাঞির করিলা দর্শন। দণ্ডবৎ প্রণতি সাশ্রু বিনয় বচন ॥
গোসাঞিকোলে করিলেনপ্রেমাবিষ্ট হয়ে। চিরদিন উপরান্তে মিলন পাইয়া ॥
শ্রীরাধা-দামোদর করাইলা দর্শন। আবেশে অবশ দোঁহে গরগর মন ॥
স্থির হয়ে পুন সর্ব্ব বার্ত্তা পুছিল। গৌড়দেশ বিবরণ ঠাকুর কহিল ॥

ভক্তি শাস্ত্র অধ্যাপন ভক্তি-প্রবর্ত্তন। শুনি আনন্দিত হৈল গোসাঞির মন॥
তবে শ্রীগোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ। দর্শন করিয়া জন্ম মানিল কৃতার্থ॥
অধিকারী গোসাঞি সভার দর্শন বন্দন। করিয়া করিল মহাপ্রসাদ ভোজন॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞি দর্শন করিয়া। দণ্ডবৎ প্রণাম কৈল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
গোসাঞি সাশ্রুপাত কৈল প্রেম আলিঙ্গন। তবে কহে শ্রীঠাকুর নরোত্তম বিবরণ॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা বৈরাগ্য বিষয়ে। সযত্ন তোমার আজ্ঞা পালন করয়ে॥
সংকীর্ত্তন আস্বাদ শুনি ভাসয়ে আনন্দে। সোঙরি তাঁহার গুণ ফুকরিয়া কান্দে॥
এবং সর্ব্ব মহাশয় সহিত মিলিয়া। কথোদিন থাকিলেন মহাসুখ পাইয়া॥
শ্রীযমুনা স্নান সর্ব্ব ঠাকুর দর্শন। গোসাঞি সকল স্থানে লীলার শ্রবণ॥
এক দিবসের সুখ কহিতে না পারি। তবে ভট্ট গোসাঞি ঠাকুরে কৃপা করি॥
কহিলেন, রাধারমণের অধিকারী। করিল তোমারে আমি মনেতে বিচারি॥
আমার অবিদ্যমানে যত অধিকার। সেবার যে কিছু ভার সকল তোমার॥
আজি হইতেই আমি নির্ণয় করিল। শ্রীজীব গোসাই আদি সভারে কহিল॥
সভে শুনি আনন্দিত হইলা অন্তরে। যোগ্য মনে করিয়াছ সুযুক্তির সারে॥
এই মতে আনন্দে অনেক দিন গেলা। তথা শ্রীঈশ্বরী জিউ চিন্তিত হইলা॥
শ্রীবড়-কবিরাজ ঠাকুরে বোলাইল। সব মন-দুঃখ তাঁরে নিভৃতে কহিল॥
তুমি বৃন্দাবন গেলে এ সুসার হয়। একবার তাঁর তত্ত্ব করিতে যুয়ায়॥
তুমি শ্রীবৃন্দাবন যাইতে চাহিয়াছিলা। ভাল হৈল দুই কার্য্য একত্র মিলিলা॥
আজ্ঞা পাইয়া হৈলা অতি হরষিতে। ঘর বাঞা যাত্রা কৈলা সভার সম্মতে॥
কবিরাজ ঠাকুর হয় অতি সুকুমারে। ধীরে ধীরে চলি যায় যে দিনে যে পারে॥
কথোদিন উপরান্তে বৃন্দাবন আইলা। প্রথমেই ভট্ট গোসাঞি সহিত মিলিলা॥
তাঁরে নিবেদন কৈল সব সমাচার। শুনিতেই দুঃখ মনে পাইল অপার॥
এতেক আমারে কথা মিথ্যা করি কহে। হেন কার্য্য সেবকের কভো যোগ্য নহে॥
তবহি আচার্য্য ঠাকুর গোলয়ে আনিল। আগে আসি তিঁহো কবিরাজঠাকুরে দেখিল॥
তিঁহো দণ্ডবৎ কৈল ঠাকুর চিন্তিত। তবে ভট্ট গোসাঞির নিকটে উপনীত॥

গোসাঞি কহে এত মিথ্যা কহিলা আমারে।
কোন ধর্ম্ম বুঝিয়াছ বুঝিব বিচারে॥

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন। গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন॥
শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস। সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস॥
এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে। এই লোভে কহিয়াছো সঙ্কোচিত মনে॥

এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাম করিল। হাসি হাসি ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন কৈল ॥
মিথ্যা কহিয়াও তুমি জিনিলে আমারে। কিছু দোষ নাহি ইথি কহিল তোমারে ॥
কিন্তু শ্রীরাধারমণের অধিকারী। বৈরাগী নহিলে আমি করিতে না পারি ॥
এই অতি বড় দুঃখ কহিলে না হয়। জানিল প্রভুর ইচ্ছা কি করি উপায় ॥
তবে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর সর্ব্বত্র লয়ে সঙ্গে। কবিরাজ ঠাকুরে দর্শন করাইল রঙ্গে ॥
সে কালে এমতি এক নিয়ম আছয়ে। বিভা করি যে আইসে রহিতে না পায়ে ॥
এ কথা সভেই শুনি অনুমতি দিল। গৌড়দেশে যাইবারে নিশ্চয় হইল ॥

সেবার শ্রীব্যাস আচার্য্য ঠাকুর আসিয়াছিলা।
শ্রীজীব গোসাঞি স্থানে দীক্ষা লইতে চাহিলা ॥

তেঁহো কহে এই আমি আচার্য্য মহাশয়। ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিল নিশ্চয় ॥
একান্তে তাঁহারে সব নিগূঢ় কহিল। আপনে সাক্ষাৎ থাকি সেবক করাইল ॥

আচার্য্য ঠাকুরের পরমার্থ শ্রীগোপীনাথ পূজারী।
তাহাকে আচার্য্য ঠাকুর করাইল অধিকারী ॥

তাঁহার সহিত বড় প্রণয় আছিল। তে কারণে গোসাঞি স্থানে নিবেদন কৈল ॥
পূজারী গোসাঞি ভ্রাতৃ-পুত্রেরে। শ্রীহরিনাথ গোসাঞিরে দিল অধিকারে ॥

কথোদিন উপরান্তে আইলা তার পিতা।
দামোদর গোসাঞি নাম সর্ব্ব সুখদাতা ॥

তাঁর সঙ্গে দুই পুত্র আইলেন তাঁর। গোসাঞি হরিরাম মথুরাদাস নাম যাঁর ॥
অদ্যাপি তিন ভাইয়ের বংশ অধিকারী। সংক্ষেপে লিখিল লেখা না যায় বিস্তারি।
ইঁহারা যেমতে পাইলেন অধিকার। সে অতি বাহুল্য তাহে কহিলাম সার ॥
কথোদিন উপরান্তে কবিরাজ লইয়া। ব্রজ পরিক্রমা কৈলা আনন্দিত হৈয়া ॥
তবে বিদায় পূর্ব্ববৎ হৈয়া গৌড়দেশ। কথোক দিবসে আসি হইলা প্রবেশ ॥

শ্রীজীব গোসাঞি নিকটে শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞি ছিলা।
তাঁরে আচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে করি দিলা ॥

কহিল তোমাতে হৈতে উৎকল দেশেতে। অনেক উদ্ধার হব জানিহ নিশ্চিতে ॥
প্রথম আছিল নাম দুঃখিনী-কৃষ্ণদাস। তৎ পশ্চাৎ এই নাম হইল প্রকাশ ॥
শ্যামল-সুন্দর তনু মগ্ন প্রেমসুখে। জানিয়া রাখিল নাম শ্রীজীব শ্রীমুখে ॥
ইহাঁর অসীম গুণ জগৎ বিদিত। যার নাম লইলে হয় গৌরভক্তে প্রীত ॥

এবং ব্যাস আচার্য্য ঠাকুর দুই জন লইয়া।
গৌড়দেশ আইলা কবিরাজ সঙ্গে করিয়া ॥

পূর্ব্ববৎ ভক্তিশাস্ত্র কৈল প্রবর্ত্তন। বীর হাম্বির আদি শিষ্য হৈল বহুজন॥
বিষ্ণুপুর মধ্যে এক বাড়ী করি দিলা। অশেষ প্রকারে রাজা সেবন করিলা॥
এই মত কথোদিন তথাই রহিলা। পুন বৃন্দাবন যাইতে উৎসব বাড়িলা॥
বড় পুত্র বৃন্দাবনবল্লভ ঠাকুর। সঙ্গে বড়-কবিরাজ আনন্দ প্রচুর॥
সভার সম্মতি বৃন্দাবনেরে আইলা। পূর্ব্ববৎ সভাসহ মিলন করিলা॥
পথে কবিরাজ সঙ্গে করিলা নির্ণয়। আগে জলপাত্র ভরি যে কেহ আনয়॥
যাহার যে আচরণ করিতে চাহিয়ে। নিজ পাত্রে আচরিব মোর আজ্ঞা হয়ে॥
কবিরাজ ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত। যে করে আজ্ঞা তাহা করে সুনিশ্চিত॥
বৃন্দাবনে শুনি সব বৈষ্ণব তাঁহারে। পুছিল, কি কৈল পথে কহনা আমারে॥
গুরুজন আনিলে শিষ্য করিব আচার। কাহোঁ নাহি শুনি হেন শাস্ত্রের বিচার॥
তিহোঁ কহে হয় মোর প্রভু বিদ্যমান। তাঁহাকে পুছহ তিহোঁ কহিব নিদান॥
তবে আচার্য্য ঠাকুরেরে সভাই পুছিলা। শুনিয়া আচার্য্য ঠাকুর হাসিতে লাগিলা॥
তাঁহাকেই সুধাইহ বলিলা বচন। তাঁরা কহে পুছিলাঙ না কৈল কথন॥

তবে আচার্য্য ঠাকুর কহে কহিয়ো তাঁহারে।
তোমার গুরুদেবেরে পুছিল সমাচারে॥

তেঁহ কহিলেন কবিরাজেরে পুছিহ। তবে কহিবেন ইহা নিশ্চয় জানিহ॥
এই মত কবিরাজ ঠাকুরে প্রশ্ন কৈল। গুরু আজ্ঞা জানি শাস্ত্র-প্রমাণ পড়িল॥

তথাহি আগমে। আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া। ১॥

সভে নির্ব্বচন হইলেন ইহা শুনি। কিন্তু অধিকারী প্রতি এ সকল বাণী॥
সর্ব্বত্র করিতে পারে তবে সে নিস্তার। এক স্থানে না করিলে অপরাধী সার॥

বড়-কবিরাজ-ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ নাম।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাঁর গুণগ্রাম॥
তিহোঁ গীত পাঠাইলা শ্রীজীব গোসাঞির স্থান।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় পরাণ॥

গোসাঞি সগণ তাহা কৈলা আস্বাদন। যে প্রেম বাড়িল তাহা না হয়ে লিখন॥
কিন্তু তার প্রত্যুত্তর যবে পাঠাইল। শ্রীজীবের সহচর তাহাতে লিখিল॥
এক শ্লোকে কহিল সকল আস্বাদন। বিচারিয়া দেখ দিয়া নিজ নিজ মন॥

তথাহি শ্লোক

শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলেনানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধ ভাক্। শ্রীমজ্জীবসুরাংঘ্রিপাশ্রয়যুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্, সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎপরম্॥ ২॥

এইমত পূর্ব্ববৎ কথোক দিবস। থাকিয়া চলিলা গৌড়দেশ আজ্ঞা-বশ ॥
তিনবার বৃন্দাবন গমনাগমন। সংক্ষেপে করিয়া কিছু কৈল নিবেদন ॥
শ্রীগোসাঞিঃ জীউর আজ্ঞা করিল পালন। সর্ব্বত্র স্থাপিল রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন ॥
ভক্তিরস-গ্রন্থ যত প্রচার করিল। অশেষ বিশেষ সংকীর্ত্তন আস্বাদিল ॥
শ্রীবংশীবদন নাম শালগ্রাম সেবা। তাহার নিয়ম করি দিয়াছেন যেবা ॥
তাহা কহি শুন, যেই আগে স্নান করে। সেই সেবা না করিলে দণ্ড ফল ধরে ॥
কখনো ঠাকুরাণী আপনে কভো পুত্র। কখনো বা ঘরে থাকে সেবক সূত্রে ॥
তুলসী চন্দন নানা পুষ্পাদি করিয়া। ঠাকুর সেবন করে সযত্ন হইয়া ॥
তবে ঠাকুরাণী ঠাকুর-ঘরের হাণ্ডীতে। পাক করে তুই চারি ব্যঞ্জন সহিতে ॥
হাণ্ডী তুলি ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া। পুন ভোগ সরাইয়া মুখ-বাস দিয়া ॥
শয়ন করান অতি আনন্দিত মনে। তবে চড়ে প্রসাদি হাঁড়ীতে রন্ধনে ॥
বৈষ্ণবের যাতায়াত সতত আছয়ে। মধ্যাহ্নে একত্র হয়ে মহাপ্রসাদ পায়ে ॥
ব্যঞ্জন অনেক করি আগেই রাখেন। কেহ আইলেই অন্ন রন্ধন করেন ॥
এই মত প্রহরেক রাত্রি যবে যায়। পুন বৈকালিক করি পাত্র উঠায় ॥
কতকালে শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি মহাশয়। সেবার প্রকাশ লাগি প্রযত্নে করয় ॥
অনেক প্রয়াসে তার উৎকণ্ঠা জানিয়া। আজ্ঞা দিল সেবা কর সাবধান হঞা ॥
আজ্ঞা পাঞা শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিল। অঙ্গসেবা করাইয়া মন্দিরে বসাইল ॥
আচার্য্য ঠাকুরের নিজ গুরুর সেবন। তাঁর নামে নাম রাখে শ্রীরাধারমণ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণব আনি মহা-মহোৎসব। যে করিলা কি কহিব অলৌকিক সব ॥
শ্রীখেতরি মধ্যে বড়-কবিরাজ ঠাকুর। রহিলা শ্রীঠাকুর সহ প্রণয় প্রচুর ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর লাগিয়া সেই থানে। বিলক্ষণ ঘর করি রাখিল যতনে ॥
তাথে কেহ নাহি চড়ে দেওয়া রহে দ্বারে। আচার্য্য ঠাকুর আইলে উত্তরে সে ঘরে ॥
প্রত্যহ দোঁহে সেই গৃহ-সন্নিধানে। দণ্ডবৎ করি আইসে প্রেমাবেশ মনে ॥
আচার্য্য ঠাকুর রহে শ্রীজাজিগ্রামে। কভু বিষ্ণুপুর কভু খেতরি বিশ্রামে ॥
ঠাকুর মহাশয় বড়-কবিরাজ ঠাকুর। দোঁহা সহ রসাস্বাদ বহে প্রেমপুর ॥
কবিরাজঠাকুর,ঠাকুরমহাশয়কার্ত্তিকনিয়মে। অবশ্য দর্শনে আইসেন জাজিগ্রামে ॥
মহানন্দ নদী পারে নিয়ম রাখিয়া। কিছু নিবেদন করে বিনয় করিয়া ॥
পুনর্ব্বার ফিরি যবে খেতরি যাইব। তবে তোমা এই স্থানে মাথায় লইব ॥
কবিরাজঠাকুর অপ্রকটে ঠাকুরমহাশয়। এইমত আসিতেন আচার্য্যঠাকুর-নিলয় ॥
তবে ঠাকুর-পুত্র সব অপ্রকট হইলা। পুন বংশরক্ষা লাগি উপরোধ কৈলা ॥

সকল মহান্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা। তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দ-গতি ঠাকুর জন্মিলা॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঁইর বরে জন্ম হৈলা। তাহা হৈতে সভে মেলি আনন্দ পাইলা॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের দ্বিতীয় পদ হয়। যাহাতে সম্পূর্ণ পাই তাঁহার আশয়॥
শ্রীবিশাখা প্রতি রাধা অনুরাগে কহেঁ। রসের নির্য্যাস রসিকের মন মোহে॥

তথাহি পদং।

অনুক্ষণ কোলে থাকে, বসনে আপনা ঢাকে,
দুয়ার বাহির পরবাস।
আপন বলিয়া বোলে, হেন নাহি ক্ষিতিতলে,
হেন ছারে হেন অভিলাষ॥
সজনি, তুয়া পায় কি বলিব আর
সে দুলহ জনে অনু- রকত যাহার মন,
কেবল মরণ প্রতিকার॥ ধ্রু॥
কি করিতে কিবা করি, আপনা দঢ়াইতে নারি,
রাতি দিবস নাহি যায়।
গৃহে যত বন্ধু জন, সব মোর বৈরী গণ,
কি করিব কি হবে উপায়॥

এই পদ তদাশ্রিত জনের জীবন। শ্রবণ-সর্ব্বস্ব কিবা কণ্ঠ-আভরণ॥
কিম্বা রসের সার অনুরাগ-খনি। মধুরিমা-সীমা কিবা সুধার স্বধুনী॥
এইত কহিল তাঁরে প্রেমের বিলাস। যাহার শ্রবণে ভক্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্য ঠকুর প্রেমবিলাসো
নাম ষষ্ঠী মঞ্জরী।

সপ্তম মঞ্জরী।

তুড়ী রাগ।

প্রণমহো গণ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। করুণা অবধি যাহা বিনু নাহি অন্য॥
অধমেরে যাচিঞা বিতরে পরমার্থ। পতিত-পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥

আর এক কহি শুন তাহার রহস্য। দত্ত-চিত্ত হৈলে সুখ পাইবা অবশ্য॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর কৈলা সেবকের গণ। জানিবার লাগি লিখি মুখ্য মুখ্য জন॥
অগ্র পশ্চাৎ কে হৈয়াছেন নাহি জানি। সভাকার নাম মাত্র এক ঠাঞি গণি॥
ইহাতে যদ্যপি মোর অপরাধ হয়। তথাপি ক্ষমিবা প্রভু সব দয়াময়॥
যে কৃপাতে নিজগণে দিয়াছ আশ্রয়। সে করুণা মোর গতি কহিলুঁ নিশ্চয়॥
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ। অনন্ত প্রণাম করোঁ অপরাধ-ভঞ্জন॥
শ্রীঈশ্বরী জীউ বড়-ঠাকুরাণীর নাম। ঠাকুরের কৃপাতে সর্ব্ব সদ্‌গুণধাম॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা স্বাদ যাঁহার সহিত। এই গুণে অতিশয় প্রভুর পীরিত॥
ছোট-ঠাকুরাণীর নাম শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া। প্রভু সদা সুখী যার চরিত্র দেখিয়া॥
বৃন্দাবনবল্লভ ঠাকুর বড়পুত্র। তাঁর ছোট শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর পুত্র॥
শ্রীহেমলতা ঠাকুরঝি ভগিনী তাঁহার। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরঝি ভগিনী যাঁহার॥
শ্রীকাঞ্চনঠাকুরঝি,ঠাকুরঝি যমুনা অভিধান। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দ-গতি নাম॥
(শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ সর্ব্ব সদ্‌গুণ খনি। নিজ দক্ষিণ ভুজা প্রভু কহিয়াছে আপনি॥
তাঁহার কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ নাম। যাঁর দ্বারে পদ প্রভু করে অনুপাম॥)
এক শাখা ঠাকুরের শ্রীব্যাস আচার্য্য। তাঁহার মিলন ষষ্ঠ-মঞ্জরী বিচার্য্য॥
তাঁর পুত্র শ্যামদাস আচার্য্য মহাশয়। তাঁহাকে করুণা করিয়াছে দয়াময়॥
শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টরাজ মহাশয়। তার ভাই শ্রীকুমুদ চট্টরাজ হয়॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রেমপাত্র দুই জন। দোঁহার সর্ব্বস্ব প্রভুর কমল-চরণ॥
মহাপ্রভূত এ দুহার পরিবার। যাঁ সভারে সর্ব্বতোভাবে প্রভুর অঙ্গীকার॥
শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীগোপীজন-বল্লভ। শ্রীগোবিন্দ রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ-বল্লভ॥
শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীবৃন্দাবন দাস। শ্রীকৃষ্ণ দাস আদি প্রভুর চরণে বিশ্বাস॥
চট্টরাজ ঠাকুরের গোষ্ঠী সভে চট্টরাজ। যা সভার নিকট সদা বৈষ্ণব-সমাজ॥
মালতী ঠাকুরঝি, ফুল্ল ঠাকুরঝি মহাশয়। সভারে করুণা করিয়াছে দয়াময়॥
রাজেন্দ্রবাড়ুয্যে চট্টরাজঠাকুরের জামাতা। প্রভুর কৃপার পাত্র শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা॥
শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাঁর ছোট শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী হয়॥
পরমার্থে দুই ভাই প্রভুর সেবক। ব্যবহার ক্রমে দোঁহে হয়েন শ্যালক॥
ছোট জন ভক্তিগ্রন্থ পঢ়িবারে সঙ্গে। চিরদিন ছিলা রাধাকৃষ্ণ-লীলা রঙ্গে॥
প্রবাস চলিলে মাত্র রন্ধন করয়। পরমার্থ ব্যবহারে যেন বিরোধ না হয়॥
কাঞ্চনগঢ়িয়া মধ্যে শ্রীগোকুল দাস। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই ঠাকুর শ্রীদাস॥
গোকুল-নন্দন কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্ত্তী। যাঁহার প্রভুর পদে পরম পীরিতি॥

শ্রীদাসের তিন পুত্র, বড় জয়কৃষ্ণ আচার্য্য। তার ছোট ভাই শ্রীজগদীশ আচার্য্য
শ্যামবল্লভ চক্রবর্ত্তী তাঁর ভাই ছোট। প্রেমের বিগ্রহ সভে দেখিয়ে প্রকট ॥
(শ্রীনৃসিংহদাস কবিরাজ মহাশয়। নারায়ণ কবিরাজ তাঁর ছোট ভাই হয় ॥)
হরিবল্লভ সরকার মথুরানাথ মহাশয়। শ্রীগোপাল দাস কাঞ্চনগড়িয়া নিলয় ॥
জাজিগ্রাম নিবাসী রূপ ঘটক মহাশয় অর্দ্ধেক বাড়ীতে করিয়া দিলেন নিলয় ॥
শ্রীরাধাবল্লভ দাস রমণদাস মহাশয়। কামদেব মণ্ডলের যুগল তনয় ॥
শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। ভাবুক চক্রবর্ত্তী বলি প্রভু যারে কয় ॥
শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ মহামতি। শ্রীগোপালদাস ঠাকুর পরম সুকৃতি ॥
শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত গৌর-ঠাকুরের পূজারি। সুধাকরমণ্ডল নারায়ণমণ্ডল দোঁহে সহচরী॥
নারায়ণ মণ্ডল-ভ্রাতা শ্রীগোপাল মণ্ডল। প্রভুর করুণা পাত্র ভজন-প্রবল ॥
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়। গোয়াস পরগণা রায়পুর বাড়ী হয় ॥
সেবা লীলা গোবিন্দের পরম মধুর। যাঁর অভিষেক কৈল আচার্য্য ঠাকুর ॥
(শ্রীবল্লবীদাস কবিরাজ মহাশয়।) শ্রীবনমালী কবিরাজ প্রেমরস-ময় ॥
শ্রীরঘুদাস ঠাকুর শ্রীমোহনদাস। প্রভুর করুণা-পাত্র শ্রীরামদাস ॥
শ্রীশ্যামভট্ট আর শ্রীআত্মারাম। শ্রীনাড়িক মহাশয় প্রেম-উদ্দাম ॥
(শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ-তাঁর ভাই দুর্গাদাস। রাজা বীরহাম্বীর শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস ॥
কানসোণার শ্রীজয়রাম দাস ঠাকুর। শ্রীগোকুলদাস কবিরাজ প্রেমপূর ॥
পূর্ব্ববাড়ী তাঁহার কড়ই মধ্যে হয়। পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিলয় ॥
শ্রীবংশীদাস ঠাকুর প্রভুর কৃপাপাত্র। পূর্ব্ব বাড়ী বুধৌর বাহাদুরপুর মাত্র ॥
আশ্রয় শ্রীগোপীরমণ জীউর সেবা। তাঁহার ভাগ্যের সীমা কহিবেক কেবা ॥
সম্প্রতি বাড়ী হয় আমিনাবাজার। জগৎ বিখ্যাতগণ কে পাইব পার ॥
(বীরভূমি মধ্যে বৈদ্যরাজ তিন জন। তাঁর মধ্যে ভগবান কবিরাজ অগ্রগণ্য ॥
তাঁর ছোট শ্রীরূপ কবিরাজ নাম। ভগবান-সুত নিমু কবিরাজ সদগুণধাম ॥)
এই ত লিখিল নাম জানিয়া যাঁহার। বিচারিতে আর কত আছয়ে তাহার ॥
সভে শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের কৃপাপাত্র। ইহাতে যে অন্য বুদ্ধি করে তিলমাত্র ॥
এই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার। সাবধান হয়ে শুন সিদ্ধান্তের সার ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক বস্তু হয়। একে দ্বেষ থাকিলে তিনে করেন প্রলয় ॥
প্রভুর কৃপাতে সভার প্রেমা অনর্গল। কি কহিব পৃথিবীতে বিদিত সকল ॥
আমার প্রভুর প্রভু সভে পরমার্থ। এ বড়ি ভরসা মনে রাখিয়ে সর্ব্বার্থ ॥
পতিতপাবন সভে, সভে দীনবন্ধু সভে কৃপা-মূর্ত্তি, সভে অনাথের বন্ধু ॥

অনায়াসে পাতকীর করিলা উদ্ধার। আয়াস করিয়া মোরে কর অঙ্গীকার।
অবিচারে সভে মেলি কর কৃপা-কণ। অনেক জন্মের বাঞ্ছা হউক পূরণ॥
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার
সে সম্বন্ধ গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস॥

ইতি শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং শ্রীমদাচার্য্য ঠকুর-শাখা বর্ণনং
নাম সপ্তম মঞ্জরী।

অষ্টম মঞ্জরী

বসন্ত সৌরাষ্ট্রী

প্রণমহো গণ সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। করুণা অবধি যাহা বিন্দু নাহি অন্ত॥
অধমেরে যাচিয়া বিতরে পরমার্থ। পতিত-পাবন নাম এবে সে যথার্থ॥
আর এক বিচার উঠিল মোর মনে। তে কারণে যত্ন করি করিয়ে লিখনে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র-নন্দন। গুরু করিবার তাঁর কোন প্রয়োজন॥
যদি কহ ঈশ্বর করয়ে ভক্তিরীত। লোকে আচরি তাহা করিয়া প্রতীত॥
এই হেতু হয় তবে কেনে অসম্প্রদায়। গুরু করিবেন জগদ্গুরু গোরারায়॥
সনাতন ধর্ম্ম প্রভু করেন স্থাপনে। পদ্মপুরাণের বাক্য তাহা সব জানে॥
যে প্রভুর দাসানুদাসের করুণা হইলে। অন্তর্য্যামী আদি শক্তি সেবা করি ফিরে॥
সে প্রভু আপনে হৈয়া সর্ব্ব অবতারী। যখন যেমনে সাঙ্গোপাঙ্গ লীলাকারী॥
সে খণ্ডিত করিবেন ভক্তি আচরণে। ভাবিতে বিস্ময় বড় হইলাঙ মনে॥
তবে শ্রীবৃন্দাবন মথুরায় চারি। সম্প্রদায় তাঁ সভারে করিল পুছারি॥
তিন সম্প্রদায় আপন গুরুর প্রণালী। আনিয়া দিলেন তাহা দেখিল সকলি॥
মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বিবরণ না পাঞা। সর্ব্বত্র তল্লাস করি চিন্তিত হইয়া॥
এই মত কথো দিন ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে। আচম্বিতে পাইলাঙ প্রভুর কৃপাতে॥

শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে এক জন। শ্রীগোপাল-গুরু গোসাঁইর পরিবার হন॥
রাধাবল্লভ দাস নাম প্রাচীন বৈষ্ণব। তাঁরে নিবেদন কৈলোঁ এ আখ্যান সব॥
তিহোঁ কহেন শ্রীগোপাল-গুরু গোসাঞি। ইহার নির্ণয় করিয়াছেন চিন্তা নাঞি॥
এত কহি মোরে এক পত্র পুরাতন। কৃপা করি দিয়া কৈল সন্দেহ ছেদন॥
মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর। তাঁহার সেবক শ্রীগোপাল-গুরুবর॥
শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা সম্প্রদা নির্ণয়। আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয়॥
তাঁর পাট নীলাচলে রাধাকান্তের সেবা। অতি মনোহর তাহা বর্ণিবেক কেবা॥

শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা।

হরিনাম মধ্যে তিন নামের কথন। হরে কৃষ্ণ রাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন॥
হরি শব্দে সম্বোধনেহ হয় হরে। হরা শব্দে সম্বোধনেহ হয় হরে॥
তাথে হরে শব্দের ব্যাখ্যা দুই শ্লোকে কয়। কৃষ্ণ রাম নাম অর্থ দুই শ্লোকে হয়॥
এই চারি শ্লোকে করি হরিনাম ব্যাখ্যা। মহাপ্রভুর পরিবার প্রতি দিল শিক্ষা॥

তথাহি শ্লোকাঃ।

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতোহরি রিতিস্মৃতঃ॥ ১॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা॥ ২॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমল-লোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥ ৩॥
বৈদগ্ধ্যসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তিং লীলাধিদেবতাং।
রাধিকাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥ ৪॥

এই অর্থ হয় ভক্তবর্গ প্রাণধন। কিম্বা তনু মহোৎসব কর্ণ রসায়ন॥
সম্প্রদায় নির্ণয় যে পত্র আছিল। ভাগ্য বশে সেই পত্র সেখানে পাইল॥
সে পত্র পাইয়া মোর আনন্দ হইল। নূতন পত্রেতে তাহা লিখিয়া লইল॥
মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বিচারিয়া দেখি। বৃন্দাবনে গৌড়োৎকলে অনেক পাইল সাখী॥
শ্রীবল্লভ আচার্য্য কৈল যে ভাষ্য স্থাপন। তাথে চারি সম্প্রদায় করিল লিখন॥
তাহাতেও এই শ্লোক প্রমাণ পাইল। পদ্ম-পুরাণের বাক্য সুদৃঢ় জানিল॥

তথাহি শ্রীপদ্মপুরাণে।

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে নিষ্ফলামতাঃ ॥ ৫ ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ ৬ ॥
চত্বারস্তে কলৌভাব্যাঃ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকাঃ।
ভবিষ্যন্তি প্রসিদ্ধাস্তে হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥ ৭ ॥
গুরুরেকঃ কৃষ্ণমন্ত্রে বৈষ্ণবঃ সাংপ্রদায়িকঃ।
তস্য ত্যাগাদিষ্টত্যাগশ্চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ ৮ ॥

আদৌ শ্রী-সম্প্রদায় তবে ব্রহ্ম সম্প্রদায়। তবে রুদ্র তবে সনক সম্প্রদা লেখায় ॥

শ্রী-সম্প্রদায়।

শ্রী শব্দে লক্ষ্মী কহি তাহাতে হইতে। সম্প্রদায় চলিয়াছে কহিল নিশ্চিতে ॥
আগে এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-জন। শ্রী-সম্প্রদায় বলি করিথা কথন ॥
তাঁর শাখা উপশাখা ক্রমেতে অনেক। তাঁর পাছে শ্রীরামানুজ হৈল পরতেক ॥
শ্রীলক্ষ্মণ আচার্য্য নাম তাঁর হয়। অত্যাদরে রামানুজ আচার্য্য সভে কয় ॥
রামানুজ ভাষ্য যেহোঁ করিল রচন। জ্ঞান কর্ম্ম খণ্ডি ভক্তিতত্ত্বের স্থাপন ॥
রামানুজ আচার্য্য বিশ্ব-বিখ্যাত হইলা। তাঁর নামে সম্প্রদায় কতক কাল চলিলা
শাখা উপশাখা ক্রমে অনেকের পাছে। শ্রীরামানন্দ আচার্য্য বিখ্যাত হইয়াছে ॥
সেই হৈতে হয় রামানন্দী সম্প্রদায়ে। সংক্ষেপে কহিলা অতি বিস্তারের ভয়ে।

ব্রহ্ম সম্প্রদায়।

শ্রীমন্নারায়ণোব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীলমধ্বঃ পদ্মনাভো নরহরির্মাধব স্তথা ॥ ১ ॥
অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চরাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্ম মুনিস্তথা ॥ ২ ॥
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থ মুনিস্তথা।
শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ ॥ ৩ ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমোভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়। শ্রীদৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয় ॥
তিঁহো যে করিল বড় 'বৈষ্ণব-বন্দন'। তাথে চারি সম্প্রদায় করিল লিখন ॥

তাহাতেহো মাধ্ব সম্প্রদায় এই রীত। এ সব শ্লোকের ভাষা করিল বিদিত॥
সর্ব্বদেশে স্থানে স্থানে ইহার প্রচার। দেখিহ শুনিহ তাথে জানিহ নির্দ্ধার॥
আদৌ শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাষ্যকার হয়। মাধ্বভাষ্যে ভক্তিতত্ত্ব করিয়াছে নির্ণয়॥
ঈশ্বরপুরী গোসাঞি পর্য্যন্ত এই মতে। মাধ্ব সম্প্রদায় বলি জগত বিখ্যাতে॥
শ্রীমহাপ্রভু যবে প্রকট হইলা। সর্ব্ব নাম পূর্ব্বে নাম নিমাই পাইলা॥
সেই নামে মহাপ্রভুর স্বেচ্ছা অনুক্রমে নিমানন্দী সম্প্রদায় হইল নিয়মে॥
পূর্ব্ব উপাসনা ছিল ঐশ্বর্য্য প্রধান। এ মাধুরী চিরকাল নাহি করে দান॥
তবে কৃষ্ণ অনাদি নিমাই নাম ধরি। চতুর্ব্বিধ ভক্তিরস দিয়া বিশ্বভরি॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জানিয়া অন্তর। নাম করণের কালে কহে বিশ্বম্ভর॥
বিশেষ উজ্জ্বল-রস অনন্ত প্রকাশ। তাহা সমর্পিতে কলি প্রথমে বিলাস॥
শুদ্ধ স্বর্ণ জিনি কান্তি অঙ্গীকার করি। নবদ্বীপ মাঝে অবতীর্ণ গৌরহরি॥
সে হরি স্ফুরুন সভার হৃদয়-কন্দরে। কলি-গজ-মদ নাশ যাঁহার হুঙ্কারে॥
শ্রীরূপ গোসাঞি ইহা 'বিদগ্ধ-মাধবে'। মঙ্গলাচরণে করাইল অনুভবে॥

তথাহি।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

আসমুদ্র পর্য্যন্ত বৈষ্ণব নাম যাঁর। নিমানন্দী শুনি পূজ্য বুদ্ধি সভাকার॥
অনন্ত পরিবার তাঁর সর্ব্ব সদ্গুণধাম। তার মধ্যে এক শ্রীগোপালভট্ট নাম॥
ইহাঁর অনেক শিষ্য কহিল না হয়। এক লিখি শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়॥
ইহাঁর যতেক শিষ্য কহিতে না শকি। এক শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী লিখি॥
ইহাঁর অনেক হয় শিষ্যের সমাজ। তার মধ্যে এক শ্রীরামশরণ চট্টরাজ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সেবক-প্রধান। শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টরাজ ঠাকুর নাম॥
তাঁর পুত্র হন ইহঁ পরম সুশান্ত। তাঁহার চরণ মোর শরণ একান্ত॥
তিহোঁ মোর গুরু তাঁর পদপ্রাপ্তি আশ। তাঁর দত্ত নাম মোর মনোহর দাস॥
কাঁটোয়া নিকট বাগানকোলা পাটবাড়ী। সেখানে বসতি আর সর্ব্ব বাড়ী ছাড়ি॥
তেঁহ কৃপা কৈল মো অধমে যেন মতে। যেরূপ করুণা তাঁর আছিল জীবেতে॥
যেরূপ করিল সংকীর্ত্তনের বিলাস। যেমত তাঁহাতে কৃষ্ণ-কথার প্রকাশ॥

রূপ গুণ বদান্যতা বৈষ্ণবতা তাঁর। দেখিতে শুনিতে লোকে লাগে চমৎকার
ইহা বর্ণিবারে যদি সংক্ষেপে চাহিয়ে। সতন্ত্র পুস্তক এক তথাপিহ হয়ে॥
তাথে মোরে বৃন্দাবনে বিদায় যেরূপে। দিলা, তাহা কহি কিছু অতি অপরূপে॥
বিদায়ের কালে মোর মাথে শ্রীচরণ। করিয়া, কহিলা এই মধুর বচন॥
তুমি আগে চল আমি আসিছি পশ্চাৎ। সর্ব্বথা পাইবে বৃন্দাবনেতে সাক্ষাৎ॥
তাঁর আজ্ঞাক্রমে অবিরোধে বৃন্দাবন। চলিয়া আইলাঙ আমি পাইল দরশন॥
এই মতে রাধাকুণ্ডে রহিলাঙ তখন। দ্বিতীয় বৎসর রাত্র্যে দেখিয়ে স্বপন॥
মোর প্রভু শ্রীকুণ্ডে আইলা যথাবৎ। সম্ভ্রমে উঠিয়া মুই কৈলুঁ দণ্ডবৎ।
সমাচার পুছিতে কহিলা তিঁহো মোরে। পাসরিলা যে আসিতে কহিলাঙ তোরে॥
আগে চল তুমি আমি আসিছি পশ্চাৎ। সে আমি আইলাঙ এই দেখহ সাক্ষাৎ॥
স্বপ্ন দেখি মোর আনন্দিত হৈল মন। জানি অবিলম্বে প্রভুর হব আগমন॥
এই মত কথো দিন অপেক্ষা করিতে। প্রভুর অপ্রকট-বার্ত্তা আইল আচম্বিতে॥
যত্তপি অতি কঠোর, তবু তাঁর গুণ। সোঙরিতে বিকল হইল মোর মন॥
কথো দিনে সে করুণা ভাবিতে ভাবিতে। দশ শ্লোক উপস্থিত হৈল তেন মতে॥
নির্লজ্জ হইয়া লিখি মনে করি ভয়। না লিখিলে কৃতঘ্নতা অপরাধ হয়॥

তথাহি।

গৌরাঙ্গস্য দয়ানিধের্ম্মধুরিমা স্বারাজ্যরূপো মহান্
বিশ্বপ্লাবনকর্ম্মঠকণ শ্রীকীর্ত্তনৈকাশ্রয়ঃ।
তত্তদ্ভাব-বিভাবিতেন্দ্রিয়বপুপ্রাণাশয়ঃ সর্ব্বদা
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ১॥

উৎসর্পৎকরপল্লবং মৃদুমুদন্ নামানি জল্পন্ হরে-
রুত্যদ্গদ্গদ কম্পসম্পদভিতঃ ক্ষিপ্রং ভ্রমন্মত্তবৎ।
স্তম্ভাশ্রু শ্রমবিন্দু-সন্দিত-তনুঃ সঙ্কীর্ত্তনান্তে পতন্
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ২

স্থিত্বা স্তব্ধতয়াক্ষণাদ্বিরচয়ন্ হুঙ্কার মুচ্চৈর্হঠাৎ
উত্থায়াভিনয়ৈঃ সসংধৃতিকণা মালম্ব্য নৃত্যোৎসবম্।
কুর্ব্বন্ তদ্রসমাধুরী-পরিমলাস্বাদাতিরেকাতুরো
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ৩॥

রোচিঃ কাঞ্চনবঞ্চিকুঞ্চিতকচান্ ভালোর্দ্ধ পুণ্ড্রদ্যুতিং
নেত্রে কোকনদশ্রেণী শ্রবণয়োরান্দোলিতে কুণ্ডলে।
ভ্রূযুগ্মং মিলিত প্রদেশসুভগং বিভ্রৎসুনাসোন্নতিং
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥ ৪ ॥
ফুল্লাম্ভোজসমঃ প্রসন্ন বদনো দন্তাবলীমুজ্জ্বলং
শোণৌষ্ঠাধর মাধুরীং স্ফুটমহো কষীঞ্চ নামাক্ষরীং।
গ্রীবাং সিংহতুলাং দধান ইভবৎ প্রোদ্দামদোঃ সৌষ্ঠবো
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ৫ ॥
পীনে বক্ষসি যজ্ঞসূত্রমমলং মালাং মনোহারিণীং
তুন্দান্দোলনতৎপরামবিরতং বিভ্রাজমানো বহন্
সূক্ষ্মং বস্ত্র চতুষ্টয়ঞ্চ রুচিরাং পাদারবিন্দপ্রভাং
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ৬ ॥
গঙ্গায়াঃ সবিধে কৃপাজলনিধে গৌরস্য পাদাব্জয়ো-
র্বাসং কেবলমাগ্রহেণ বিদধৎ স্নানাবলোকেচ্ছয়া।
তত্র প্রস্থিতবৈষ্ণবান্ প্রতিদিনং সন্তোষয়ন্ বাঞ্ছিতৈঃ
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥ ৭ ॥
শ্রীখণ্ডদ্রবচর্চ্চিতানখশিখঃ শ্লিষ্টোপধানীয়কঃ
স্বং সাক্ষাদভিতস্থিতান্নিজপদপ্রেমাশ্রিতান্ সজ্জনান্।
রাধাকৃষ্ণকথামৃতামরধুনী-বীচীভিরামজ্জয়ন্
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥ ৮ ॥
স্বশ্রীমচ্চরণপ্রভাবভরতো মাং নীচসেবাপরং
ধৃত্বা তত্র শিখাগ্রহেণ বিতরন্ বাসং স্ববৃন্দাবনে।
অন্যৎ কিং কথয়ামি দীনজনতা কারুণ্যপূর্ণান্তরো
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥ ৯ ॥
যঃ স্বস্যৈব কৃপামৃতং প্রতিপদং সঞ্চার্য্য জীবন্মৃতং
মামপ্যাগতজীবনং প্রকটয়ন্ কাং ন ব্যাধাদীশতাম্।
তস্যৈবানবলোকনাত্তব জবাদ্বৈফল্যমত্রাপ্যগাৎ
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥ ১০ ॥
শ্রীচট্টাধিপরূপসূচকমিদং সাদ্গুণ্যলেশান্বিতং
যঃ প্রাতর্দ্দশকং পঠেদনুদিনং সোৎকণ্ঠচেতা জনঃ।

তস্যোদারমতে হৃ'দি স্থিতবতীমীপ্সামলভ্যাং চিরাৎ
আরাৎ সাধয়তাৎ স এব করুণা-পীযূষ-পুরাম্বুধিঃ ॥ ১১ ॥
ইতি শ্রীমদ্রামশরণ চট্টরাজ প্রভো র্গুণরূপলেশসূচকং সম্পূর্ণম্ ॥

রুদ্র সম্প্রদায়ঃ।

তৃতীয় শ্রীরুদ্র সম্প্রদায় বিখ্যাত দক্ষিণে।
গোকুল দ্বারের গোসাঞিহ করেন আরোপণে ॥

শ্রীমহারুদ্র হইতে শ্রীবিষ্ণুস্বামী। তাঁর পরিবার তাঁ সভার মুখে শুনি ॥
তাঁর শাখা প্রশাখাদি অনেক জন্মিলা। শ্রীবল্লভাচার্য্য নাথ জিউর অধিকারী হইলা।
তখন বল্লভী বলি সম্প্রদায় চলিলা। তাঁর পুত্র শিষ্য শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ হইলা ॥
তাঁহা হইতে সম্প্রদায় কহে বিঠ্‌ঠলেশ্বরী। সংক্ষেপে কহিলা কহা না যায় বিস্তারি ॥

শ্রীসনক সম্প্রদায়ঃ।

প্রথম শ্রীনারায়ণ আদি পরকাশ। তাঁহাতে হইতে শ্রীহংস বিগ্রহ বিলাস ॥
তাঁর শিষ্য সনকাদি চতুর্থ গণনা। নারদ তাঁহার শিষ্য অতুল মহিমা ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়। বিশ্বাচার্য্য হইলেন তাঁর চরণ আশ্রয় ॥
তাঁর শিষ্য পুরুষোত্তম আচার্য্য মহামতি। তাঁর শিষ্য বিলাসাচার্য্য জগতে খ্যাতি ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীস্বরূপ আচার্য্য বিদিত। শ্রীমাধবাচার্য্য তাঁর শিষ্য সুনিশ্চিত ॥
তাঁর শিষ্য বলভদ্র আচার্য্য জানিয়ে। পদ্মাচার্য্য তাঁর শিষ্য সম্মতি মানিয়ে ॥
শ্রীশ্যামাচার্য্য শিষ্য তাঁহার প্রধান। গোপালাচার্য্য তাঁর শিষ্য গুণের নিধান ॥
তাঁর শিষ্য কৃপাচার্য্য পরম সুকৃতি। তাঁর শিষ্য দেবাচার্য্য গুরুতে ভকতি ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীসুন্দর ভট্ট মহাশয়। তাঁর শিষ্য পদ্মনাভ ভট্ট দয়াময় ॥
তাঁর শিষ্য উপেন্দ্র ভট্ট মহাভাগ্যবান্। সর্ব্ব বৈষ্ণবের তিঁহো প্রীতি ভক্তি স্থান ॥
রামচন্দ্র ভট্ট তাঁর শিষ্য অনুপাম। তাঁর শিষ্য শ্রীবামন ভট্ট গুণধাম ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট শিষ্য হয়েন তাঁহার। পদ্মাকর ভট্ট শিষ্য হয়েন যাঁহার ॥
তাঁহার সেবক শ্রীশ্রবণ ভট্ট হয়। তাঁর শিষ্য শ্রীনিম্বাদিত্য মহাশয় ॥
ইহাঁর নাম নিম্বাদিত্য হইল যেন মতে। তার বিবরণ কহি শুন সাবহিতে ॥
এক দিন এক দণ্ডী সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ। করিয়াছিল তিঁহো বহু বিনয় যতন ॥
অনেক সংঘট্ট রসোই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। প্রস্তুত হইল, ভোগ লাগাইল মহান্ত ॥

সন্ন্যাসীকে বোলাইতে সে কহে বচন। সূর্য্য অস্ত হৈলে আমি না করি ভোজন॥
ব্যস্ত হঞা কহে আসি দেখহ সত্বর। সূর্য্যদেব রহিয়াছেন নিম্বের উপর॥
তাঁর আঙ্গিনাতে এক নিম্ব বৃক্ষ ছিল। তাঁরে তদুপরি সূর্য্য প্রকট দেখাইল॥
প্রত্যয় করিয়া তিঁহো ভোজন করিল। তাঁর ভক্তি-মুদ্রা দেখি বড় সুখ পাইল।
বসিলে বাজিল রাত্রি হৈল ছয় দণ্ড। বুঝিল সন্ন্যাসী তাঁর প্রতাপ প্রচণ্ড॥
নিম্বের উপরে আদিত্যেরে দেখাইল। নিম্বাদিত্য নাম তাঁর তেকারণে হৈল॥
শ্রীভুবি ভট্ট তাঁর করুণা-ভাজন। শ্রীমাধব ভট্ট তাঁর চরণে শরণ॥
তাঁহার চরণাশ্রিত শ্যাম ভট্ট জানি। শ্রীগোপাল ভট্ট তাঁর সেবক বাখানি॥
বলভদ্র ভট্ট তাঁর সেবক প্রধান। তাঁর সেবক গোপীনাথ ভট্ট অভিধান॥
শ্রীকেশব ভট্ট তাঁর শিষ্য মহামতি। শ্রীগকুল ভট্ট তাঁর শিষ্য অনন্যগতি॥
শ্রীকেশব কাশ্মিরী তাঁর শিষ্য কহি। তাঁহার করুণা পাত্র শ্রীভট্ট সহি॥
তাঁহার শিষ্য শ্রীহরি-ব্যাস অধিকারী। তাঁহার যুগল শিষ্য সর্ব্ব সুখকারী॥
শ্রীপরশুরাম আর শ্রীশোভুরাম। দোঁহার অতিশয় ভক্তি প্রতাপ গুণগ্রাম॥
একের সলেমাবাদ পাটবাড়ী হয়। দ্বিতীয় বুড়িয়া পাটবাড়ী সুনিশ্চয়॥
পরশুরাম শিষ্য স্বামী শ্রীহরিবংশ। ভাগবত-মণ্ডলিত যাঁর সদ্‌গুণ প্রশংস॥
তাঁর শিষ্য শ্রীনারায়ণ দাস মহামতি। তাঁর শিষ্য শ্রীবৃন্দাবন দাস পরম সুকৃতি॥
শোভুরাম শিষ্য শ্রীকহুর দাস। তাঁর শিষ্য হয়েন শ্রীনারায়ণ দাস॥
শ্রীপরমানন্দ দাস শিষ্য হন তাঁর। অসীম সদ্‌গুণ গণ কে পাইবে পার॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য নাগা শ্রীচতুর দাস। কৃষ্ণের আজ্ঞাতে ব্রজে করিল আবাস॥
তাঁর শিষ্য স্বামী শ্রীমোহন দাস। মহাভাগবত ভক্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
তাঁর শিষ্য স্বামী শ্রীজগন্নাথ মহাশয়। তাঁর শিষ্য শ্রীমাখন দাস ভক্তি রসময়॥
এ সম্প্রদায়ে শাখা প্রশাখা অসংখ্য বৈষ্ণব। এ দুই শাখার বিস্তার লেখা না যায় সব॥
তাহাতে সংক্ষেপে হৈল যে কিছু লিখন। এই মত আর সর্ব্ব শাখার বর্ণন॥
শ্রীসনক সম্প্রদায় চতুর্থ গণনা। প্রথমে সনক সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা॥
শ্রীনিম্বাদিত্য অনেক শাখা উপরান্ত। মহাভাগবত তিঁহো হইলা মহান্ত॥
সেই হইতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় বলি। কথোক সময় হেন মতে গেল চলি॥
ক্রমে কথোক কাল পাছে শ্রীহরি-ব্যাস। মহান্ত হইলা ভক্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
সেই হৈতে হরি-ব্যাসী সম্প্রদায় কহে। সংক্ষেপে কহিল বহু বিস্তারিল নহে॥
এই চারি সম্প্রদায় দিগ দরশন। ইহা বিচারিতে পাবে সর্ব্ব বিবরণ।
শ্রীরূপ সপরিবার সর্ব্বস্ব যাঁহার। তাঁ সভার সুখ লাগি এ লীলা প্রচার॥

সে সম্বন্ধে গুর্ব্বাদি বর্ণন অভিলাষ। অনুরাগবল্লী কহে মনোহর দাস

ইতি শ্রীমদনুরাগ-বল্ল্যাং সম্প্রদায় চতুষ্টয় নির্ণয়ো
নামাষ্টমী মঞ্জরী।

শ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য চরণে। পাঠরূপ যে করে অষ্টমঞ্জরী অর্পণে॥
তাহার অমল প্রেম প্রভুর শ্রীপদে চৈতন্য পরিকর প্রাপ্তি হয় নির্ব্বিরোধে॥
অতএব পঢ় শুন না কর আলস। দেখিতে রহস্য মনে যদ্যপি লালস॥
শ্রীগুরু পদারবিন্দ মস্তক-ভূষণ। করি, অনুরাগবল্লী কৈলা সমাপন॥
সে চরণ সেবন সতত অভিলাষ। নিজ মনোরথ কহে মনোহর দাস॥

সমাপ্তেয়মনুরাগবল্লী।

রামবাণাশ্ব চন্দ্রাদি মিতে সম্বৎসরে গতে।
বৃন্দাবনান্তরে পূর্ণা যাতমহনুরাগ-বল্লিকা॥

সম্বৎ ১৭৫৩।

বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেঽমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণনুরাগ-বল্লিকা॥

শকঃ ১৬১৮।

পরিশিষ্ট।

এই গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আছে তাহার মধ্যে কতকগুলিতে ভুল আছে। সেইগুলি সংশোধিত আকারে অনুবাদসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম মঞ্জরী।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং,
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীং।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহং রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

১ পৃষ্ঠা। যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপা প্রভাবে নামশ্রেষ্ঠ (হরিনাম) মন্ত্র, শচী-নন্দন, স্বরূপ, রূপ ও তাঁহার অগ্রজ সনাতন, পুরীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মথুরাপুরী, গোষ্ঠবাটী, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিবর গোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের আশা লাভ করিয়াছি, আমি সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি॥ ১ ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
স দ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতান শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥ ২ ॥

আমি শ্রীগুরুর (সমষ্টিগুরুর) শ্রীচরণকমল, শ্রীগুরুগণ (শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু, ভজনশিক্ষাগুরু সহিত) বৈষ্ণবগণ, অগ্রজ সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস ও জীবগোস্বামীর সহিত শ্রীরূপগোস্বামী, অদ্বৈতপ্রভু, অবধূত নিত্যানন্দপ্রভু ও পরিজনের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, আর নিজ নিজ মঞ্জরীগণের সহিত ললিতা ও বিশাখার সমভিব্যহারে অবস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করি॥ ২ ॥

গৌরো জাত ইতিশ্রুতির্ব্রজবনালভ্যং সুখার্থং নিজং,
শ্রীগৌড়ৈঽপ্যনু সঙ্গতিস্ত্রিজগতি প্রেমাপ্লবঞ্চাকরোৎ।
এবং কিঞ্চপরং কয়োবসহতো বিশ্লেষমাবঞ্চকং
জীয়াল্লোকিতুমুৎকয়ো রসিকয়োরৈক্যত্বমাপ্তং বপুঃ॥ ৩ ॥

শুনা যায়,—শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবৃন্দাবনধামে অলভ্য কোনও স্বকীয়-সুখলাভের আকাঙ্ক্ষায় অনুচরগণ সহ শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হন, এবং ত্রিজগতে এক অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা উপস্থিত করেন। এ কথা সত্য, কিন্তু আরও একটী উদ্দেশ্য হইতেছে—সম্ভোগরসের পুষ্টির জন্য যাহা নিতান্তই আবশ্যক, সেই অসহ্য বিচ্ছেদ সহনে অসমর্থ, পরস্পর দর্শন-লালসায় একান্ত উৎকণ্ঠিত কোনও রসিক-রসিকার সেই আত্যন্তিক উৎকণ্ঠায় দুইটী শরীর মিলিয়া এক হওয়া। সেই ঐক্যপ্রাপ্ত বপু জয়যুক্ত হউন ॥ ৩॥

ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথ দাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥ ৪ ॥

৪ পৃষ্ঠা। ভগবানের (শ্রীগৌরাঙ্গের) প্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর সন্তোষ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ভক্তির বিলাস-সমূহ চয়ন করিতেছে ॥ ৪ ॥

সনাতন গোস্বামিকৃত দিক্প্রদ র্শন্যাং হরিভক্তিবিলাস টীকায়াং। বিলাসান্ পরমবৈভবরূপান ; চিনুতে সমাহরতি। ভক্তেবিলাসানাং চয়নেনাস্য গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেতি সংজ্ঞায়াং কারণমেকমুদ্দিষ্টম্। ভগবৎপ্রিয়স্যেতি বহুব্রীহিণা তৎপুরুষেণ বা সমাসেন তস্য মাহাত্ম্যজাতং প্রতিপাদিতম্। এবং তৎশিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক্ বোদ্ধব্যম্। শ্রীরঘুনাথদাসো নামা গৌড়-কায়স্থ-কুলাব্জ-ভাস্কর-ভরমভাগবতঃ। শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদাদীন নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতু মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ।

শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত 'দিক্প্রদর্শিনী' নাম্নী শ্রীহরিভক্তি বিলাসের টীকায় ইহার অর্থ ঃ—বিলাস সমূহ—পরমবৈভব রূপ। চয়ন করিতেছে—সম্যক্‌রূপে আহরণ করিতেছে। ভক্তির বিলাস-সমূহের চয়ন দ্বারাই এই গ্রন্থের 'ভক্তিবিলাস' এইরূপ নাম হইবার প্রধান কারণ অভিহিত হইল। ভগবান্ হইয়াছেন প্রিয় যাঁহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস অথবা 'ভগবানের প্রিয়' এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস দ্বারা তাঁহার (প্রবোধানন্দের) মাহাত্ম্য-সমূহ প্রতিপাদিত হইল। এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার (প্রবোধানন্দের) শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্টেরও মাহাত্ম্য উক্ত প্রকার। শ্রীরঘুনাথ দাস—গৌড়কায়স্থকুলকমলের প্রকাশক ভাস্কর সদৃশ এবং পরম ভাগবত। [শ্রীগোপালভট্ট কেবলই যে

শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী—এই তিন জনের সন্তোষের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন তাহা নহে, পরন্তু] শ্রীমথুরাধামে অবস্থিত তাঁহারা ও অন্যান্য নিজ সঙ্গী সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত।—ভাবার্থ এইরূপই বুঝিতে হইবে॥ ৪ ॥

৫ পৃষ্ঠা। এবং তৎশিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক বোদ্ধব্যং॥ ৫ ॥

এইরূপে বুঝিতে হইবে, তাঁহার (প্রবোধানন্দের) শিষ্য শ্রীগোপালভট্টেরও মাহাত্ম্য সেই প্রবোধানন্দেরই মত॥ ৫ ॥

ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্॥
বন্দে শ্রীপরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্॥ ৬॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি ও গৌড়দেশ-বিভূষণ বিদ্যাভূষণ—এই সকল গুরুগণকে বন্দনা করি। রসপ্রিয় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র ও বাণীবিলাস নামক উপদেশকগণকে বন্দনা করি॥ ৬॥

প্রাচীনৈরপ্যুক্তম্।

সনাতনপ্রেম পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদম্॥৭॥

প্রাচীনগণও কহিয়াছেন—

যাঁহার অন্তর সনাতনের প্রেমে পরিপ্লুত, শ্রীরূপের সখ্য-প্রভাবে যিনি অন্তর-বাহ্য সমস্তই বিশেষরূপে দেখিতে পাইয়াছেন, আমি সেই ভজন-পরায়ণের অভীষ্ট-প্রদাতা রাধারমণগতপ্রাণ গোপালভট্টকে নমস্কার করি॥ ৭ ॥

৬ পৃষ্ঠা। চূড়া-চুম্বিত-চারু-চন্দ্রক-চমৎকার-ব্রজ-ভ্রাজিতং,
দীব্যন্মঞ্জু মরন্দ-পঙ্কজমুখং ভ্রূনৃত্যদিন্দিন্দিরম্।
রজ্যদ্বেণু-সুমূল-রোক-বিলসৎ বিম্বাধরোষ্ঠং মহঃ
শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জকেলি-ললিতং রাধাপ্রিয়ং প্রীণয়ে॥ ৮॥

যিনি চূড়াসংসক্ত চারু ময়ূরপিচ্ছের চমৎকারিতা সমূহে সমধিক শোভা-সম্পন্ন, যে অরবিন্দে সুন্দর মকরন্দ উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার অনুরূপ যাঁহার আনন-কমলে ভ্রূযুগল নর্ত্তনশীল ভ্রমরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, জন-

মনোরঞ্জন বেণুর মূল-রন্ধ্রে, যাঁহার বিম্ব-সন্নিভ অধরৌষ্ঠ বিলসিত হইতেছে, আমি সেই শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে ললিত-কেলি-পরায়ণ জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি শ্রীরাধা-প্রিয়ের প্রীতি সম্পাদন করি ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতাস্যৈতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্।
গোপাল ভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনি-নির্জ্জরঃ ॥ ৯ ॥

দ্রাবিড়-ভূমিদেব (দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ) গোপাল ভট্ট শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের এই শ্রীকৃষ্ণবল্লভা নাম্নী টীকা করিতেছেন ॥ ৯ ॥

তৃতীয় মঞ্জরী।

২০ পৃষ্ঠা। লবঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী গুণমঞ্জরী।
ভানুমত্যন্য পর্য্যায়া সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী।
রাগলেখা কলাকেলি মঞ্জুলাদ্যাস্তু দাসিকা ॥১॥

লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, যাঁহার অপর নাম ভানুমতী সুপ্রিয়া, রতিমঞ্জরী, রাগলেখা, কলাকেলি, মঞ্জুলা প্রভৃতি দাসিকা—সেবাপরায়ণা সখী ॥ ১ ॥

২১ পৃষ্ঠা। গোপেশৌ পিতরৌ তবাচলধর শ্রীরাধিকা প্রেয়সী
শ্রীদামা সুবলাদয়শ্চ সুহৃদো নীলাম্বরঃ পূর্ব্বজঃ।
বেণুর্ব্বাদ্য মলঙ্কৃতিঃ শিখিদলং নন্দীশ্বরো মন্দিরং
বৃন্দাটব্যপি নিস্কুটঃ পরমতো জানামিনান্যৎ প্রভো ॥২॥

গোবর্দ্ধন-ধর শ্রীকৃষ্ণ! তোমার পিতা গোপরাজ নন্দ, মাতা গোপেশ্বরী যশোদা, প্রেয়সী শ্রীরাধা, সুহৃৎ শ্রীদামা ও সুবল প্রভৃতি, অগ্রজ নীলবসনধারী বলরাম, বাদ্য—বেণু, অলঙ্কার—শিখিপুচ্ছ, মন্দির—নন্দীশ্বর, আর নিস্কুট (গৃহ-সমীপবর্ত্তী উপবন) শ্রীবৃন্দাবন—প্রভো! ইহা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না ॥ ২ ॥

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৩॥

ভূপতে! দ্বাপরযুগে সকলেই এই (পূর্ব্বলিখিতরূপে) জগৎপতির স্তব করেন। কলিযুগেও সকলে নানাপ্রকার তন্ত্রবিধান অনুসারে যেরূপে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাঁহার বর্ণ অভ্যন্তরে কৃষ্ণ, পরন্তু বাহিরের কান্তি অকৃষ্ণ (বিদ্যুতের মত গৌরবর্ণ), সুমেধা সকল সংকীর্ত্তনপ্রচুর যজ্ঞ (পূজাবিধি) দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তাঁহার অঙ্গ (অঙ্গের মত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু), উপাঙ্গ (অঙ্গের অঙ্গ সদৃশ শ্রীবাস প্রভৃতি), অস্ত্র (অবিদ্যাবনচ্ছেদক অস্ত্রতুল্য শ্রীভগবানের নাম) এবং পার্ষদগণসহ তিনি বিরাজমান ॥ ৩ ॥

শ্রীরূপ কৃত শ্লোকৌ।

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্য্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং,
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৪॥
নপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫॥

শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত দুইটী শ্লোক।

শাস্ত্রপারদর্শী মহাত্মাগণ উচ্চ সংকীর্ত্তনপ্রধান পূজাবিধি দ্বারা সাক্ষাৎ যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, যাঁহার অঙ্গ কৃষ্ণ হইয়াও—শ্যামল বর্ণ হইয়াও কান্তিচ্ছটায় অকৃষ্ণ—পীতবর্ণ, মহানুভব সকল যাঁহাকে সমগ্র ভিক্ষুগণের উপাস্য—পূজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই চৈতন্যাকৃতিদেবতা আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপা প্রকাশ করুন্ ॥ ৪ ॥

যিনি কোনও প্রণয়িজনগণের (ব্রজাঙ্গনাবৃন্দের) কোনও অনির্ব্বচনীয় অপার মধুর রসরাশি অপহরণপূর্ব্বক উপভোগ করিবার নিমিত্ত বাহিরে সেই প্রণয়িনীর কান্তি প্রকাশ করিয়া উহা স্বীয় বর্ণের আবরণরূপে ধারণ করিয়াছিলেন সেই বিনোদপটু চৈতন্যাকৃতিদেবতা আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপা বিস্তার করুন ॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনোক্তং

২২ পৃষ্ঠা। নধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিলকুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহতনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥৬॥

শ্রীমৎ দাস গোস্বামী কহিয়াছেন—সংসারে আসিয়া শ্রুতিগণ-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিও না, অধর্ম্মও করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র শ্রীব্রজধামে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রচুররূপে পরিচর্য্যা কর। শ্রীশচী-নন্দনকে নন্দীশ্বরপতি নন্দের নন্দন বলিয়া এবং শ্রীগুরুবরকে মুকুন্দের প্রিয় বলিয়া অবধারণ করিয়া, তাঁহাদিগকে স্মরণ কর, নমস্কার কর এবং তাঁহাদিগের উপদেশ শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

চতুর্থ মঞ্জরী।

২৪ পৃষ্ঠা। তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনবিভাবে।
সখি রোপিত দ্বিপত্রঃ শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি।
সোঽয়ং কদম্বডিম্ভঃ ফুল্লো বল্লববধূ স্তুদতি ॥ ১॥

সখি! সেই কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদ্বারে যে অতি শিশু কদম্ব বৃক্ষটি রোপণ করিয়াছেন, আজ সেই কদম্বপোতক পুষ্পিত হইয়া বল্লব-কামিনীগণকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে ॥ ১ ॥

২৭ পৃষ্ঠা। বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎ কাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্ ॥২॥

শ্রীমান্ কাশীশ্বর, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীকৃষ্ণদাস—এই সকল শ্রীগোবিন্দের চরণাশ্রিত শ্রীবৃন্দাবন-প্রিয়গণকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

জীয়াসুরাত্যন্তিক ভক্তিনিষ্ঠাঃ
শ্রীবৈষ্ণবা মাথুর মণ্ডলেঽত্র।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তি
শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ স লোকনাথঃ ॥৩॥

আত্যন্তিক ভক্তিনিষ্ঠ শ্রীবৈষ্ণব সকল এই মথুরানগর মধ্যে জয়যুক্ত হউন্—শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রবর্ত্তনাদি রূপ নিজ উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন্। আর শ্রীকাশীশ্বর

এবং শ্রীলোকনাথের সহিত শ্রীকৃষ্ণদাস কৃষ্ণবনে—শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া করুন—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সুখে বাস করুন ॥ ৩ ॥

পঞ্চম মঞ্জরী।

৩২ পৃষ্ঠা। ভাব-নাম-গুণাদীনামৈক্যা শ্রীরাধিকৈব যা।

কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা সা বিশাখা প্রসীদতু ॥১॥

ভাব, নাম ও গুণ প্রভৃতির ঐক্য নিবন্ধন যিনি—শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীবিশাখা প্রসন্না হউন্ ॥ ১ ॥

ষষ্ঠ মঞ্জরী।

৪১ পৃষ্ঠা। তথাহি আগমে। আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ১ ॥

গুরুগণের আজ্ঞা বিচার করিতে নাই ॥ ১ ॥

শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলেনানীতঃ কবিতাবলী পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধ ভাক্। শ্রীমজ্জীবসুরাংঘ্রিপাশ্রয়যুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্, সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎপরম্ ॥ ২ ॥

শ্রীগোবিন্দকবিরাজরূপ চন্দনগিরির চঞ্চল বসন্তসমীরণে আনীত কৃষ্ণসম্বন্ধ বিশিষ্ট কবিতাবলীর পরিমল শ্রীমৎ জীবরূপ কল্পতরুর আশ্রিত ভক্তরূপ ভৃঙ্গসমুদয়কে উন্মাদিত করিয়া ব্রজবনের সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। অন্য পরে কা কথা ॥ ২ ॥

অষ্টম মঞ্জরী।

৪৭ পৃষ্ঠা। বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহং।

হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতোহরি রিতিস্মৃতঃ ॥ ১ ॥

চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহ ভগবত্তত্ত্বকে বিশেষরূপে জানাইয়া অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যসমূহকে হরণ করেন বলিয়া 'হরি' এইরূপে কথিত হন ॥ ১ ॥

হরতি শ্রীকৃষ্ণমন. কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।

অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদস্বরূপিণী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন। এই হেতু 'হরা' শব্দে শ্রীরাধা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন ॥ ২ ॥

আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমল-লোচনঃ।

গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥ ৩ ॥

কেবলানন্দ সুখের স্বামী শ্যামবর্ণ কমললোচন গোকুলানন্দ নন্দনন্দনই 'কৃষ্ণ' শব্দে কথিত হন ॥ ৩॥

বৈদগ্ধ্যসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তিং লীলাধিদেবতাং।
রাধিকাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি বৈদগ্ধীর—রসিকতার সার-সর্ব্বস্ব-স্বরূপা। তিনি লীলার অধিদেবতা—অধিশ্বরী। যিনি নিত্য সেই শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন, তিনিই 'রাম' শব্দে অভিহিত হন ॥ ৪ ॥

৪৮ পৃষ্ঠা। সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে নিষ্ফলামতাঃ ॥ ৫ ॥

যে সকল মন্ত্র সম্প্রদায়বিহীন, তাহারা নিষ্ফল ॥ ৫ ॥

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ ৬ ॥

এই হেতু কলিযুগ আরম্ভে চারিটী সম্প্রদায়ী বা সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হইবেন। শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক এই চারিজন ভুবন-পাবন বৈষ্ণব কলিকালে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হইবেন ॥ ৬ ॥

চত্বারস্তে কলৌভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ।
ভবিষ্যন্তি প্রসিদ্ধাস্তে হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥ ৭ ॥

সেই প্রসিদ্ধ প্রবর্ত্তকচতুষ্টয় উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে (শ্রীজগন্নাথ দেবেরই প্রেরণায়) প্রাদুর্ভূত হইবেন ॥ ৭ ॥

গুরুরেকঃ কৃষ্ণমন্ত্রে বৈষ্ণবঃ সাংপ্রদায়িকঃ।
তস্য ত্যাগাদিষ্টত্যাগশ্চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ ৮ ॥

যিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত, যিনি বৈষ্ণব (বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুর উপাসক) শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে একমাত্র তিনিই গুরুর আসন পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে ত্যাগ করিলে ইষ্টত্যাগ করা হয় এবং পরমার্থ হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে হয় ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়।

৪৮ পৃষ্ঠা। শ্রীমন্নারায়ণোব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীলমধ্বঃ পদ্মনাভো নরহরিমাধব স্তথা ॥১॥
আক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্ম মুনিস্তথা ॥২॥

পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থ মুনিস্তথা।
শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ ॥৩॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমোভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥৪॥

শ্রীমান্ নারায়ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শ্রীল মধ্ব, পদ্মনাভ, নরহরি, মাধব, অক্ষোভ (অক্ষোভ্য), জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, মহানিধি (দয়ানিধি,) বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্মমুনি, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, মুনি, ব্যাসতীর্থ, শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি, শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, তাহার পর প্রেম-কল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় ক্ষিতিমণ্ডলে 'নিমানন্দ-সম্প্রদায়' নামে বিখ্যাত ॥

৪৯ পৃষ্ঠা। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

চিরদিন হইতে যাহা অন্য কাহাকেও অর্পণ করা হয় নাই, সেই সমুন্নত শৃঙ্গার-রস-স্বরূপ স্বকীয় ভক্তি-সম্পত্তি সমর্পণ করিবার নিমিত্ত যিনি কলিযুগে করুণা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন,—কনক-কমনীয়-কান্তি-কলাপে সমাধিক সমুজ্জ্বল, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন।

৫০ পৃষ্ঠা। গৌরাঙ্গস্য দয়ানিধের্ম্মধুরিমা স্বারাজ্যরূপো মহান্
বিশ্বপ্লাবনকর্ম্মঠকণ-শ্রীকীর্ত্তনৈকাশ্রয়ঃ।
তত্তদ্ভাব-বিভাবিতেন্দ্রিয়বপুপ্রাণাশয়ঃ সর্ব্বদা
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥১॥

তুমি দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুর্য্য স্বারাজ্যস্বরূপ, তুমি অতি শ্রেষ্ঠ, যাহার এক কণা বিশ্বসংসার প্লাবিত করিতে সক্ষম, তুমি সেই শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনের একমাত্র আশ্রয়, তোমার ইন্দ্রিয় দেহ, প্রাণ, মন সকলেই সেই সেই অসাধারণ ভাবে বিভাবিত;—হা চট্টাধিপ প্রভো! আর আমি কখনও কি তোমায় দেখিতে পাইব? ॥১॥

উৎসর্পৎকরপল্লবং মৃদুস্নুদন্ নামানি জল্পন্ হরে-
রুদ্যদগদ্‌গদ কম্পসম্পদভিতঃ ক্ষিপ্রং ভ্রমন্মত্তবৎ।

স্তম্ভাশ্রু-শ্রমবিন্দু-সন্দিত-তনুঃ সঙ্কীর্ত্তনান্তে পতন্

হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥২॥

তুমি কখনও বা শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পাণিপল্লব উত্তোলিত করিয়া মৃদু মৃদু আন্দোলিত করিতেছ, কখনও কাঁদিতেছ,—কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া আসিতেছে, শরীর থরথর কাঁপিতেছে,—এই সকল অসাধারণ ভাব-সম্পন্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ঘন ঘন দৌড়িয়া বেড়াইতেছ, তাহাতে স্তম্ভ, অশ্রু ও শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু সমূহের উদ্গম হইতেছে, তোমার শরীর পুলকিত হইতেছে, তুমি সংকীর্ত্তনান্তে পতিত হইতেছ—হা চট্টাধিপ প্রভো! আমি পুনরায় তোমার কি দেখা পাইব? ॥২॥

স্থিত্বা স্তব্ধতয়াক্ষণাদ্বিরচয়ন্ হুঙ্কার মুচ্চৈর্হঠাৎ

উত্থায়াভিনয়ৈঃ সসংধৃতিকণা মালম্ব্য নৃত্যোৎসবম্।

কুর্ব্বন্ তদ্রসমাধুরী-পরিমলাস্বাদাতিরেকাতুরো

হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥৩॥

তুমি কখনও ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে রহিয়া হঠাৎ উঠিয়া উচ্চৈস্বরে হুঙ্কার করিতেছ, আবার কখনও সম্যক্ ধৈর্য্য সহকারে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে নৃত্যোৎসব করিতেছ,—তখন তাহার রস-মাধুরীর পরিমল অতিশয়িতরূপে আস্বাদ করিয়া আতুর হইয়া পড়িতেছ;—হা চট্টাধিপ প্রভো! আমি তোমার সেই অপরূপ রূপ আর কখনও কি দেখিতে পাইব? ॥৩॥

৫১ পৃষ্ঠা। রোচিঃ কাঞ্চনবঞ্চিকুঞ্চিতকচান্ ভালোর্দ্ধ পুণ্ড্রদ্যুতিং

নেত্রে কোকনদশ্রেণী শ্রবণয়োরান্দোলিতে কুণ্ডলে।

ভ্রূযুগ্মং মিলিত-প্রদেশসুভগং বিভ্রৎসুনাসোন্নতিং

হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥ ৪ ॥

তোমার সেই কাঞ্চন-বঞ্চন-পটু কান্তি, কুঞ্চিত কেশকলাপ ভালে স্থিত উর্দ্ধপুণ্ডের শোভা, কোকনদ কান্তি নয়নযুগল, কর্ণদ্বয়ের আন্দোলিত দুইটী কুণ্ডল, পরস্পর মিলিত মনোহর ভ্রু-যুগল এবং সমুন্নত সুন্দর নাসিকা প্রভৃতিতে অতি শোভায়মান রূপ—হা চট্টাধিপ প্রভো! আমি আর কখনও কি দেখিতে পাইব? ॥৪॥

ফুল্লাম্ভোজসমঃ প্রসন্ন বদনো দন্তাবলীমুজ্জ্বলং

শোণৌষ্ঠাধর-মাধুরীং স্ফুটমহো কণ্ঠীঞ্চ নামাক্ষরীং।

গ্রীবাং সিংহতুলাং দধান ইভবৎ প্রোদ্দামদোঃ সৌষ্ঠবো
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ৫ ॥

অহো! তোমার সেই প্রফুল্ল-কমল-সমতুল প্রসন্ন বদন, উজ্জ্বল দন্তাবলী, অরুণবর্ণ ওষ্ঠাধরের উচ্ছলিত মাধুর্য্য, কণ্ঠে কণ্ঠী, নামাক্ষরী (নামের ছাপ বা নামাবলী), সিংহের গ্রীবা এবং করিশুণ্ডের ন্যায় সুবলিত বাহুর রমণীয়তা প্রভৃতিতে মনোহর রূপ,—হা চট্টাধিপ প্রভো! আমি কি আর কখনও দেখিতে পাইব? ॥৫॥

পীনে বক্ষসি যজ্ঞসূত্রমমলং মালাং মনোহারিণীং
তুন্দান্দোলনতৎপরামবিরতং বিভ্রাজমানো বহন্
সূক্ষ্মং বস্ত্র চতুষ্টয়ঞ্চ রুচিরাং পাদারবিন্দপ্রভাং
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ৬ ॥

তোমার পীন বক্ষঃস্থলে শুভ যজ্ঞসূত্র, মনোহারিণী মালা,—যাহা উদর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া অবিরত আন্দোলিত হইতেছে,—তোমার দেহ সূক্ষ্ম চারিখানি বস্ত্রে সুশোভিত, তোমার পাদপদ্মের প্রভাও মনোহারিণী; - হে চট্টাধিপ প্রভো! আমি কি তোমার সেই রূপ আর কখনও দেখিতে পাইব? ॥৬॥

গঙ্গায়াঃ সবিধে কৃপাজলনিধে র্গৌরস্য পাদাব্জয়ো-
র্বাসং কেবলমাগ্রহেণ বিদধৎ স্নানাবলোকেচ্ছয়া।
তত্র প্রস্থিতবৈষ্ণবান্ প্রতিদিনং সন্তোষয়ন্ বাঞ্ছিতৈঃ
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ৭ ॥

তোমার অবলোকন কামনায় পরম আগ্রহে গঙ্গার সমীপে ও কৃপাসাগর গৌরের চরণকমল প্রান্তে বাস করিয়া প্রতিদিন তথায় সমাগত বৈষ্ণবগণের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদানপূর্ব্বক সন্তোষ সম্পাদন করিতেছ;—হা চট্টাধিপ প্রভো! আমি তোমার সেই রূপ আর কখনো কি দেখিতে পাইব? ॥৭॥

শ্রীখণ্ডদ্রবচর্চ্চিতানখশিখঃ শ্লিষ্টোপধানীয়কঃ
স্বং সাক্ষাদভিতস্থিতান্নিজপদপ্রেমাশ্রিতান্ সজ্জনান্।
রাধাকৃষ্ণকথামৃতামরধুনী-বীচীভিরামজ্জয়ন্
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো॥ ৮ ॥

তুমি আ-নখাগ্র শ্রীখণ্ডচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া উপাধান (বালিশ) অবলম্বন-

পূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিয়াছ, তোমার সমক্ষে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নিজচরণ-প্রেমাশ্রিত সজ্জনসমূহকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কথারূপ অমৃত-মন্দাকিনীর অগণিত তরঙ্গে নিমজ্জিত করিতেছ ;—হা চট্টাধিপ প্রভো! আমি এতদবস্থায় আর কখনো কি তোমায় দেখিতে পাইব ? ॥৮॥

স্বশ্রীমচ্চরণপ্রভাবভরতো মাং নীচসেবাপরং
ধৃত্বা তত্র শিখাগ্রহেণ বিতরন্ বাসং স্ববৃন্দাবনে।
অন্যৎ কিং কথয়ামি দীনজনতা-কারুণ্যপূর্ণান্তরো
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥ ৯ ॥

অধিক কি কহিব, তোমার অন্তর দীনগণের প্রতি করুণায় পরিপূর্ণ; তাই তুমি নিজ শ্রীচরণ-প্রভাব ভরে আমার মত নীচসেবাপরায়ণ অধমেরও শিখায় ধরিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলে,—হা চট্টাধিপ প্রভো! সেই তোমাকে আর কি আমি কখনো দেখিতে পাইব ? ॥৯॥

যঃ স্বস্যৈব কৃপামৃতং প্রতিপদং সঞ্চার্য্য জীবন্মৃতং
মামপ্যাগতজীবনং প্রকটয়ন্ কাং ন ব্যধাদীশতাম্।
তস্যৈবানবলোকনাত্তব জবাদ্বৈফল্যমত্রাপ্যগাৎ
হা চট্টাধিপ কিং ময়া পুনরপি প্রেক্ষিষ্যসে ত্বং প্রভো ॥ ১০ ॥

আমি জীবন্মৃত ;—যে তুমি পদে পদে কৃপামৃত সঞ্চারপূর্ব্বক সেই আমাকে জীবিত করিয়া কোন্ অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্যের বিধানই না করিয়াছিলে ? আজ সেই তোমার অদর্শনে সে সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে ;—হা চট্টাধিপ প্রভো! আমি কি পুনরায় তোমার দেখা পাইব ? ॥ ১০ ॥

শ্রীচট্টাধিপরূপসূচকমিদং সাদ্গুণ্যলেশান্বিতং
যঃ প্রাতর্দ্দশকং পঠেদনুদিনং সোৎকণ্ঠচেতা জনঃ।
তস্যোদারমতে হৃদি স্থিতবতীমীপ্সামলভ্যাং চিরাৎ
আরাৎ সাধয়তাৎ স এব করুণা-পীযূষ-পূরাম্বুধিঃ ॥ ১১ ॥

যে জন প্রতিদিন প্রাতঃকালে সোৎকণ্ঠে শ্রীমৎ চট্টরাজের রূপসূচক ও সদ্গুণলেশ সমন্বিত এই দশটী স্তোত্র পাঠ করিবেন, সেই করুণামৃত-সাগর

চট্টরাজ সেই ভক্তপাঠকের হৃদয়ে চিরদিনের অলভ্য কামনাসমূহের শীঘ্র সাফল্য প্রদান করুন ॥১১॥

ইতি শ্রীমদ্রামশরণ চট্টরাজ প্রভুর গুণ-রূপ-লেশ-সূচকঃ

সম্পূর্ণম্।

এই "অনুরাগবল্লী" রাম (৩) বাণ (৫) অশ্ব (৭) ও চন্দ্র (১) মাস বিশিষ্ট সম্বৎসর গত হইলে—"অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই ন্যায় অনুসারে ১৭৫৩ সম্বৎ উপস্থিত হইলে, শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিল।

এই "অনুরাগবল্লী" বসু (৮) চন্দ্র (১) ও চন্দ্রকলা-(১৬) যুক্ত শকে—১৬১৮ শকে, চৈত্র-মাসে শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে সমাপ্ত হইল।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
মহোদয় প্রণীত

সর্ব্বজন প্রশংসিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ রূপসনাতন-শিক্ষামৃত (১ম খণ্ড)	৪৲
ঐ (২য় খণ্ড)	৪৲
শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী	৩৲
গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ	৩৲
শ্রীগীতগোবিন্দ (নারায়ণদাস টীকাসহ)	২॥০
নীলাচলে ব্রজমাধুরী	১॥০
শ্রীশ্রীগোপীগীতা	১।০
শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক (ভূমিকাসহ)	১।০
শ্রীশ্রীনাম মাধুরী	১৲
সাধন-সঙ্কেত	১৲
শ্রীচরণতুলসী	১৲
অদ্বৈতবাদ	১৲